পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 193 Sunday, 14 June, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৯৩ সংখ্যা ❋ ৩০ জৈষ্ঠ্য ১৪৩৩, রবিবার, ১৪ জুন, ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

যুবসাথী' কি ফিরছে?

অরূপ বিশ্বাস থেকে ময়দানের দুর্নীতি নিয়ে বিস্ফোরক মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ জুন ঃ রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন চিকিৎসক-মন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ। সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে তিনি একাধিক স্পর্শকাতর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইস্যুতে মুখ খুলে নতুন করে জল্পনা উসকে দিয়েছেন। বেকার যুবকদের আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী প্রকল্প ' ফের চালু হতে পারে কি না, সেই প্রশ্ন থেকে শুরু করে ময়দানের বিতর্কিত ঘটনাগুলির তদন্ত, ক্রীড়া প্রশাসনে স্বচ্ছতা এবং অতীতের বিভিন্ন অভিযোগের বিচার- প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন তিনি। সবচেয়ে বেশি আলোচনায় এসেছে যুবকদের জন্য সম্ভাব্য আর্থিক সহায়তা প্রকল্প নিয়ে তাঁর মন্তব্য। দীর্ঘদিন ধরেই কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব রাজ্যের অন্যতম বড় রাজনৈতিক ইস্যু। সেই প্রেক্ষাপটে যুবসাথী বা অনুরূপ কোনও প্রকল্প পুনরায় চালুর সম্ভাবনা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি, তবুও মন্ত্রীর মন্তব্যে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে বহু যুবকের মধ্যে। একই সঙ্গে ক্রীড়া জগতের সাম্প্রতিক বিতর্ক নিয়েও কড়া বার্তা দিয়েছেন ইন্দ্রনীল খাঁ। ময়দানকে ঘিরে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগ এবং তথাকথিত ' প্রসঙ্গ টেনে তিনি জানিয়েছেন, কোনও ধরনের অনিয়ম বা অপরাধ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ক্রীড়া প্রশাসনকে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার উপর জোর দিয়েছেন তিনি।এছাড়াও রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরীপ বিশ্বাসের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক মহলে। সেই প্রসঙ্গে ইন্দ্রনীল খাঁ ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করে জানিয়েছেন, অতীতের কোনও অভিযোগই অগ্রাহ্য করা হবে না। প্রয়োজন হলে সব বিষয় খতিয়ে দেখা হবে। ময়দানের প্রশাসনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করার বিষয়েও স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, খেলাধুলার পরিকাঠামো ও সংগঠন পরিচালনায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কমিয়ে পেশাদারিত্ব বাড়ানো প্রয়োজন। ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে আরও স্বাধীন ও কার্যকরভাবে পরিচালনার পক্ষেও মত দিয়েছেন তিনি।এদিকে, পূর্বতন প্রশাসনিক আমলে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগ এবং বিতর্কিত সিদ্ধান্তগুলির তদন্ত নিয়েও জল্পনা তুঙ্গে। ইন্দ্রনীল খাঁর বক্তব্যে ইঙ্গিত মিলেছে, কোনও অভিযোগের ক্ষেত্রেই আগাম ছাড় দেওয়া হবে না এবং তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরে নতুন নেতৃত্বের অধীনে কী ধরনের পরিবর্তন আসতে চলেছে, তা নিয়ে এখন জোর আলোচনা চলছে রাজনৈতিক ও ক্রীড়া মহলে। যুবসাথী প্রকল্পের ভবিষ্যৎ, ময়দানের সংস্কার এবং অতীতের অভিযোগগুলির তদন্ত- সব মিলিয়ে আগামী দিনে এই দপ্তরের পদক্ষেপগুলির দিকেই নজর থাকবে সকলের।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ জুন ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের প্রশাসনিক কাজের খুঁটিনাটি শেখাতে সল্টলেকের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আজ বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত চলা এই প্রশিক্ষণ পর্বে রাজ্য মন্ত্রিসভার নতুন সদস্যদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক নিয়ম ও বিধি শেখানো হয়। প্রশিক্ষণে মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক সিদ্ধিনাথ গুপ্তা সহ বিভিন্ন দপ্তরের সচিবরা উপস্থিত থেকে মন্ত্রীদের ক্লাস নেন। প্রশিক্ষণ শিবিরের শেষ পর্যায়ে উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি মন্ত্রীদের সামনে তুলে ধরে ফাইল ফেলে রাখা সহ বিভিন্ন ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ দেন। কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে এবং কোনও ফাইলে সমস্যা থাকলে সংশ্লিষ্ট সচিবদের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান করতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন । তবে কোনও বিষয়ে জটিলতা বা জিজ্ঞাস্য থাকলে মন্ত্রীদের সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে যোগাযোগ করার সুযোগ রয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

সামাজিক সুরক্ষায় অনলাইন পোর্টাল চালু করেছে রাজ্য সরকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ জুন ঃ বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প সহ অন্যান্য বিষয়ে অভিযোগ জানানোর জন্য রাজ্য সরকার আপনার সরকার আপনার পাশে হেল্পলাইন নম্বরের পাশাপাশি অনলাইন পোর্টাল চালু করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের ওয়েবসাইটে গিয়ে এই পোর্টাল খুলে নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার দিয়ে অভিযোগ জানানো যাবে। একই সঙ্গে সেই সংক্রান্ত নথিও আপলোড করার সুযোগ থাকছে। উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সম্প্রতি আপনার সরকার আপনার পাশে তে অভিযোগ জানানোর জন্য ৮২৮২০-৮২৮২০ টোল ফ্রি নম্বর চালু করার পাশাপাশি asap@wb.gov.in ইমেইল আইডি চালু করেছিলেন।

জনকল্যাণ শিবির কর্মসূচিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে উদ্যোগ রাজ্যের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,১৩ জুন ঃ জনকল্যাণ শিবির কর্মসূচিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে জেলায় জেলায় সচিব স্তরের আইএস আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়া হল। পৃথিবীর গুলি পরিচালনা করার জন্য জেলা প্রশাসনের সঙ্গে রাজ্য প্রশাসনের সমন্বয় .করবেন এই আধিকারিকরা। মূলত অনলাইন ও অফলাইনে আবেদন পত্র জমা দেওয়া,বিভিন্ন প্রকল্প সংক্রান্ত প্রচার ও জনসচেতনতার উপর কতটা জোর দেওয়া হচ্ছে তা দেখবেন এই আধিকারিকরা। সেই সঙ্গে শিবিরে জামা পড়া আবেদন পত্র গুলি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিষ্পত্তি হচ্ছে কিনা তার ওপর নজর রাখবেন আধিকারিকরা। মুখ্য সচিব মনোজ আগরওয়াল এর দেওয়া এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে শিবিরে আসা সাধারণ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ব্যবস্থা করতে হবে। শিবির যেখানে হবে সেখানে পানীয় জল, মাথার ওপর আচ্ছাদন , পরিচ্ছন্ন শৌচাগার এবং বিশ্রাম কক্ষর ব্যবস্থা যেন থাকে। কলকাতা পুরসভা থেকেও এই শিবির নিয়ে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে কলকাতা পুরসভার ১৬টি বরোতে জনকল্যান শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। ১৫ জুন থেকে বরোর পুরসভার কমিউনিটি হল জনকল্যান শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। যে বরোতে কমিউনিটি হল নেই সেখানে আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টার, বরো অফিস, স্থানীয় ক্লাবে জন কল্যান শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। চলবে ১৭ জুন পর্যন্ত। বরো এক্সিকিউটিভ অফিসার শিবিরের কমান্ডার হিসেবে কাজ করবেন। শিবিরে রাজ্য সরকারের অন্নপুর্না যোজনা,আয়ুষ্মান ভারত সহ সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের আবেদন করা যাবে। জন কল্যান শিবিরে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষারও ব্যবস্থা থাকবে। থাকবে হেল্প ডেস্ক। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প এবং আবেদন পত্র পুরনে নাগরিকদের সবরকম সাহায্য পাওয়া যাবে হেল্প ডেস্কে। পুরসভার আইটি দপ্তর থেকে প্রতিটি অভিযোগের ভিত্তিতে তথ্য যাচাই করে দেখবেন। জন কল্যান শিবিরের জন্য কন্ট্রোল রুম চালু করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত সাধারণ মানুষের কাছে কেন্দ্র ও রাজ্যের সব ধরনের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিতে শুরু হচ্ছে জনকল্যাণ শিবির। ১৫, ১৬ এবং ১৭ জুন রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে বসবে এই শিবির। এই শিবির গুলি তে সাধারণ মানুষ সরকারের ৫৫ ধরনের সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্প সম্পর্কে জানতে পারবেন। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের যেসব প্রকল্পের সুবিধা থেকে এতদিন রাজ্যের মানুষ বঞ্চিত হচ্ছিলেন,সেসব প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। অন্নপূর্ণা যোজনা, যুবশক্তি প্রকল্প, বিধবা ভাতা, পিএম কিষাণ যোজনা এবং বার্ধক্য ভাতার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোর জন্য নতুন করে নাম নথিভুক্ত করা যাবে। আধার, ভোটার কার্ড বা অন্যান্য নথিতে ভুল থাকলে তা ঠিক করার ব্যবস্থা থাকবে এই শিবিরে।

'আমার ছেলের মৃত্যুর বিচার চাই' আয়ুষের মায়ের আর্তি
পুলিশি পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ জুন ঃ ছেলের মৃত্যুর এক মাস পরও বিচার না মেলায় শেষ ভরসা হিসেবে জনতার দরবারে হাজির হলেন বাঁশদ্রোণীর তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র আয়ুষকুমার নাথের মা। সন্তানের মৃত্যুর জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতিকেই দায়ী করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানালেন তিনি। শনিবার সল্টলেকে আয়োজিত জনতার দরবারে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে সরাসরি অভিযোগ জানান শোকাহত মা। সূত্রের খবর, এদিন ছেলের স্কুলব্যাগ ও ছবি হাতে নিয়ে জনতার দরবারে পৌঁছন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সামনে নিজের অভিযোগ তুলে ধরতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। আয়ুষের অসুস্থতার পরও স্কুল কর্তৃপক্ষ যে দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করেছে, তারই ফলস্বরূপ তাঁর ছেলের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে সরব হন সন্তানহারা মা। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্য মন দিয়ে শোনেন এবং গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পুলিশি পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কেও প্রশাসনকে নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হতে পারে বলে সূত্রের খবর। ঘটনাটি ঘটে গত ১৩ মে। অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও স্কুলে গিয়েছিল বাঁশদ্রোণীর মর্হিষবিদ্যা মন্দির স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র আয়ুষ। পরিবারের অভিযোগ, স্কুল চলাকালীন সময়েই সে অসুস্থ বোধ করতে শুরু করে। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতেও তাকে বাড়ি

পাঠানো হয়নি বা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি। অভিযোগ আরও গুরুতর। আয়ুষ শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তাকে দীর্ঘ সময় শ্রেণিকক্ষে বসিয়ে রাখা হয় এবং পুরো ক্লাস করানো হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও জরুরি চিকিৎসা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। দিনের শেষে নিয়মমাফিক স্কুল ছুটি হয়। এরপর শ্রেণিকক্ষ থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় আচমকা পড়ে যায় আয়ুষ। মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে বলে অভিযোগ। নির্দিষ্ট সময়ে ছেলেকে আনতে স্কুলে পৌঁছন তাঁর বাবা। তখন তাঁকে টিচার্স রুমে যেতে বলা হয়। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন, আয়ুষ অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু ততক্ষণে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করেছে। চিকিৎসকদের সর্বোচ্চ চেষ্টা সত্ত্বেও কোমায় চলে যায় শিশুটি। টানা ১২ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে আয়ুষ। চিকিৎসকদের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, মাথায় গুরুতর আঘাত এবং রক্তক্ষরণের জেরেই তার মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনার পর থেকেই এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকদের একাংশও স্কুলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। আয়ুষের পরিবারের পক্ষ থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে অভিযোগ। সেই কারণেই বিচার ও দ্রুত তদন্তের দাবিতে জনতার দরবারে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছেন শিশুটির মা। এখন সকলের নজর তদন্তের দিকে। আয়ুষের মৃত্যুর নেপথ্যে কোনও গাফিলতি বা দায়িত্বে অবহেলার প্রমাণ মিললে প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয়, সেটাই দেখার। তবে এক সন্তানের মায়ের একটাই আবেদন- তাঁর ছেলের মৃত্যুর সত্য সামনে আসুক এবং দোষীরা যেন আইনের কঠোর শাস্তি পায়।

শেষ মুহূর্তে বদলে গেল সমীকরণ! 'বিদ্রোহী' তৃণমূলের মুখ সুদীপ, সোমবার স্পিকারকে চিঠি

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন ঃ দিল্লিতে তৃণমূল কংগ্রেসের তথাকথিত 'বিদ্রোহী শিবিরকে ঘিরে রাজনৈতিক নাটক ক্রমশই নতুন মোড় নিচ্ছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দলের ভেতরে অসন্তোষ, সাংসদদের অবস্থান পরিবর্তন এবং সংসদীয় রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের জল্পনা চলছিল। কিন্তু শনিবারের ঘটনাপ্রবাহ সেই জল্পনাকে আরও উসকে দিয়েছে। কারণ, দীর্ঘদিনের তৃণমূল নেতা ও বর্ষীয়ান সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সক্রিয় ভূমিকা এখন এই শিবিরের ভবিষ্য নেতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এতদিন পর্যন্ত বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে সামনে রেখেই ' সাংসদদের অগ্রযাত্রা হবে বলে মনে করা হচ্ছিল। দলের বিরুদ্ধে প্রথম প্রকাশ্যে অবস্থান নেওয়া নেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনি। ফলে নতুন গোষ্ঠীর নেতৃত্বও তাঁর হাতেই যেতে পারে বলে জল্পনা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্ভাব্য যোগদান সেই সমীকরণ সম্পূর্ণ বদলে দিতে চলেছে। শনিবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠক ঘিরে শুরু হয় নতুন রাজনৈতিক জল্পনা। সূত্রের খবর, সাংসদ শতাব্দী রায়ের উদ্যোগেই এই বৈঠকের আয়োজন হয়েছিল। বৈঠকের পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে ধারণা তৈরি হয়েছে যে, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু এই শিবিরে যোগ দিচ্ছেন না, বরং ভবিষ্যতে এর মুখ্য নেতৃত্বও তাঁর হাতেই যেতে পারে। যদি সেই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয়, তাহলে ' সাংসদদের নতুন সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সামনে আসতে পারে। লোকসভায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, একাধিকবার নির্বাচিত হওয়ার রেকর্ড এবং সংসদীয় রাজনীতিতে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা-সব মিলিয়ে তাঁকে নেতৃত্বের জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী মুখ হিসেবে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে, এই রাজনৈতিক সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা শতাব্দী রায়ের গুরুত্বও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ মনে করছেন, নতুন সংসদীয় কাঠামো গড়ে উঠলে তিনি উপদলনেতার দায়িত্ব পেতে পারেন। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক যাত্রা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। দলের প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে তিনি দীর্ঘদিন ধরেই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখ। কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্র থেকে বারবার নির্বাচিত হয়ে তিনি নিজের সাংগঠনিক শক্তির প্রমাণ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। দিল্লির রাজনৈতিক করিডরে বিভিন্ন দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক মহলে এমন ধারণাও প্রচলিত যে, জাতীয় স্তরে তৃণমূলের কৌশলগত যোগাযোগের অন্যতম ভরসা ছিলেন সুদীপ। এই কারণেই তাঁর সম্ভাব্য অবস্থান পরিবর্তনকে শুধুমাত্র একজন সাংসদের সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে না। বরং এটি বৃহত্তর রাজনৈতিক বার্তা বহন করতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। সূত্রের খবর, সোমবার এই শিবিরের সাংসদরা লোকসভার স্পিকারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের অবস্থান জানিয়ে চিঠি জমা দিতে পারেন। সেখানে তাঁরা নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি তুলে ধরতে পারেন এবং সংসদে পৃথক আসন বিন্যাসের

একপর ৬-র পাতায়

রেড রোডে মোদির সঙ্গে ৩০ হাজার মানুষের যোগাসন!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ জুন ঃ রেড রোডে মোদির সঙ্গে ৩০ হাজার মানুষের যোগাসন! আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে বিশ্বরেকর্ড গড়ার লক্ষ্যে জোর প্রস্তুতিআন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে কেন্দ্র করে এবার কলকাতা হতে চলেছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। আগামী ২১ জুন দ্বাদশ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে শহরের ঐতিহাসিক রেড রোডে আয়োজন করা হচ্ছে বিশাল যোগাসন কর্মসূচি। প্রশাসনের আশা, এই অনুষ্ঠান শুধু বাংলার জন্য নয়, গোটা দেশের জন্য একটি স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে উঠবে।প্রথমে অনুষ্ঠানস্থল হিসেবে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের নাম সামনে এলেও শেষ পর্যন্ত রেড রোডকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী কয়েকদিন রাজ্যে বৃষ্টি ও ঝড়ের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খোলা মাঠে জল জমে গেলে যোগাসনের মতো বৃহৎ আয়োজন ব্যাহত হতে পারে। সেই ঝুঁকি এ।াতেই রেড রোডকে সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শনিবার স্বাস্থ্য ভবনে আয়োজিত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দিবসের প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম, সচিব সরোদ দ্বিবেদী, আয়ুষ বিভাগের ডিরেক্টর দিব্যা লোগানাথন এবং আয়ুর্বেদ অধিকর্তা দেবাশিস ঘোষ-সহ একাধিক শীর্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা।বৈঠক শেষে স্বাস্থ্যসচিব জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে প্রায় ৩০ হাজার মানুষ একযোগে যোগাসনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই প্রশিক্ষক ও স্বেচ্ছাসেবক বাছাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে সল্টলেকের সাই কেন্দ্রে। দ্বিতীয় পর্যায়ের বাছাই রবিবার অনুষ্ঠিত হবে যাদবপুরের ওয়েটি কমপ্লেক্সে।তবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। যেহেতু প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন, তাই অংশগ্রহণকারীদের যাচাই ও অনুমোদনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কলকাতা পুলিশকে। প্রত্যেক আবেদনকারীর তথ্য যাচাইয়ের পরই চূড়ান্ত অনুমতি দেওয়া হবে।এদিকে যোগ দিবস উপলক্ষে আরও বড় লক্ষ্য স্থির করেছে প্রশাসন। মূল অনুষ্ঠানের আগেই যোগাভ্যাসে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যার নিরিখে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রবিবার ভোরে ' পোর্টালের মাধ্যমে একটি বিশেষ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে, যা বিশ্বরেকর্ড প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে গণ্য হবে।আয়ুষ বিভাগের ডিরেক্টর দিব্যা লোগানাথন জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষও সহজেই এই উদ্যোগে অংশ নিতে পারবেন। আগ্রহীদের একটি নির্দিষ্ট নম্বরে মিসড কল দিতে হবে। এরপর হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে একটি লিঙ্ক পাঠানো হবে, যেখানে নিবন্ধন সম্পন্ন করলেই তাঁরা এই কর্মসূচির অংশ হতে পারবেন। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন আবাসন, স্কুল, কলেজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সরকারি সংস্থাগুলিকে যোগসঙ্গম কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, বিশ্বরেকর্ড গড়তে সক্ষম হলে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে বিশেষ স্বীকৃতি ও ডিজিটাল সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। সচিব সরোদ দ্বিবেদী জানিয়েছেন, সময় খুব কম থাকলেও প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখা হচ্ছে না। প্রশাসনের লক্ষ্য শুধু সফল অনুষ্ঠান নয়, বরং আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের যোগচর্চার ঐতিহ্যকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়া। সব মিলিয়ে, ২১ জুনের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে কেন্দ্র করে কলকাতার রেড রোডে তৈরি হচ্ছে এক ঐতিহাসিক মঞ্চ। প্রধানমন্ত্রী মোদির উপস্থিতি, হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণ এবং বিশ্বরেকর্ড গড়ার লক্ষ্য- সবকিছু মিলিয়ে এবারের যোগ দিবস বাংলার ক্যালেন্ডারে এক স্মরণীয় ঘটনা হয়ে উঠতে চলেছে।

নয়া সেনাপ্রধানের নাম ঘোষণা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি,১৩ জুন ঃ শিলিগুড়ি করিডরে চিনের 'রক্তচক্ষু' এই পরিস্থিতিতে দেশের নয়া সেনাপ্রধানের (চিফ অফ আর্মি স্টাফ) নাম ঘোষণা করল কেন্দ্র। শনিবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদীর উত্তরসূরি হচ্ছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ধীরজ শেঠ। বর্তমানে তিনি সেনাবাহিনীর উপ সেনাপ্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। আগামী ৩০ জুন তিনি সেনাপ্রধান পদে আসীন হবেন। সেনাবাহিনীকে আধুনিকীকরণে ধীরজ শেঠ বারবার সওয়াল করেছেন। শুধু তাই নয়, দক্ষিণী কমান্ডের প্রধান থাকাকালীন তিনি এআই ড্রোন, নতুন প্রজন্মের সামরিক সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তিনির্ভর যুদ্ধ ব্যবস্থার উপরও জোর দিয়েছেন। দীর্ঘ সামরিক জীবনে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল এলাকায় লেফটেন্যান্ট জেনারেল ধীরজ শেঠের নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এছাড়াও মরু এলাকায় একটি আর্মার্ড রেজিমেন্ট, পশ্চিম সীমান্তে একটি আর্মার্ড ব্রিগেড এবং জম্মু ও কাশ্মীরে একটি কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি ফোর্সের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। ভারতীয় সেনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সুদর্শন চক্র কোরের নেতৃত্বও তিনি দিয়েছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ধীরজ শেঠ দক্ষিণ পশ্চিম কমান্ড এবং দক্ষিণ কমান্ড – দুই গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনাল কমান্ডের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ভারতীয় সেনায় এমন দায়িত্ব পালনকারী আধিকারিকের সংখ্যা খুবই সীমিত। আড়াই বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে কৌশলগত পরিকল্পনা, বাহিনীর ব্যবস্থাপনা এবং সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

'যুবসমাজের পাশে কংগ্রেস' আন্দোলনে নামছেন রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন ঃ দেশে বেকারত্ব বৃদ্ধি, পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ এবং শিক্ষাব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের আবহে ফের বড়সড় রাজনৈতিক আন্দোলনের পথে কংগ্রেস। যুবসমাজকে কেন্দ্র করে নতুন করে দেশজুড়ে জনসংযোগ ও আঃেদালন গড়ে তুলতে চলেছেন দলের নেতা রাহুল গান্ধী। এই কর্মসূচিকে অনেকেই নতুন ভারত জোড়ো ধাঁচের অভিযান হিসেবে দেখছেন। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ১৭ জুন রাজস্থানের কোটা থেকে এই কর্মসূচির সূচনা করবেন রাহুল গান্ধী। লক্ষ্য একটাই-দেশের ছাত্রছাত্রী, চাকরিপ্রার্থী, যুব সংগঠন, শিক্ষাবিদ এবং পরীক্ষায় অনিয়মের শিকার হওয়া মানুষদের এক ছাতার তলায় আনা। কংগ্রেসের দাবি, দেশের বর্তমান শিক্ষা ও কর্মসংস্থান পরিস্থিতি ভয়াবহ সংকটে রয়েছে, এবং সেই কারণেই এই বৃহৎ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছে। এই কর্মসূচির বিস্তারিত তুলে ধরেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেনুগোপাল, তিনি জানান, ১৭ জুন কোটা থেকে শুরু করে ১০ জুলাই এলাহাবাদ, ১১ জুলাই পাটনা এবং ১৪ জুলাই দিল্লিতে ধারাবাহিকভাবে এই কর্মসূচি চলবে। প্রতিটি শহরে ছাত্রছাত্রী, কোচিং সেঃটারের প্া্য়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং যুব সংগঠনগুলির সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করবেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। ভেনুগোপালের মতে, এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের যুবসমাজের বাস্তব সমস্যাগুলি জাতীয় আলোচনার কেন্দ্রে আনা। তিনি বলেন, চাকরি নেই, বেকারত্ব ক্রমশ বা।ছে, পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে- এই পরিস্থিতিতে তরুণ প্রজন্ম সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ সামনে এসেছে, যার মধ্যে রয়েছে মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-এ প্রশ্নফাঁস বিতর্ক। এছা।ড়াও বিভিন্ন রাজ্যে চাকরি নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়ম ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ঘিরে দেশজুড়ে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।

এই পরিস্থিতিকে হাতিয়ার করেই রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের পরিকল্পনা নিয়েছে কংগ্রেস। দলীয় সূত্রের দাবি, এই কর্মসূচি শুধুমাত্র রাজনৈতিক সমালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সরাসরি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, ক্যাম্পাসে আলোচনা, কোচিং সেন্টারে সংলাপ এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রচারের মাধ্যমে জনসংযোগ বা।ানো হবে। কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী, দলের সব শাখা সংগঠনকে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল এবং যুব কেন্দ্রগুলিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে বলা হয়েছে। সোশ্যাল

মিডিয়া ক্যাম্পেইন, লাইভ ইন্টারঅ্যাকশন এবং ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি সংলাপ-সবকিছুকেই এই আন্দোলনের অংশ করা হচ্ছে। দলের দাবি, শুধু প্রতিবাদ নয়, এটি একটি ভবিষ্যৎমুখী আন্দোলন, যার লক্ষ্য শিক্ষাব্যবস্থার স্বচ্ছতা এবং যুবদের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।এদিকে, এই কর্মসূচিকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে চর্চা। বিরোধীদের মতে, এটি আসন্ন নির্বাচনের আগে যুবসমাজকে টার্গেট করে কংগ্রেসের বড় রাজনৈতিক কৌশল। অন্যদিকে কংগ্রেসের দাবি, এটি সম্পূর্ণভাবে জনগণের স্বার্থে গঠিত আন্দোলন, যেখানে দলীয় রাজনীতির চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে যুবসমাজের বাস্তব সমস্যা। উল্লেখযোগ্যভাবে, সম্প্রতি পরীক্ষার অনিয়ম ও বেকারত্বের ইস্যুতে দেশজুড়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও অরাজনৈতিক গোষ্ঠীর আন্দোলনও দেখা গেছে। দিল্লির যন্তরমন্তরে হওয়া একাধিক প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক যুবকের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। এই প্রেক্ষাপটে কংগ্রেসের নতুন এই দেশজুড়ে অভিযান আরও একটি বড় রাজনৈতিক পর্বের সূচনা করতে চলেছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এখন দেখার, রাহুল গান্ধীর এই যুবসমাজের পাশে কর্মসূচি বাস্তবে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের এই নতুন দেশব্যাপী কর্মসূচি শুধু একটি রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং এটি যুবসমাজকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এক বৃহত্তর সামাজিক ও সাংগঠনিক প্রচেষ্টার প্রতিফলন হিসেবে দেখা হচ্ছে। বেকারত্ব, শিক্ষা ব্যবস্থার অনিয়ম এবং বিভিন্ন পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগ-এই তিনটি বিষয়কে সামনে রেখে যে আন্দোলনের সূচনা হচ্ছে, তা আগামী দিনে জাতীয় রাজনীতির আলোচনাকে নতুনভাবে প্রভাবিত করতে পারে।এই কর্মসূচির মাধ্যমে কংগ্রেস স্পষ্টভাবে বার্তা দিতে চাইছে যে দেশের তরুণ প্রজন্মের হতাশা ও ক্ষোভকে আর উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। চাকরির অভাব, নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়ম এবং শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ-এই সমস্ত ইস্যুতে দীর্ঘদিন ধরেই অসন্তোষ জমে উঠছিল। সেই অসন্তোষকে সংগঠিত রূপ দিতে এবং রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মত। তবে এই আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করবে মূলত তিনটি বিষয়ের উপর-প্রথমত, কতটা কার্যকরভাবে কংগ্রেস গ্রামীণ ও শহুরে যুবসমাজের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে দ্বিতীয়ত, এই কর্মসূচি কতটা দীর্ঘমেয়াদে ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়া যায় এবং তৃতীয়ত, এটি শুধুমাত্র রাজনৈতিক বক্তব্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তব সমস্যার সমাধানের রূপরেখা দিতে সক্ষম হয় কি না। রাহুল গান্ধীর এই উদ্যোগকে অনেকেই আগের ভারত জোড়ো যাত্রা-র সম্প্রসারণ হিসেবে দেখছেন, যেখানে লক্ষ্য ছিল মানুষের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করা। এবার সেই একই ধাঁচে যুবসমাজকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে, যা কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে, রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে, এই আন্দোলন কি কেবল নির্বাচনী প্রভাব তৈরির উদ্দেশ্যে, নাকি সত্যিই দীর্ঘমেয়াদি নীতি পরিবর্তনের দাবিকে সামনে আনবে। বিরোধীরা অবশ্য এই উদ্যোগকে রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে কটাক্ষ করছে, তবে কংগ্রেসের দাবি, এটি সম্পূর্ণভাবে দেশের ভবিষ্য প্রজন্মের স্বার্থে নেওয়া পদক্ষেপ। সব মিলিয়ে বলা যায়, এই নতুন কর্মসূচি ভারতের রাজনৈতিক পরিসরে যুবসমাজের ভূমিকা এবং তাদের সমস্যাগুলোকে আবারও কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসছে। বেকারত্ব ও শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে যদি এই আন্দোলন সত্যিকারের জনমত

একপর ৬-র পাতায়

৩ জুলাই শুরু অমরনাথ যাত্রা, এবার জোরদার করা হচ্ছে নিরাপত্তা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৩ জুন ঃ খুব বেশি সময় আর বাকি নেই, আগামী ৩ জুলাই থেকে শুরু হবে এই বছরের অমরনাথ যাত্রা। আসন্ন অমরনাথ যাত্রাকে নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে নিরাপত্তা জোরদার করা হচ্ছে। শুক্রবারই দিল্লিতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৈঠকে পুণ্যার্থীদের সুরক্ষা এবং গোটা যাত্রাপথে নজরদারি আরও জোরদার করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।এই বছর তীর্থযাত্রী, নিরাপত্তাকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের তথ্য আগাম সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে যাচাই করা হবে। ‘ পহেচান’ অ্যাপের মাধ্যমে কিউআর কোড ভিত্তিক যাচাই বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। যাত্রাপথে খাবার বিক্রি বা বিতরণের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে বলে জানা গিয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে ৫৭ দিনের যাত্রাকালীন গোটা রুটকে ‘ নো-ফ্লাই জোন’ ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে এ বছর হেলিকপ্টার পরিষেবা থাকবে না।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে হাওড়া জেলার উন্নয়ন নিয়ে অনুরোধ, ইস্তফা দিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়াঃমুখ্যমন্ত্রীর কাছে হাওড়া জেলার উন্নয়ন নিয়ে অনুরোধ, ইস্তফা দিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি। তাঁর বিরুদ্ধে ’অনাস্থা’ প্রস্তাব আসতেই এবার ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে ইস্তফাপত্র দিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরি দাস। গত শুক্রবার দুপুরে তিনি নিজেই ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে এসে তাঁর ইস্তফাপত্র জমা দেন। পরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। তিনি বলেন, ’এটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়। আমার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার খবর আমি মিডিয়াতেই প্রথম জানতে পারি। এরপরই আমি এক ঘন্টার মধ্যে আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে কাগজপত্র প্রস্তুত করি। আমার প্রতি যেহেতু আমার সদস্যদের আস্থা নেই তাই আমি সভাধিপতি পদ থেকে সরে দাঁড়ালাম। আমি চাই, আগামী দিনও যেন জেলা পরিষদের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একান্তই অনুরোধ হাওড়া জেলার উন্নয়ন যেন আরও ভালোভাবে হয়। আমরা এটাই আশা করছি আমরা।’

রাজ্যে জরায়ুমুখ ক্যানসার প্রতিরোধে এইচপিভি টিকাকরণ কর্মসূচি জোর কদমে

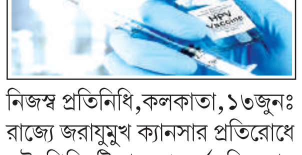

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা,১৩জুনঃ রাজ্যে জরায়ুমুখ ক্যানসার প্রতিরোধে এইচপিভি টিকাকরণ কর্মসূচি জোর কদমে চলছে। স্বাস্থ্য দফতরের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৭০ হাজার ৯৯১ জনকে ওই টিকা দেওয়া হয়েছে। টিকাকরণের সামগ্রিক সংখ্যার নিরিখে পূর্ব বর্ধমান শীর্ষস্থানে রয়েছে। জেলায় ইতিমধ্যেই ৯ হাজার ৩৮৭ জন উপভোক্তাকে টিকা দেওয়া হয়েছে। জেলার মধ্যে শীর্ষে রয়েছে আয়ুষগ্রাম ব্লক। এর পরেই রয়েছে হুগলি, যেখানে মোট ৭ হাজার ৭৭৫ জনের টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরে এই সংখ্যা ৭,৭৯০ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৭,২৭০। পশ্চিম মেদিনীপুরে মোট ৫,৩৯২ জন এবং মুর্শিদাবাদে ৪,৪৪৭ জন উপভোক্তা এই কর্মসূচির আওতায় এসেছেন। দৈনিক টিকাকরণের নিরিখেও পূর্ব বর্ধমান উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে। জেলায় প্রতি সেশনে গড়ে ৬৩ জনেরও বেশি উপভোক্তা টিকা নিয়েছেন।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বৈশ্বিক বিনিয়োগের লক্ষ্যে ফ্রান্সে ‘ভারত ইনোভেটস’-এর যৌথ উদ্বোধন করবেন মোদী ও ম্যাক্রোঁ

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৩ জুনঃ ভারতের প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও স্টার্ট-আপ পরিকাঠামোকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে এক বড় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আগামী ১৪ জুন ফ্রান্সের নিস শহরে ‘ভারত ইনোভেটস ২০২৬’-এর যৌথভাবে উদ্বোধন করবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের এই বিশেষ উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হলো ভারতের ‘ডিপ টেক’স্টার্ট-আপ, নতুন আবিষ্কার এবং গবেষণা ক্ষমতাকে বিশ্বের প্রথম সারির বিনিয়োগকারী ও শিল্পমহলের সামনে দক্ষতার সাথে উপস্থাপন করা।শিক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে শুক্রবার জানানো হয়েছে, এই মেগা ইভেন্টে ভারতের ১২০ জন উদীয়মান উদ্ভাবক, ১৫টিরও বেশি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৫০০-র বেশি আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী, শীর্ষস্থানীয় কর্পোরেট সংস্থা, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্ম এবং বিশ্বখ্যাত সিইও-সহ শিল্পজগতের দিকপালরা অংশ নেবেন। এই সম্মেলনে অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং,

সেমিকন্ডাক্টর, মহাকাশ প্রযুক্তি, জৈব-প্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি, শক্তি, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং উৎপাদন ক্ষেত্র-সহ মোট ১৩টি প্রধান ও সংবেদনশীল ক্ষেত্রের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে।প্রধানমন্ত্রীর এই হাই-প্রোফাইল ফরাসি সফরে তাঁর সাথে বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর এবং বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলেরও যোগ দেওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি ভারত সরকারের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা অধ্যাপক অজয় কুমার সুদও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।মন্ত্রকের আধিকারিকদের মতে, ‘ভারত ইনোভেটস ২০২৬’-এর এই প্রথম সংস্করণটি ভারতীয় ডিপ-টেক স্টার্ট-আপগুলির সাথে বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের মেলবন্ধনের এক ঐতিহাসিক মঞ্চ হয়ে উঠবে। এই সম্মেলন চলাকালীন গবেষণা ও উন্নয়ন, স্টার্ট-আপের আন্তর্জাতিক সম্প্রসারণ এবং সীমান্ত-পার পারস্পরিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও সহযোগিতার ঘোষণা করা হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।এই আয়োজনের মাধ্যমে ভারত ও ফ্রান্সের প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা, প্রযুক্তি বিনিময় এবং উদীয়মান প্রযুক্তির যৌথ উন্নয়নের পথ আরও প্রশস্ত হবে। এর ফলে ভারতীয় উদ্ভাবনগুলির বিশ্বব্যাপী বাজার পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।উল্লেখ্য, ‘ ভারত-ফ্রান্স উদ্ভাবন বর্ষ’ উদযাপনের অংশ হিসেবেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে, যার সূচনা চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে মুম্বইয়ে যৌথভাবে করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী ও রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রোঁ। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতাকে নতুন পরিচিতি দেওয়ার ক্ষেত্রে এই সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

নিট পুনঃপরীক্ষা ঘিরে কড়া নজর কাঠুয়া প্রশাসনের, প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁক রাখতে নারাজ উপায়ুক্ত

কাঠুয়া(সংবাদ সংস্থা), ১৩ জুন ঃ কয়েক দিনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে নিট-২০২৬-এর পুনঃ পরীক্ষা। সেই পরীক্ষাকে ঘিরে কোনও রকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলা প্রশাসন। শনিবার উপায়ুক্ত রাজেশ শর্মার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে পরীক্ষা পরিচালনার খুঁটিনাটি বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। প্রশাসনের বার্তা স্পষ্ট, পরীক্ষার স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তার সঙ্গে কোনও আপোস করা হবে না।ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়ে আয়োজিত বৈঠকে পরীক্ষাকেন্দ্রের পরিকাঠামো থেকে শুরু করে নিরাপত্তা, কর্মী মোতায়েন, বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্য পরিষেবা সব বিষয় নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা হয়। পরীক্ষার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিতে পারেন, সেই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সব দফতরকে আগাম প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।রাজেশ শর্মা বিশেষভাবে সিসি ক্যামেরার নজরদারি জোরদার করা, নির্ধারিত নিয়ম মেনে জ্যামার বসানো এবং প্রশ্নপত্র-সহ পরীক্ষাসামগ্রীর নিরাপদ পরিবহণ ও সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, পরীক্ষার দিন কোনও ধরনের বিভ্রান্তি বা অনিয়মের সুযোগ রাখা যাবে না।স্বাস্থ্য, পুলিশ, ট্র্যাফিক, বিদ্যুৎ এবং দমকল বিভাগের আধিকারিকদেরও প্রয়োজনীয় জনবল ও সমন্বয় নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের মতে, সফল পরীক্ষা আয়োজনের জন্য সব দফতরের সম্মিলিত ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।জেলায় নিট-২০২৬ পুনঃপরীক্ষার জন্য দুটি কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে- গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ (বয়েজ), কাঠুয়া এবং আর্মি পাবলিক স্কুল, জঙ্গলোট। বৈঠকে অতিরিক্ত জেলা উন্নয়ন কমিশনার মহিমা মাদান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুনীল কেসর, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় জঙ্গলোটের অধ্যক্ষ-সহ সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন বলে মনে হয়েছে।

ওমান উপকূলে ‘ লিয়াকি ফ্রিডম’-এ হামলার খবর ভুয়ো, নিরাপদে রয়েছেন সব নাবিকঃবিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৩ জুন ঃওমান উপকূলে বাণিজ্যিক জাহাজ ‘‘লিয়াকি ফ্রিডম’’-এ হামলা হয়েছে এবং তাতে ভারতীয় নাবিকদের মৃত্যু হয়েছে বলে যে খবর ছড়িয়েছিল, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।গত শুক্রবার মন্ত্রকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়, জাহাজে থাকা সমস্ত নাবিকই নিরাপদে রয়েছেন। বিদেশ মন্ত্রকের দাবি, লিয়াকি ফ্রিডম-এর ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা হয়েছে। তাঁর কাছ থেকেই নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে যে, জাহাজের কোনও ক্রু সদস্যের ক্ষতি হয়নি এবং হামলার খবর সঠিক নয়।বিগত কয়েকদিনে খাঁড়ি অঞ্চলে পরপর একাধিক বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার ঘটনার জেরে এমনিতেই উদ্বেগ বাড়ছে। সেই আবহে লিয়াকি ফ্রিডম নিয়েও বিভ্রান্তিকর খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। বিদেশ মন্ত্রকের বক্তব্য, বাস্তবে জাহাজের সব নাবিক নিরাপদে রয়েছেন।এদিকে, খাঁড়ি অঞ্চলে মার্কিন নৌবাহিনীর সাম্প্রতিক অভিযানে তিন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত কূটনৈতিক স্তরেও আপত্তি জানিয়েছে।শনিবার ভোরে মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিয়োর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। সেই আলোচনায় তিনি ভারতীয় নাবিকদের মৃত্যুর ঘটনায় ভারতের কড়া প্রতিবাদ জানান।এক্স-এ দেওয়া পোস্টে জয়শঙ্কর লেখেন,খাঁড়ি অঞ্চলে বাণিজ্যিক জাহাজের উপর এ ধরনের প্রাণঘাতী হামলা গ্রহণযোগ্য নয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক নৌপথে নিরাপত্তা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি তুলে ধরেন।

দেশের পরবর্তী সেনা প্রধান হচ্ছেন ধীরজ শেঠ, ৩০ জুন নেবেন দায়িত্ব

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৩ জুনঃ ভারতের পরবর্তী সেনা প্রধান হচ্ছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ধীরজ শেঠ। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে শনিবার জানানো হয়েছে, পরবর্তী সেনাপ্রধান হিসেবে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ধীরজ শেঠকে নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি আগামী ৩০ জুন দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দেশের পরবর্তী সেনা প্রধান হচ্ছে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ধীরজ শেঠ। তিনি চলতি মাসের ৩০ তারিখ দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। বর্তমান

সেনা প্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদীর স্থলাভিষিক্ত হবেন। ২০২৮ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত সেনা প্রধান পদের দায়িত্বভার সামলাবেন ধীরজ শেঠ।

ভারী বৃষ্টিতে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চে ব্যাপক ভূমিধস

পুঞ্চ(সংবাদ সংস্থা), ১৩ জুনঃভারী বৃষ্টিতে ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনা ঘটলো জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায়। এমনই ধস নেমেছে যে বহু গাড়ি রাস্তাতেই আটকে পড়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, পুঞ্চ জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট ব্যাপক ভূমিধসের কারণে লাসানার কাছে এনএইচ-১৪৪ সাকটি বন্ধ হয়ে যায়।রাস্তা বন্ধ থাকায় ২০০-এরও বেশি ছোট ও ভারী যানবাহন আটকে পড়ে। প্রশাসন ও বিআরও (বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন)-এর দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাস্তা পরিষ্কারের কাজ শুরু করে। ৫ ঘণ্টা ধরে চলা অভিযানের পর রাস্তাটি পরিষ্কার করা হয় এবং সাধারণ যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। খবর সূত্র আজকে জানা গিয়েছে বলে মনে করা হয়েছে আজকে।

ফুটপাথ দখলকারী ব্যবসাদারদের উচ্ছেদ চলবেই, জানালেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৩ জুন ঃ বেআইনিভাবে যাঁরা ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা করছেন, তাঁদের উচ্ছেদ চলবেই। কেন্দ্রের সাফল্যের এক যুগপূর্তিতে গত শুক্রবার বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে সাংবাদিক বৈঠকে সেকথা স্পষ্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পরবর্তীকালে হকারদের জন্য পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।শুভেন্দুবাবু বলেন, ফুটপাথ দিয়ে হাঁটার অধিকার জনগণের রয়েছে। সেই ফুটপাথ জবরদখল করার অধিকার কারও নেই। যেখানে সরকারের ফাঁকা জমি রয়েছে, যেখানে জনগণের কোনও প্রয়োজন নেই, সেখানে বৈধ-অবৈধভাবে যদি বসে থাকেন, তবে মানবিকভাবে দেখব। কিন্তু আপনি নিউ মার্কেট রাস্তা দখল করে নেবেন, মোটর সাইকেলও যেতে পারবে না।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজাবাজারটা বেহাত হয়ে যাবে। খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজে আপনি যা খুশি করবেন, এটার জন্য আমাকে মুখ্যমন্ত্রী করেনি জনগণ। কলকাতার বড় বড় চওড়া রাস্তা, জনগণের হাঁটার ফুটপাথ এটা দেওয়ার অধিকার আমাকে কেউ দেয়নি। আমাকেজনগণ ভোট দিয়ে জিতিয়েছে। বিজেপি ও বিধায়করা মুখ্যমন্ত্রী করেছেন। আমি জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ।যাঁরা স্রেফ রাজনীতির স্বার্থে হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদ করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে শুভেন্দুবাবু বলেন, জনগণের স্বার্থ যেখানে যুক্ত রয়েছে সেখানে জনগণের স্বার্থই সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে। কোনও মুষ্টিমেয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ অগ্রাধিকার পাবে না।

রেল নিয়োগে স্বচ্ছতা ও প্রযুক্তির ব্যবহারে আরও জোর, পর্যালোচনা বৈঠকে অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৩ জুনঃ ভারতীয় রেলের নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, দ্রুত এবং প্রযুক্তিনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে এক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের (আরআরবি) চলমান ও ভবিষ্যৎ নিয়োগ কার্যক্রম নিয়ে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং পরীক্ষার্থীদের জন্য আরও সহজ ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।বৈঠকে রেল মন্ত্রক জানায়, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বিভিন্ন নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভারতীয় রেলে মোট ৪৩ হাজার ৭৮১ জন প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ৪৭ হাজার ৮৪টি শূন্যপদের জন্য সম্পন্ন হওয়া এই নিয়োগে সহকারী লোকো পাইলট, টেকনিশিয়ান, সাব-ইনস্পেক্টর, কনস্টেবল, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এবং

প্যারামেডিক্যাল কর্মীসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ অন্তর্ভুক্ত ছিল। পর্যালোচনা বৈঠকে অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, বার্ষিক নিয়োগ ক্যালেন্ডার প্রকাশ এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তি জারির ফলে চাকরিপ্রার্থীরা আগাম প্রস্তুতির সুযোগ পাচ্ছেন। এর ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রার্থীদের মধ্যে আস্থা আরও মজবুত হয়েছে। তিনি জানান, ভবিষ্যতেও এই পদ্ধতি আরও কার্যকরভাবে চালু রাখা হবে।বৈঠকে বিভাগীয় পরীক্ষাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষার আওতায় আনার অগ্রগতি নিয়েও আলোচনা হয়। আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা কাজে লাগিয়ে পরীক্ষার মানোন্নয়ন এবং দ্রুত ফল প্রকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজন হলে ট্যাবলেট-ভিত্তিক পরীক্ষার পরিসর সম্প্রসারণের নির্দেশ দেন রেলমন্ত্রী।রেল মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্রে বহু ভাষায় পরীক্ষা আয়োজন করা হচ্ছে, যাতে বিভিন্ন ভাষাভাষী পরীক্ষার্থীরা সমান সুযোগ পান। একই সঙ্গে নিয়োগ সংক্রান্ত ভুয়ো খবর ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। এ জন্য আরআরবি-গুলিকে পরীক্ষার্থী এবং অন্যান্য অংশীজনদের সঙ্গে নিয়মিত ও কার্যকর যোগাযোগ বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন অশ্বিনী বৈষ্ণব।রেল মন্ত্রকের মতে, প্রযুক্তিনির্ভর ও স্বচ্ছ নিয়োগ ব্যবস্থার মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচন নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও নির্ভুল ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলাই সরকারের মূল লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যেই ভবিষ্যতে আরও আধুনিক ব্যবস্থা চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

রবিবার ৮ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৩ জুনঃ রবিবার, ১৪ জুন দ্বিতীয় হুগলি সেতু (বিদ্যাসাগর সেতু) ৮ ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকবে। মূলত সংস্কার ও মেরামতির কাজের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে সেতু সংলগ্ন জরুরি ভিত্তিতে পরিষেবার জন্য যুক্ত বৈদ্যুতিক তার ও অন্যান্য পরিষেবার যাবতীয় কেবল পরিবর্তন করা হবে।সুতরাং, ওই দিন অর্থাৎ রবিবার সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত সেতুতে যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হবে। এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তরফে যথারীতি বিজ্ঞপ্তি ও নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। অর্ডার নম্বর-টিপি২৭, তারিখ-১২৫২৬। কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ট্রাফিক) এই বিজ্ঞপ্তি তুলে ধরেছেন এবং জানিয়েছেন যে, এটি জনস্বার্থে প্রচারিত।

বিভিন্ন প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ নিয়ে কটাক্ষ শুভেন্দুর, তহবিল লুটের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৩ জুন ঃ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার না-থাকা সত্ত্বেও গত ১২ বছরে বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গকে কত টাকা দিয়েছে এবং ইউপিএ জমানার চেয়ে তা কতটা বেশি, সে হিসাব তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।শুক্রবার নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষেই মূলত সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়। গত ১২ বছরে মোদী সরকার কত রকমের জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করেছে, কোন কোন প্রকল্পে কত মানুষ উপকৃত হয়েছেন, সে সবের বিশদ খতিয়ান মুখ্যমন্ত্রী তুলে ধরেন।তৃণমূল জমানায় একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পকে পশ্চিমবঙ্গে চালু হতে না-দেওয়া, একাধিক প্রকল্পের তহবিল লুট করে নেওয়ার অভিযোগও তোলেন তিনি। কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ শুরু করায়

বিভিন্ন খাতে গত এক মাসে কেন্দ্র কত টাকা বরাদ্দ করে দিয়েছে, তা উল্লেখ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তোলেন ‘ মনগেরা’(১০০ দিনের কাজ) প্রকল্পের কথা। সে প্রকল্পের আয়ু আর মাত্র সপ্তাহ তিনেক।তার পরে বিকল্প হিসাবে ‘ জিরামজি’ (১২৫ দিনের কাজ) প্রকল্প চালু হবে। কিন্তু এই অল্প সময়ের জন্যও ‘ মনরেগা ’খাতে কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৭০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। আর‘ জিরামজি’প্রকল্পে অর্থবর্ষের বাকি সময়টুকুর জন্য ৫,৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলেও তিনি জানান। খবর সূত্র জানা গিয়েছে।

রাজ্যের পর্যটন ব্যবস্থাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ করা প্রস্তুতি শুরু করতে চলেছে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতাঃরাজ্যের পর্যটন ব্যবস্থাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তিতে পরিণত করা তাঁর প্রধান লক্ষ্য বলে রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী ডক্টর শঙ্কর ঘোষ জানিয়েছেন। আজ পর্যটন দপ্তরের দায়িত্ব নেওয়ার পর কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি একথা জানান। শঙ্করবাবু বলেন,এরাজ্যকে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক দায়িত্বশীল পর্যটনের অন্যতম শীর্ষ গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশি বিদেশি পর্যটক আগমনে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষরা যাতে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যেতে পারেন সেই লক্ষ্যে সবার জন্য পর্যটন, সবার জন্য সুযোগ এই দুইমুখী কৌশল গ্রহণ করা হবে। এর পাশাপাশি বিশ্বমানের পর্যটন পণ্য, উন্নত অবকাঠামো, ডিজিটাল প্রচার এবং একটি টেকসই পর্যটন নীতির মাধ্যমে নতুনভাবে বিশ্বের দরবারে রাজ্যকে তুলে ধরা হবে। রাজ্যকে পূর্ব ও উত্তর - পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হিসেবে গড়ে তোলার সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলির এবং বিশ্ব বাজারের সঙ্গে বিমান, রেল, সড়ক ও নৌ পথে পর্যটন সংযোগ আরও সহজ , দ্রুত ও পর্যটক বান্ধব করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে পর্যটন মন্ত্রী জানিয়েছেন। তিনি বলেন যে, অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন মন্ত্রক, পর্যটন শিল্প , বিনিয়োগকারী, স্থানীয় সম্প্রদায় এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে একটি টেকসই পর্যটন পরিবেশ গড়ে তোলা হবে।

জটিল বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবেঃরাষ্ট্রপতি

দেহরাদূন(সংবাদ সংস্থা), ১৩ জুন ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শনিবার উত্তরাখণ্ডের দেহরাদূনে ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে ১৫৮-তম রেগুলার কোর্স এবং ১৪১-তম টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েট কোর্সের পাসিং আউট প্যারেড পরিদর্শন করেন। রাষ্ট্রপতি বলেন যে, সেনাবাহিনীর অফিসার হিসেবে এই ক্যাডেটদের ওপর সৈন্যদের নেতৃত্ব দেওয়া, তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করা এবং তাদের দেখভালের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে।রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন, পাসিং আউট প্যারেডে নয়জন নারী ক্যাডেটের উপস্থিতি আইএমএ-র ইতিহাসে এক যুগান্তকারী মুহূর্ত। এটি কেবল ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর ইতিহাসের একটি মাইলফলকই নয়, বরং নারী-কেন্দ্রিক উন্নয়নের পথে ভারতের অগ্রযাত্রার এক অনুপ্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্তও বটে। রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, আইএমএ-তে বিদেশি ক্যাডেটদের উপস্থিতি বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতের দৃঢ় অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন। রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেন, দ্রুত পরিবর্তনশীল নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও জটিল বৈশ্বিক পরিস্থিতির এই যুগে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অবশ্যই ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

তৃণমূল আসলে ডাকাতদের একটি দল ছিলঃপ্রহ্লাদ যোশী

পুরী, ১৩ জুন ঃকেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা প্রহ্লাদ যোশী শনিবার সপরিবারের পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পূজার্চনা করেন। জগন্নাথ দেবের কাছে দেশের সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন তিনি। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, আমি আগেও বলেছিঃ তৃণমূল একটি রাজনৈতিক দল ছিল না, বরং ছিল ডাকাতদের একটি দল। এখন যেহেতু দুর্নীতির কোনও সুযোগ নেই, তাই সেই দলের সদস্যরা দল ছেড়ে পালাচ্ছে-আর এতে বিজেপির কোনও ভূমিকা নেই।সপরিবারের জগন্নাথ দেবের পূজার্চনা করার পর প্রহ্লাদ বলেন, জগন্নাথ মন্দিরে প্রার্থনা করার সুযোগ পেয়েছি, ভগবান জগন্নাথের

দর্শনলাভ সত্যিই এক পরম সৌভাগ্যের অভিজ্ঞতা ছিল। যেহেতু এখন পবিত্র ’অধিক মাস’ চলছে, তাই আমি সপরিবারে মন্দির দর্শন করেছি। একই সময়ে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর কার্যকালের রেকর্ড ৪,৪০১ দিন পূর্ণ করেছেন এর ফলে তিনি একটানা দীর্ঘ সময় ধরে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী নেতা হিসেবে নজির গড়েছেন বলে জানান।

রাশিফল

মেষঃআপনি অবিবাহিত হলে আজ কয়েকজনের হৃদয়ে ব্যথা দিতে পারেন । তাই আজ আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে । যদি আপনি বিবাহিত হন তাহলে আপনার সম্পর্ক আরও গভীর এবং দৃঢ় হবে। বিবাহের যোগ হবেই।
বৃষঃআজকের দিনটি কেনাকাটার জন্য আদর্শ। আজ আপনার বাড়ির জন্য বহু মূল্যবান কিছু কেনার সম্ভাবনা প্রচুর । দিনের প্রথমার্ধ থেকে দ্বিতীয়ার্ধে যাওয়ার সময়, আপনি একটি বদল বুঝতে পারবেন। প্রেম আসতে পারে আজ
মিথুনঃ প্রেমের জীবন মসৃণ চলবে কারণ আপনার সঙ্গে একসঙ্গে পাওয়া মজা এবং আনন্দের মুহূর্তগুলি আপনার প্রিয়জনকে খুশি রাখবে । দিনের শুরুতে অনুকূল সময় থাকতে পারে কারণ আপনি অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভ এবং ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন
কর্কট রাশি ঃ আজ, আপনাকে শিক্ষাগত এবং বুদ্ধিগত ক্রিয়াকলাপগুলিতে প্রচুর মনোযোগ দিতে হতে পারে । শুভ দিন হবে।
সিংহঃ এটি সময়ের বিরুদ্ধে একটি প্রতিযোগিতা এবং হারার সুযোগ আপনার নেই । এই কর্মব্যস্ত দিনে, সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য আপনাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে । আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
কন্যাঃ আপনার সঞ্চয় থেকে ব্যয় বেশি হবে । আপনার বৈবাহিক সম্পর্ক আরও উন্নত হবে ।
তুলাঃ একটি বাহ্যিক আভা জীবনের দিকে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিবাচকতা আনতে পারে । এটি আপনার জীবনযাত্রাকে নতুন করে সাজাতে সহায়তা করতে পারে । দিনের প্রথম দিকটি আর্থিক লাভ নিয়ে আসবে । শুভদিন হবে
বৃশ্চিকঃ প্রেমের জীবন কম গুরুত্ব পাবে । ধৈর্য ধারণ করা এবং কোনওকিছুতে তাড়াহুড়ো না করা প্রয়োজন। ভালো রেজাল্ট হবে।
ধনুঃ ধনুদের জন্য আজকের দিনটা চ্যালেঞ্জে ভরা হতে পারে। আজকে কিছু মানসিক চাপ আর বিভ্রান্তি আসতে পারে, যা আপনার মানসিক ভারসাম্যে প্রভাব ফেলবে।
মকরঃ মকর রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি মাঝারি মানের হতে পারে এবং এতে মিশ্র ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, বিশেষ করে হজম সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে তাই একটি সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।
কুম্ভঃসারাদিন কাজের পরে আপনি হয়তো প্রেমের মেজাজে নাও থাকতে পারেন । আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখতে শিখুন । আর্থিকভাবে, আপনি হয়তো বিভিন্ন দিক, স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিলাসিতা সম্পর্কে ভাবেন না, তবে এই চিন্তাভাবনাগুলি কেবল অসঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে । শুভ দিন
মীনঃসর্বাধিক চেষ্টা করুন এবং বাকিটা ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিন ! আপনার প্রেমের জীবনকে চাঙ্গা করে তুলতে একটু নিজের আবেগগুলিকে ব্যক্ত করুন । প্রত্যাশার পাশাপাশি অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে আয় হওয়ায় আজ আপনি অর্থনৈতিক দিক থেকে ভাগ্যবান । আপনার আর্থিক স্থিতিশীলতা সম্পর্কে আপনি গুরুত্ব সহকারে ভাবতে পারেন বলে ভাগ্য আপনার স্বপক্ষে যেতে পারে ।

আবহাওয়া

উত্তরবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করলেও এখনও দক্ষিণবঙ্গে দেখা মেলেনি। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হলেও, ভ্যাপসা গরমের অস্বস্তি এখনও রয়েছে। এমতাবস্থায় আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দু’তিন দিনের মধ্যেই দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করতে পারে। বিভিন্ন জেলায় রয়েছে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস।উত্তরবঙ্গে আপাতত ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে আগামী মঙ্গলবার এবং বুধবার অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এ দুই জেলার সঙ্গে দার্জিলিং, কোচবিহার, কালিম্পঙেও আগামী শুক্রবার পর্যন্ত ভারী বর্ষণ চলতে পারে। উত্তর দিনাজপুরেও ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর বা দক্ষিণবঙ্গে আগামী সাত দিন তাপমাত্রার বড় কোনও পরিবর্তন হবে না। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৪ ডিগ্রি বেশি।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯০ শত করা এবং সর্বনিম্ন ৬২ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে আবহাওয়া সূত্র থেকে জানা যায় আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৮ টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ০২টা ৫৫ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৮মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৭মিনিটে হতে পারে।

জয়নগরে ডাকাত সন্দেহে গ্রেফতার এক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১৩ জুন ঃ জয়নগর ধারাবাহিকভাবে পুলিশের বিশেষ তৎপরতা রয়েছে। আবার বড়সড় সাফল্য পেল জয়নগর থানার পুলিশ। জয়নগর থানার আই সি সুব্রত মালাকারের নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশের টিমের তৎপরতায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে জয়নগর থানার গোড়েহাটি এলাকা থেকে এক যুবককে ডাকাত সন্দেহে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসা হয়। ধৃতের নাম সাবির হোসেন গাজি (২৫), বাড়ি জয়নগর থানার হরিনারায়ণপুর পঞ্চায়েত এলাকায়। ধৃতের কাছ থেকে ডাকাতির কিছু সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃতকে শনিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

কাজে এসে নিখোঁজ প্রবীণ কর্মী, বিক্ষোভে পরিবার ও শ্রমিকরা

দুরন্তবার্তা, সৈকত দাস, বালি, ১৩ জুন ঃ হাওড়ার বালি বাদামতলা এলাকায় অবস্থিত বন্ধ মহাদেব জুট মিলে কাজে এসে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলেন এক প্রবীণ কর্মী। নিখোঁজ ওই ব্যক্তির নাম প্রবীর ভট্টাচার্য (বয়স ৬০ ঊর্ধ্ব)। শুক্রবার সকালে কর্মস্থলে আসার পর থেকে তাঁর আর কোনও খোঁজ মেলেনি বলে অভিযোগ পরিবারের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রায় সাত আট মাস ধরে বন্ধ জুটমিল চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এবং পরে বিক্ষোভে সামিল হন পরিবারের সদস্য ও মিলের প্রাক্তন কর্মীরা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে মহাদেব জুট মিল কার্যত বন্ধ থাকলেও মিলের পুরনো যন্ত্রপাতি সচল ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য মেকানিক্যাল বিভাগের কিছু অস্থায়ী এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজে নিয়োগ করা হতো। প্রবীর ভট্টাচার্য দীর্ঘদিন এই জুটমিলের কর্মী ছিলেন। অবসর গ্রহণের পরও তাঁকে মাঝে মাঝে অস্থায়ীভাবে কাজে ডাকা হতো বলে জানা যায়। পরিবারের দাবি, বেশ কিছুদিন ধরে শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় প্রবীরবাবু একা যাতায়াত করতেন না। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেই আসা যাওয়া করতেন। শুক্রবারও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তিনি সকালে কাজে আসেন। কাজ শেষ হওয়ার পর পরিবারের লোকজন তাঁকে নিতে মিলে পৌঁছালে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে তিনি নাকি অনেক আগেই মিল ছেড়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। এই বক্তব্যে পরিবার হতবাক হয়ে পড়ে। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, প্রবীরবাবু তাঁদের কাউকে না জানিয়ে কোথাও যাওয়ার মানুষ নন। উপরন্তু, অসুস্থতার কারণে তিনি একা বাড়ি ফিরতেও সক্ষম ছিলেন না বলে দাবি পরিবারের। এরপর তাঁরা মিল কর্তৃপক্ষের কাছে বিস্তারিত তথ্য জানতে চাইলে সন্তোষজনক কোনও উত্তর পাননি বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠলে পরিবারের সদস্যরা বালি থানার দ্বারস্থ হন এবং প্রবীর ভট্টাচার্যের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে। পরিবারের অভিযোগ, প্রশাসন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে এলেও জুটমিল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে নিখোঁজ কর্মীর বিষয়ে স্পষ্ট কোনও তথ্য ও সহযোগীতা করা হয়নি। তাঁদের দাবি, কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয় যে কর্মী মিল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর তিনি কোথায় গিয়েছেন, তার দায়িত্ব তাদের নয়। এই অবস্থানকে কেন্দ্র করেই ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে শ্রমিক মহলে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই মিলের বাইরে জড়ো হতে থাকেন প্রাক্তন ও বর্তমান শ্রমিকরা। নিখোঁজ কর্মীর সন্ধানের দাবিতে তাঁরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। দুপুর প্রায় আড়াইটা নাগাদ শুরু হওয়া এই বিক্ষোভ দীর্ঘ সময় ধরে চলে। পরিবারের সদস্যদের কান্না ও উৎকণ্ঠায় পরিস্থিতি আরও আবেগঘন হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায়, সাংবাদিকরা জুটমিল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানতে চাইলে তারা কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। এমনকি দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকির পরেও দরজা খোলেননি এবং কোন উত্তর দেয়নি । মিলের গেট বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয় এবং সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নেরও কোনও উত্তর দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে বালি থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে এবং সমস্ত সম্ভাব্য দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, মিল কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি প্রশাসনের কাছ থেকেও তাঁরা এখনও পর্যন্ত প্রত্যাশিত সহযোগিতা ও সদোত্তর পাচ্ছেন না। এই ঘটনার জেরে মহাদেব জুট মিলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, কর্মীদের উপস্থিতি সংক্রান্ত নথিপত্র এবং কর্মস্থলে প্রবেশ ও প্রস্থানের নজরদারি নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। নিখোঁজ প্রবীর ভট্টাচার্যের দ্রুত সন্ধান এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন পরিবার, সহকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রশ্ন একটাই কেনোই

১৫ জুন থেকে রাজ্যে জনকল্যাণ শিবির, ব্লকভিত্তিক উদ্যোগে দোরগোড়ায় সরকারি পরিষেবা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ জুন ঃ সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা আরও সহজে পৌঁছে দিতে এবং বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা নিশ্চিত করতে আগামী ১৫ জুন থেকে রাজ্যজুড়ে বিশেষ জনকল্যাণ শিবির আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের প্রতিটি ব্লক এলাকায় এই শিবির অনুষ্ঠিত হবে। সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি এবং নাগরিক পরিষেবার সঙ্গে মানুষের সরাসরি সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের মতে, বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সরকারি প্রকল্প চালু থাকলেও নানা কারণে সাধারণ মানুষের একাংশ সেই সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন না। কখনও তথ্যের অভাব, কখনও প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংক্রান্ত জটিলতা, আবার কখনও দূরত্বের কারণে অনেকেই সরকারি দপ্তরে পৌঁছতে পারেন না। এই পরিস্থিতি কাটিয়ে মানুষের কাছে প্রশাসনকে আরও সহজলভ্য করে তুলতেই ব্লকভিত্তিক জনকল্যাণ শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। এর ফলে এক ছাদের নীচে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। প্রশাসনিক মহলের দাবি, এই শিবিরগুলিতে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিকেরা উপস্থিত থাকবেন। সাধারণ মানুষ তাঁদের সমস্যা, অভিযোগ কিংবা আবেদন সরাসরি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছে তুলে ধরতে পারবেন। একইসঙ্গে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করা, প্রয়োজনীয় নথি যাচাই, আবেদনপত্র জমা দেওয়া এবং বিভিন্ন পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের সুযোগও মিলবে। ফলে মানুষের সময় এবং অর্থ দু'টিই সাশ্রয় হবে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ইতিমধ্যেই এই কর্মসূচি ঘিরে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ব্লক প্রশাসনগুলিকে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি, কর্মী মোতায়েন এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে শিবিরে বেশি সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারেন, তার জন্য প্রচার ব্যবস্থাকেও জোরদার করা হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং, প্রচারপত্র বিতরণ এবং অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে শিবির সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য হল সরকারি পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা। অনেক সময় মানুষকে ছোটখাটো কাজের জন্য একাধিক দপ্তরে ঘুরতে হয়। এতে সাধারণ নাগরিকের ভোগান্তি যেমন বাড়ে, তেমনই পরিষেবা প্রদানের প্রক্রিয়াও দীর্ঘায়িত হয়। জনকল্যাণ শিবিরের মাধ্যমে সেই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এক জায়গায় বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি মানুষের সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তিতে সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান সময়ে প্রশাসনিক পরিষেবাকে মানুষের আরও কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রসার ঘটলেও এখনও সমাজের একটি বড় অংশ প্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবা ব্যবহারে পুরোপুরি স্বচ্ছন্দ নন। ফলে সরাসরি শিবিরের মাধ্যমে সরকারি কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ তৈরি হলে বহু মানুষের উপকার হবে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার প্রবীণ নাগরিক, মহিলা এবং আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষেরা এর মাধ্যমে বেশি সুবিধা পেতে পারেন। রাজ্যের শাসক মহল দীর্ঘদিন ধরেই জনমুখী প্রশাসনের ওপর জোর দিয়ে আসছে। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা যাতে প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছয় এবং কোনও মানুষ যাতে বঞ্চিত না হন, সেই লক্ষ্যেই একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নতুন এই জনকল্যাণ শিবির কর্মসূচিকেও সেই ধারাবাহিকতারই অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। প্রশাসনের আশা, শিবিরগুলির মাধ্যমে মানুষের সমস্যার দ্রুত সমাধান যেমন সম্ভব হবে, তেমনই সরকার এবং নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগও আরও শক্তিশালী হবে। আগামী ১৫ জুন থেকে শুরু হওয়া এই ব্লকভিত্তিক জনকল্যাণ শিবিরকে ঘিরে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা, সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের নানা জটিলতা এবং দৌড়ঝাঁপ অনেকটাই কমবে। অন্যদিকে প্রশাসনের লক্ষ্য, উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির সুফল রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে জনসেবার মান আরও উন্নত করা। সব মিলিয়ে, রাজ্যজুড়ে শুরু হতে চলা এই বিশেষ উদ্যোগ প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আরও কার্যকর জনপরিষেবা ব্যবস্থার পথ প্রশস্ত করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতির পদত্যাগে জোর চর্চা, রাজনৈতিক মহলে শুরু জল্পনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৩ জুন ঃ হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতির পদত্যাগকে ঘিরে জেলার রাজনৈতিক মহলে তীব্র জল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবার আচমকাই পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার পর প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক দুই মহলেই শুরু হয়েছে নানা আলোচনা। যদিও পদত্যাগের নেপথ্যে কী কারণ রয়েছে, তা নিয়ে সরকারি স্তরে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসকদল এবং বিরোধী শিবির উভয়ের মধ্যেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ব্যাখ্যা ও পাল্টা ব্যাখ্যার পর্ব। জেলা পরিষদ গ্রামীণ প্রশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প, পরিকাঠামো গঠন, রাস্তা নির্মাণ, পানীয় জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত নানা পরিকল্পনার বাস্তবায়নে জেলা পরিষদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষপদে থাকা ব্যক্তির আকস্মিক পদত্যাগ স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। এরপর তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। পদত্যাগপত্র গ্রহণ এবং পরবর্তী সাংগঠনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও চূড়ান্ত ঘোষণা করা হয়নি। পদত্যাগের খবর প্রকাশ্যে আসতেই জেলার বিভিন্ন মহলে নানা জল্পনা শুরু হয়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে স্থানীয় স্তরে সাংগঠনিক রদবদল এবং প্রশাসনিক সমন্বয় নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা চলছিল। সেই প্রেক্ষাপটে এই পদত্যাগকে অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে দেখছেন। যদিও শাসকদলের নেতাদের বক্তব্য, এটি সম্পূর্ণ সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক বিষয় এবং এর সঙ্গে অযথা রাজনৈতিক রং লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। অন্যদিকে বিরোধী দলগুলি এই ঘটনাকে সামনে রেখে শাসকদলের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। তাঁদের দাবি, জেলা পরিষদের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব পরিবর্তনের ঘটনা সাধারণ বিষয় নয়। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনও বড় কারণ রয়েছে, যা সামনে আসা উচিত। যদিও এই মন্তব্যের পাল্টা জবাবে তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছে, দলের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নিয়ে বিরোধীদের অযথা মন্তব্য করার কোনও প্রয়োজন নেই। হাওড়া জেলার রাজনৈতিক গুরুত্ব বরাবরই বিশেষ। শিল্পাঞ্চল, গ্রামীণ এলাকা এবং দ্রুত নগরায়নের মিশ্রণে গঠিত এই জেলার প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড রাজ্য রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলে। ফলে জেলা পরিষদের নেতৃত্বে কোনও পরিবর্তন ঘটলে তা শুধুমাত্র স্থানীয় পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়ে। সেই কারণেই সভাধিপতির পদত্যাগের ঘটনাটি নিয়ে এত আগ্রহ তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এদিকে জেলা পরিষদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। যদিও প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, কোনও ব্যক্তির পদত্যাগের ফলে উন্নয়নের কাজ থেমে থাকবে না। নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত প্রকল্পের কাজ চলবে এবং সাধারণ মানুষের পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনও প্রভাব পড়বে না। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। জেলার সাধারণ মানুষের একাংশও এই ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। তাঁদের মতে, নেতৃত্ব পরিবর্তন হলে প্রশাসনিক অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন আসতে পারে। তবে উন্নয়নের কাজ এবং জনস্বার্থমূলক প্রকল্প যাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব যাতে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে না পড়ে, সেই প্রত্যাশাই করছেন অনেকেই। এখন নজর রয়েছে পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে। জেলা পরিষদের নতুন নেতৃত্ব কে হবেন, কীভাবে সাংগঠনিক সমীকরণ তৈরি হবে এবং পদত্যাগের প্রকৃত কারণ নিয়ে ভবিষ্যতে কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা সামনে আসে কি না, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল। আপাতত হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতির পদত্যাগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলাজুড়ে আলোচনা তুঙ্গে উঠেছে এবং আগামী কয়েক দিনে এই ঘটনাপ্রবাহ আরও তাৎপর্যপূর্ণ মোড় নিতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

আরামবাগে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ, গ্রেপ্তারির পর চাঞ্চল্য রাজনৈতিক মহলে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ, হুগলি, ১৩ জুন ঃ হুগলির আরামবাগে এক তৃণমূল কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ ওই নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। বিরোধীরা এই ঘটনাকে সামনে এনে শাসকদলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে, অন্যদিকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইন আইনের পথেই চলবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে কোনওভাবেই তা সমর্থন করা হবে না। পুলিশ সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় স্তরে ওই নেতার বিরুদ্ধে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত নানা অভিযোগ উঠছিল। অভিযোগকারীদের দাবি, কিছু প্রশাসনিক বা স্থানীয় কাজ করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দাবি করা হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে বেশ কিছু তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের পর অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়। পরে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া মেনে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধানের নামে অনেক সময় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অনৈতিক আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ ওঠে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই অভিযোগ প্রমাণের পর্যায়ে পৌঁছায় না। ফলে এবার পুলিশের সরাসরি পদক্ষেপকে অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন। তাঁদের মতে, অভিযোগ সত্য হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং রাজনৈতিক পরিচয় দেখে কাউকে ছাড় দেওয়া উচিত নয়। অন্যদিকে, অভিযুক্ত নেতার সমর্থকদের দাবি, তাঁকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ফাঁসানো হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করায় বিরোধীদের একটি অংশ পরিকল্পিতভাবে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে। যদিও এই দাবি নিয়ে প্রশাসনের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। তদন্তকারীদের বক্তব্য, সমস্ত তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখেই পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। রাজনৈতিক মহলে এই ঘটনা নতুন করে দুর্নীতি ও স্বচ্ছতার প্রশ্নকে সামনে এনে দিয়েছে। বিরোধী দলগুলির নেতারা দাবি করেছেন, স্থানীয় স্তরে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে আরও কড়া নজরদারি প্রয়োজন। তাঁদের অভিযোগ, সাধারণ মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনকে কাজে লাগিয়ে অনেক সময় কিছু ব্যক্তি ব্যক্তিগত সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করেন। তাই এই ধরনের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া জরুরি। তবে শাসকদলের নেতাদের একাংশের বক্তব্য, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলেই গোটা দলকে দায়ী করা যায় না। তাঁদের মতে, আইন অনুযায়ী তদন্ত চলবে এবং আদালতই শেষ কথা বলবে। দলীয় স্তরেও বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। যদি কোনও অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে সংগঠনের তরফেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেপ্তারির পর অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হয়েছে। তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন অভিযোগের সঙ্গে আর কারও যোগ রয়েছে কি না এবং আর্থিক লেনদেনের পরিধি কতটা বিস্তৃত ছিল। সেই কারণেই বিভিন্ন নথি ও তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। প্রয়োজনে আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলেও সূত্রের খবর। এই ঘটনার জেরে আরামবাগের রাজনৈতিক পরিবেশও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। স্থানীয় স্তরে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে বাকযুদ্ধ শুরু হয়েছে। একদিকে বিরোধীরা দুর্নীতির অভিযোগ তুলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিচ্ছে, অন্যদিকে তৃণমূল নেতৃত্ব বলছে, তদন্ত শেষ হওয়ার আগে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক হবে না। ফলে বিষয়টি আগামী দিনে আরও রাজনৈতিক গুরুত্ব পেতে পারে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। সব মিলিয়ে, আরামবাগে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ এবং তার জেরে গ্রেপ্তারির ঘটনা নতুন করে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও রাজনৈতিক জবাবদিহিতার প্রশ্নকে সামনে এনে দিয়েছে। তদন্তের অগ্রগতির দিকে এখন নজর রয়েছে স্থানীয় মানুষ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মহলের। আদালত এবং তদন্তকারী সংস্থার পরবর্তী পদক্ষেপই নির্ধারণ করবে এই বহুচর্চিত মামলার ভবিষ্যৎ গতিপথ।

সরকারি কর্মীদের বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসানো বাধ্যতামূলক, বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় নতুন উদ্যোগ রাজ্যের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ, হুগলি, ১৩ জুন ঃ কলকাতা রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনাকে আরও আধুনিক ও স্বচ্ছ করে তুলতে বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মীদের বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসানো বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্তকে ঘিরে প্রশাসনিক মহলে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে। বিদ্যুৎ ব্যবহার সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ, বিলিং ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করা এবং প্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবার প্রসারের লক্ষ্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। বর্তমান সময়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ধাপে ধাপে স্মার্ট মিটার চালুর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বিদ্যুৎ খাতে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর ক্ষেত্রে স্মার্ট মিটারকে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে দেখা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গেও সেই লক্ষ্যে এগোচ্ছে সরকার। প্রথম পর্যায়ে সরকারি কর্মীদের আবাসনে এই ব্যবস্থা কার্যকর করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এর ফলে বিদ্যুৎ ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সরাসরি এবং তাৎক্ষণিকভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রচলিত মিটারের তুলনায় স্মার্ট মিটার অনেক বেশি উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর। এই মিটারের মাধ্যমে গ্রাহক নিজের বিদ্যুৎ ব্যবহার সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য জানতে পারেন। একইসঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থাও দূরবর্তী অবস্থান থেকে মিটারের তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। ফলে মিটার রিডিং নেওয়ার জন্য আলাদা করে কর্মী পাঠানোর প্রয়োজন কমে যায়। বিল তৈরির ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায় এবং সম্ভাব্য ভুলত্রুটি অনেকাংশে হ্রাস পায়। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, বিদ্যুৎ খাতে ক্ষতি কমানো এবং রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে নির্ভুলতা বাড়ানোও এই উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য। অনেক সময় মিটার রিডিং সংক্রান্ত সমস্যার কারণে বিল নিয়ে গ্রাহকদের অভিযোগ তৈরি হয়। স্মার্ট মিটার চালু হলে সেই ধরনের সমস্যার সমাধান সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়া বিদ্যুতের অপচয় রোধ এবং ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতেও এই প্রযুক্তি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকারি কর্মীদের বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসানোর সিদ্ধান্তকে প্রশাসনিক পর্যায়ে একটি পরীক্ষামূলক ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেও দেখা হচ্ছে। কারণ বৃহত্তর পরিসরে এই প্রযুক্তি প্রয়োগের আগে তার কার্যকারিতা এবং বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব হবে। সরকারি কর্মীদের আবাসনে এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত এলাকায় তা সম্প্রসারণের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এই সিদ্ধান্তের পর বিভিন্ন মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। একাংশের মতে, প্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবার যুগে স্মার্ট মিটার চালু হওয়া সময়ের দাবি। এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা আরও আধুনিক হবে এবং গ্রাহকেরাও নিজেদের ব্যবহার সম্পর্কে অধিক সচেতন হতে পারবেন। অন্যদিকে কিছু মহলের প্রশ্ন, নতুন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন কতটা নির্বিঘ্ন হবে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে কোনও প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধান কীভাবে করা হবে। বিদ্যুৎ দফতরের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, স্মার্ট মিটার শুধু বিলিং ব্যবস্থাকেই উন্নত করে না, বরং সামগ্রিক বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার ওপরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। কোথায় কত বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে, কোন এলাকায় চাহিদা বেশি এবং কোথায় সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি প্রয়োজন;এই ধরনের তথ্য দ্রুত বিশ্লেষণ করা যায়। ফলে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণেও সুবিধা হয়। রাজ্যের প্রশাসনিক মহলের একাংশ মনে করছে, ডিজিটাল গভর্ন্যান্সের ধারণাকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রেও এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সরকারি পরিষেবাকে প্রযুক্তির মাধ্যমে আরও দক্ষ এবং স্বচ্ছ করে তোলার যে প্রক্রিয়া চলছে, স্মার্ট মিটার তারই একটি অংশ। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনলাইন পরিষেবা এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎ খাতেও সেই পরিবর্তনের ছাপ স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। সব মিলিয়ে সরকারি কর্মীদের বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসানোর সিদ্ধান্ত রাজ্যের বিদ্যুৎ খাতে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই উদ্যোগ কতটা সফল হয় এবং ভবিষ্যতে সাধারণ গ্রাহকদের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ কতটা বিস্তৃত হয়, সেদিকেই এখন নজর রয়েছে প্রশাসনিক ও বিদ্যুৎ মহলের। প্রযুক্তিনির্ভর ও স্বচ্ছ পরিষেবা ব্যবস্থার লক্ষ্যে রাজ্যের এই নতুন উদ্যোগ আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ।

মথুরাপুরের এক যুবককে খুনের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৩ জুন ঃ খুনের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার দুই জয়নগরে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সন্ধ্যায় মথুরাপুর থানার রামবাটি এলাকার এক যুবকের সাথে জয়নগরে পুরোনো একটি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে মন্দিরবাজার থানার মৌজপুর রমাকান্তপুরের দুই যুবক। ঐ দু পক্ষের মধ্যে বচসা ও মারপিঠের পরে মথুরাপুর থানার রামবাটির ঐ যুবককে মেরে ফেলার চেষ্টা করে মন্দিরবাজার থানার মৌজপুর রমাকান্তপুরের দুই যুবক বলে অভিযোগ। আর ওদিন রাতেই ঐ দুই যুবকের নামে জয়নগর থানায় এফ আই আর দায়ের করে রামবাটি এলাকার আহত ঐ যুবক। আর তার পরেই তদন্তে নেমে পুলিশ ওদিন রাতেই তিলিপাড়া থেকে মৌজপুর রমাকান্তপুরের ঐ দুই যুবককে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে।

মারামারির ঘটনায় জয়নগরে গ্রেফতার এক যুবক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১৩ জুন ঃ জয়নগর পুরনো একটি ঝামেলায় মারামারির অভিযোগে গ্রেফতার এক যুবক জয়নগরে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,শুক্রবার রাতে মথুরাপুর থানা এলাকার শুভদীপ কয়াল নামে এক যুবকের জয়নগর থানায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ওদিন রাতেই জয়নগর থানার গোলাবাটির বাড়ি থেকে রাকিবুর রহমান লস্কর (২২)নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতকে শনিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

সরকারি উদ্যোগে প্রাকৃতিক কৃষি কর্মশালা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ১৩ জুন ঃ রাজ্যে পালাবদলের পরে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের উদ্যোগে কৃষির বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাই তো প্রাকৃতিক কৃষি প্রসারে রাজ্য ব্যাপী প্রাকৃতিক কৃষি কর্মশালা শুরু হয়েছে প্রতিটা ব্লক, মহকুমা ও জেলা স্তরে কৃষকদের নিয়ে। শনিবার জয়নগর এক নং ব্লক কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে কৃষকদের নিয়ে এক দিনের কর্মশালা হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর এক নম্বর বিডিও শুভদীপ দাস, বারুইপুর মহকুমা সহ কৃষি অধিকর্তা এডমিন নারায়ন মাইতি, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান সিনিয়র কৃষি বিজ্ঞানী ড চন্দন কুমার মন্ডল, কুলতলি ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা মৃনাল কান্তি দাস, জয়নগর ১ নম্বর ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা মহাদেব বারুই, বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার কিষান মোর্চার সভাপতি মিহির মন্ডল, যাদবপুর সাংগঠনিক জেলার কৃষাণ মোর্চার সভাপতি শংকর সর্দার সহ আরো অনেকে। মূলত প্রাকৃতিক জিনিসকে চাষের কাজে কতখানি ব্যবহার করা যায় এবং কিভাবে করা যায় সে বিষয়ে এদিন আলোচনা করা হয় এই কর্মশালায়। জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের ১২টি পঞ্চায়েত এলাকা থেকে বহু কৃষক এদিনের এই কর্মশালা

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে হাওড়াতেও সাফল্যের খতিয়ান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৩ জুন ঃ নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে হাওড়াতেও সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। দলীয় কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শনিবার বিকেলে হাওড়ায় এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। 'বিশ্বাসের, উন্নয়নের এবং জনকল্যাণের ১২ বছর' এই শীর্ষক ওই সাংবাদিক সম্মেলনে এদিন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি সহ সভাপতি রাজু ব্যানার্জী। এছাড়াও দলের জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য, রাজ্যের পরিষদীয় বিষয়ক এবং পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই, দলের রাজ্য সহ সভাপতি ও বিধায়ক সঞ্জয় সিং, বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ, দলের জেলা সহ সভাপতি অজয় মান্না, সাধারণ সম্পাদক সৌরেন্দ্র সামন্ত, সম্পাদক ওমপ্রকাশ সিং, সুকমল ঘোষ, মিডিয়া ইনচার্জ সুজিত দত্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন হলে ওই সাংবাদিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মোদি সরকারের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে রাজু ব্যানার্জি বলেন, বিগত ১২ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সারা দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। পরিকাঠামোগত উন্নতি থেকে শুরু করে কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ সর্বক্ষেত্রেই প্রভুত উন্নতি হয়েছে।

বিশ্বের বৃহত্তম দুগ্ধ সমবায় সংস্থা আমুলের বিনিয়োগ হাওড়ায়, শিল্পোন্নয়নের নতুন সম্ভাবনা

দুরন্তবার্তা, সৈকত দাস, হাওড়া, ১৩ জুন ঃ 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'; এই ভাবনাকে সামনে রেখেই হাওড়া জেলায় শিল্পায়নের পথে বড় পদক্ষেপ হিসেবে এগিয়ে আসছে দেশের অন্যতম বৃহৎ দুগ্ধ সমবায় সংস্থা আমুল। সংস্থার পক্ষ থেকে প্রায় ৬০০ কোটি টাকার বিনিয়োগে হাওড়ার ধুলাগড় এলাকায় ৫৫ বিঘা জমির উপর একটি আধুনিক দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ ও উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন নিয়ে নানা বিতর্ক ও জটিলতার পর এই প্রকল্পকে ঘিরে নতুন আশার আলো দেখছেন শিল্পমহল থেকে সাধারণ মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মতে, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এলাকায় ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হাজার হাজার মানুষের জীবিকা নির্বাহের নতুন পথ খুলে যেতে পারে। জানা গিয়েছে, ধুলাগড়ে নির্ধারিত জমিতে ইতিমধ্যেই প্রাথমিক পরিকাঠামোগত কাজ শুরু হয়েছে। রাস্তা নির্মাণ, জমি সমতলকরণ এবং অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রকল্প এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, কর্মযজ্ঞ জোরকদমে চলছে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলার কাজ অব্যাহত রয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের মতে, আমুলের মতো একটি জাতীয় স্তরের সংস্থার আগমন শুধু হাওড়ার অর্থনীতিকেই শক্তিশালী করবে না, বরং গোটা রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। দুগ্ধ শিল্পের প্রসারের পাশাপাশি পরিবহন, প্যাকেজিং, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং পরিষেবা ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এলাকার বহু যুবক-যুবতী এই প্রকল্পকে ঘিরে কর্মসংস্থানের নতুন স্বপ্ন দেখছেন। তাঁদের আশা, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দক্ষ ও অদক্ষ উভয় ধরনের কর্মীর জন্য চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা স্থানীয় অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করে তুলবে। প্রকল্পের ভূমিপুজো ও আনুষ্ঠানিক সূচনা নিয়ে প্রশাসনিক ও সংস্থার তরফে বিভিন্ন প্রস্তুতি চললেও নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠান না হওয়ায় কিছুটা জল্পনা তৈরি হয়েছে। তবে প্রকল্পের কাজ যে থেমে নেই, তা সরেজমিনে পরিদর্শনে স্পষ্ট হয়েছে। দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলা নির্মাণকাজই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে আগামী দিনে হাওড়ার শিল্প মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হতে চলেছে এই আমুল প্রকল্প। শিল্পমহলের মতে, এই বিনিয়োগ সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন বার্তা যাবে এবং ভবিষ্যতে আরও বড় শিল্পগোষ্ঠী রাজ্যে বিনিয়োগে আগ্রহী হতে পারে। ফলে হাওড়ার ধুলাগড়ে আমুলের এই প্রকল্পকে ঘিরে এখনই তৈরি হয়েছে ব্যাপক উৎসাহ ও প্রত্যাশা।

আইটিআই আধুনিকীকরণে নতুন রূপরেখা, শিল্পের চাহিদা মেনে দক্ষ কর্মী তৈরির লক্ষ্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ জুন ঃ রাজ্যের কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিল্পক্ষেত্রের প্রয়োজন অনুযায়ী দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে ৫১টি সরকারি আইটিআই আধুনিকীকরণের জন্য নতুন রূপরেখা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের যুগে শিক্ষার্থীদের আরও কর্মমুখী এবং শিল্প উপযোগী প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে রাজ্যের কারিগরি শিক্ষা দপ্তর। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, এই পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে রাজ্যের কারিগরি শিক্ষার পরিকাঠামোয় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসতে পারে। বর্তমান সময়ে শিল্পক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীর চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তি, উৎপাদন শিল্প, অটোমেশন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি পরিচালনার মতো ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজনীয়তা আগের তুলনায় অনেক বেশি। সেই কারণেই প্রচলিত পাঠক্রমের পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকারের নতুন পরিকল্পনায় আই টি আই-গুলিকে সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আধুনিকীকরণের আওতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উন্নত মানের ল্যাবরেটরি, আধুনিক যন্ত্রপাতি, ডিজিটাল প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীরা যাতে বাস্তব শিল্পক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন, তার জন্য শিল্প সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এতে প্রশিক্ষণ শেষ করার পর কর্মসংস্থানের সুযোগও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সরকারি আইটিআইগুলিতে প্রতি বছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই গ্রামীণ ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের সদস্য। ফলে এই প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে যুবসমাজের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়লে তা সামগ্রিকভাবে রাজ্যের অর্থনীতিকেও শক্তিশালী করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে হাতির হানায় মৃত্যু বৃদ্ধের, তিন মাসে প্রাণ গেল সাতজনের

দুরন্তবার্তা, স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ১৩ জুন ঃ ঝাড়গ্রাম জেলায় একের পর এক হাতির হানায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটছেই। ফের হাতির আক্রমণে প্রাণ গেল এক বৃদ্ধের। শুক্রবার সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে বুনো হাতির মুখোমুখি হয়ে মৃত্যু হল কালাঙ্গি নায়েক (৭০) নামে এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের চাঁদাবিলা রেঞ্জের রামচন্দ্রপুর এলাকায়। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। বন দফতর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কালাঙ্গি নায়েকের বাড়ি রামচন্দ্রপুর এলাকাতেই। প্রতিদিনের মতো শুক্রবার ভোরেও তিনি হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় আচমকাই একটি পূর্ণবয়স্ক হাতির সামনে পড়ে যান। প্রাণ বাঁচাতে পালানোর চেষ্টা করলে তিনি মাটিতে পড়ে যান। অভিযোগ, তখন হাতিটি শুঁড়ে তুলে তাঁকে আছাড় মারে। গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে নয়াগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয় সূত্রের দাবি, ভোরের দিকে সুবর্ণরেখা নদী পেরিয়ে হাতির একটি দল গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় ঢুকে পড়েছিল। সেই সময়ই প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে হাতিটির সামনে পড়ে যান কালাঙ্গি। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ওড়িশা সীমান্তবর্তী নয়াগ্রাম, কেশররেখা ও চাঁদাবিলা রেঞ্জ এলাকায় বর্তমানে ১১০ থেকে ১১৫টি হাতি বিচরণ করছে। এর মধ্যে কেশররেখা রেঞ্জে রয়েছে ৮০ থেকে ৮৫টি হাতির একটি বড় দল। ফলে এলাকাজুড়ে হাতির গতিবিধি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। ঝাড়গ্রাম জেলায় সাম্প্রতিক সময়ে মানুষ ও হাতির সংঘাত ক্রমশ তীব্র হয়েছে। কয়েক দিন আগেই ঝাড়গ্রাম রেঞ্জের পুকুরিয়া বিটের শিমূলডাঙা জঙ্গলে কাজু কুড়োতে গিয়ে হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয়েছিল মৌসুমী মল্লিক (৩২) নামে এক মহিলার। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেও বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তার আগে জেলার বিভিন্ন এলাকায় হাতির হানায় একাধিক ব্যক্তি আহত হন। স্থানীয়দের দাবি, গত তিন মাসে জেলায় হাতির আক্রমণে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে জঙ্গল লাগোয়া এলাকাগুলিতে আতঙ্ক ক্রমশ বাড়ছে। ভোর ও সন্ধ্যার সময় বাড়ির বাইরে বেরোতে ভয় পাচ্ছেন অনেকেই। যদিও বন দফতরের দাবি, হাতির অবস্থান সম্পর্কে গ্রামবাসীদের নিয়মিত মাইকিং করে সতর্ক করা হচ্ছে।

সিমলা স্ট্রিটে বিবেকানন্দের বাড়িতে ইন্সটিটিউট অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ ও রিসার্চ আয়োজিত সম্মাননা ও সমাবর্তন উৎসবে 'যুগপুরুষ' সম্মানে ভূষিত হলেন বন্ধন ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর ঘোষ, প্রখ্যাত মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার প্রদীপ মল্লিক,ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রূপক সাহা। উপস্থিত ছিলেন আয়োজক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান আচার্য শ্যামল ভট্টাচার্য্য, বেলুড় মঠ ও মিশনের ট্রাস্টী স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ, প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, স্বামী সুধাকরানন্দ, শিক্ষাবিদ রজত ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজকদের শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান। বাঙালি উদ্যোগপতি ও সংগঠকদের বিশ্বস্তরে পরিচিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে 'যুগপুরুষ' সম্মাননা প্রদান করতে পেরে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয় সনাতনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। ছবি; সুবল সাহা

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৯৩ সংখ্যা, রবিবার , ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা

১৯১১ সালের এক গুমোট দুপুর। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ইডেন হিন্দু হোস্টেলের ডাইনিং হল। চারদিকে থমথমে পরিবেশ। দুপুরের খাবার খেতে বসেছে এক মফস্বল থেকে আসা কৃশকায় তরুণ। কিন্তু অদ্ভুতভাবে তার আশেপাশের চেয়ারগুলো ফাঁকা। কেউ বসছে না তার পাশে। ফিসফাস আর গুঞ্জন চলছে পুরো হল জুড়ে। কারণটা মেধা নয় কারণটা হল সেই তরুণের জাত। সে যে নিচু জাতে জন্মেছে। তাই তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দু ছাত্রদের কাছে সে অস্পৃশ্য। অপমানে আর লজ্জায় সেদিন তরুণটির গলা দিয়ে খাবার নামছিল না। শুধু কি তাই? সরস্বতী পুজোর দিন যখন সে অঞ্জলি দিতে গেল তখন তাকে বাধা দেওয়া হলো। বলা হলো তুমি নিচু জাতের তোমার ছোঁয়ায় দেবী অপবিত্র হবেন। সেদিন সেই তরুণ নীরবে চোখের জল ফেলেছিল ঠিকই কিন্তু মনে মনে নিয়েছিল এক বজ্রকঠিন শপথ। এই সমাজ তাকে যতই দূরে ঠেলে দিক একদিন সে মেধার জোরে এমন এক উচ্চতায় পৌঁছাবে যেখানে এই তুচ্ছ জাতপাতের শিকল তাকে স্পর্শও করতে পারবে না। সেই জেদি তরুণটির নাম মেঘনাদ সাহা। যার জন্ম হয়েছিল ১৮৯৩ সালে ঢাকার শেওড়াতলী গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে। বাবা জগন্নাথ সাহা ছিলেন সামান্য মুদি দোকানি। অভাবের সংসার। বাবা চেয়েছিলেন ছেলেও তার মতো দোকানে বসুক। কিন্তু মেঘনাদের চোখে ছিল অন্য স্বপ্ন। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে মাইলের পর মাইল কাদা মাড়িয়ে তিনি যেতেন স্কুলে। গ্রামের এক দয়ালু ডাক্তার অনন্ত দাসের বাড়িতে বাসন মেজে আর গোয়ালঘরের কাজ করে তিনি তার পড়াশোনার খরচ জোগাতেন। দারিদ্র্য ছিল তার নিত্যসঙ্গী কিন্তু মেরুদণ্ড ছিল ইস্পাতের মতো শক্ত। মেঘনাদের রক্তে ছিল বিদ্রোহের আগুন। ১৯০৫ সাল। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে উত্তাল বাংলা। ঢাকা কলেজিয়েট পরিদর্শনে এলেন কুখ্যাত ব্রিটিশ গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলার। অন্য ছাত্ররা যখন ভয়ে কুঁকড়ে আছে তখন মেঘনাদ ও তার বন্ধুরা জুতো পায়েই ক্লাস বয়কট করে প্রতিবাদ জানালেন। ফলাফল হলো মারাত্মক। স্কুল থেকে তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হলো। কেড়ে নেওয়া হল বৃত্তি। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকরা জানত না এই ছেলেটি সাধারণ কোনো ছাত্র নয় এ এক সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। কিশোরী লাল জুবিলী স্কুল থেকে তিনি আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় গণিত আর ভাষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন। তারপর এল সেই ১৯২০ সাল। হাতে নেই কোনো উন্নত যন্ত্রপাতি নেই কোনো গবেষণাগার। তবুও কেবল কাগজ আর কলম সম্বল করে তিনি এমন এক সমীকরণ কষে ফেললেন যা বদলে দিল বিশ্ব জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস। তার আবিষ্কৃত 'তাপীয় আয়নীকরণ তত্ত্ব' বা 'সাহা সমীকরণ' দিয়ে মানুষ প্রথম জানল নক্ষত্ররা আসলে কী দিয়ে তৈরি। সুদূর আকাশের নক্ষত্রের তাপমাত্রা মাপার চাবিকাঠি তুলে দিলেন তিনি। বিজ্ঞানী এডিংটন স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে গ্যালিলিও যেমন দূরবীন আবিষ্কার করেছিলেন তেমনই মেঘনাদ সাহার এই আবিষ্কার জ্যোতির্বিজ্ঞানের সেরা দশটি ঘটনার একটি। কিন্তু বঞ্চনা তার পিছু ছাড়েনি। ১৯৩০ সালে নোবেল পুরস্কারের জন্য তার নাম প্রস্তাব করা হল। একবার নয় মোট পাঁচবার তার নাম নোবেল কমিটিতে গেল। কিন্তু প্রতিবারই কোনো না কোনো অজুহাতে তাকে বাদ দেওয়া হল। কেউ বলল তিনি আবিষ্কার করেননি শুধু তত্ত্ব দিয়েছেন। নোবেল না পেলেও তিনি দমে যাননি।

মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামী

স্বাধীনতা সংগ্রামী লীলা নাগ রায় ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সহকারী। সক্রিয় বিপ্লবী আন্দোলন এর সাথে তিনি শিক্ষা-সংক্রান্ত সংস্কারক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি এসকল সংগঠনের কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের ব্যাপারে জনমত গড়ে তুলতে নিখিল বঙ্গ নারী ভোটাধিকার সমিতি'র যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে লীলা নাগ বিভিন্ন জনসভার আয়োজন করেন। ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে নারীশিক্ষা প্রসারের মূল উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি দীপালি সঙ্ঘ নামে নারীদের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। দীপালি সঙ্ঘের সাহায্য নিয়ে তিনি দীপালি স্কুল নামে একটি স্কুল ও অন্য বারোটি ফ্রি প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নারীশিক্ষা মন্দির ও শিক্ষাভবন নামে পরিচিত অন্য দুটি স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুল পরবর্তীকালে কামরুন্নেসা গার্লস স্কুল হিসেবে পরিচিত হয়। ১৯২৫ সালে শ্রীসঙ্ঘ নামে অভিহিত একটি বিপ্লবী দলের তিনি সদস্য হন। ছাত্রীদের জন্য তিনি ঢাকাভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং আসাম ও বাংলার অনেক স্থানে এর শাখা প্রসারিত করেন। ছাত্রীদের সুবিধার জন্য তিনি কলকাতায় একটি মহিলা হোস্টেল প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকায় গোপন বিপ্লবী দলের (এগুলির মধ্যে অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর সুবিদিত) সদস্য হিসেবে লীলা তাদের সাহায্য করতেন এবং এ দলসমূহ ও বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের, বিশেষত নারী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সংযোগকারী হিসেবে কাজ করতেন। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারএর মতো সুপরিচিত নারী বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস হিসেবে তিনি প্রভাব রেখেছেন। ১৯২৭-২৮ সালের বিক্ষুব্ধ বছরগুলিতে, যখন নারীরা শারীরিক আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হয়, তখন লীলা নাগ মহিলা আত্মরক্ষা ফান্ড নামে একটি ফান্ড গঠন করেন, যা ছিল এ অঞ্চলে প্রথম মার্শাল পদ্ধতিতে আত্মরক্ষামূলক দলের একটি। সাধারণ জনতার পর্যায়ে নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি গণ শিক্ষা পরিষদ নামে পরিচিত একটি প্রতিষ্ঠানও গঠন করেন। লীলা অন্য যে কারণে বিখ্যাত তা হলো নারীদের বিচার্য বিষয়াবলিতে নিবেদিত প্রভাবশালী সাময়িক পত্রিকা 'জয়শ্রী' এর সম্পাদক হিসেবে তাঁর সাহিত্যিক কার্যক্রম।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

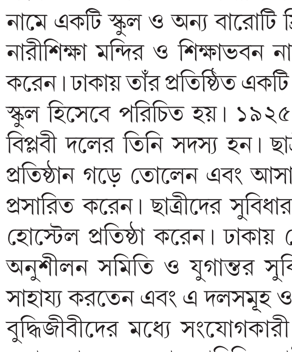

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, মায়ের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রস্তুত করতে হবে। যিনি যত বেশি মাতৃভক্ত তিনি তত বেশি মহান। তিনি তত বেশি বিশ্ব সেরা। তিনি কারোকে ভয় পান না। মা'ই পথ দেখিয়ে নিয়ে যান সবাইকে। জীব প্রেম ধর্মকে জানতে হবে। মানব প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে না। যিনি পারেন তিনি মহান। তিনি সবার মনকে জয় করতে পারেন। তিনি সর্বজয়ী হন। তিনি কোনও সময়ে পরাজিত হন না। মাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। ভক্তি করতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা

স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়ে ভারতবাসীরা পাশচাত্য জয় করতে হবে। না হলে ইউরোপীয়রা ভারতকে বারবার বাধা দিচ্ছে। ভগিনী নিবেদিতা ভারতের মুক্তি সংগ্রামে শক্তিশালী তরুণরা অংশ গ্রহণ করুক সেটা চাইতেন। তিনি পাড়ায় কুস্তির আখড়া তৈরি করার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। তরুণরা শরীর চর্চা করুক সেটা তিনি চাইতেন মনেপ্রাণে। তিনি ভারত মাতার মুক্তি কামনা করতেন। সেই কারণে তিনি বারবার শিক্ষার ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন।ভগিনী নিবেদিতা নারী শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। নারী জাগরণ তৈরি করতে হবে। নারীর মর্যাদাকে বৃদ্ধি করতে হবে। ভারতকে জাগরিত করতে হবে। এখন ঘুমানোর সময় নয়। শক্তি তৈরি কর। মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। মাথা নত করবে না। শিরদাঁড়া শক্ত করে দাঁড়াও। সোজা হয়ে দাঁড়াও। একজন ভারতবাসীর অপমান মানে সব ভারতবাসীর অপমান। ভারতকে মাতা হিসাবে দেখতে শুরু করো। মায়ের মুক্তির কথা চিন্তা করো। মাকে স্বাধীন করতে পারলে ভারতবাসী মুক্তি লাভ করবে। স্বাধীন ভারত গড়ে তোলা দরকার

জিন্নাকে ভারত ভাগের আসামি করেন ফজলুল হক

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারত ভাগের মূল কারিগর ছিলেন মুসলিম লিগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাহ। তিনি শুধু ভারত ভাগ করার মুল কারিগর শুধু ছিলেন না, তিনি বাংলায় বাঙালি হিন্দু এবং বাঙালি মুসমিলদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে চেষ্টা করেন। তিনি পরিস্কার করে বুঝতে পেরেছিলেন যে যদি বাংলাকে পাকিস্তানের সঙ্গে অন্তর্ভূক্ত করতে হয় তাহলে বাঙালি হিন্দু এবং বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর

তৈরি করতে হবে। নাহলে কিন্তু বাংলা কোনও সময়ে মুসলিম লিগের নেতৃত্বকে গ্রহণ করবে না। বাংলার ফজুলল হক ছিলেন মনে প্রাণে খাঁটি বাঙালি। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিমদের সঙ্গে কোনও রকম যোগাযোগ রাখা পচ্ছন্দ করতেন না। ফলে মহম্মদ আলি জিন্নার মতের সঙ্গে তাঁর মেতের অমিল ছিল প্রচুর। জিন্নার পাকিস্তান প্রস্তাব অবাস্তব বলে মনে করতে শুরু করলেন ফজুলল হক। তিনি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে নিজেকে বের করার বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে পড়ে তিনি মুসলিম লিগের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে বাধ্য হন। ফজুলল হক মনে প্রাণে বাঙালি ছিলেন তাঁর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রীতি অবিচল ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর ১২ আগস্ট ১৯৪১ সালে বাংলার বিধানসভায় ফজুলল হক একটি শোক প্রস্তাব পাঠ করেন। তিনি বলেন, ..কিন্তু আমি বাঙালী হিসাবে বলতে গিয়ে অনুভব করছি যে, আমাদের পক্ষে এই তথ্য কখনই ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় যে রবীন্দ্রনাথ এই প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন, আমাদের ভাষায় কথা বলেন এবম মহান ব্যক্তি বাংলা সাহিত্যকে পৃথিবীর বিভিন্ন ও সাহিত্যের মধ্যে একটি উচ্চ আসলনে প্রতিষ্ঠিত করেন।'' রবীনন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা এবং প্রীতির কিছু অংশ ইরেজিতে "..SPEAKING AS A BENGALEE, BELONGING TO THE PROVINCE WHICH GAVE RABINDRANATH BIRTH, SPEAKING THE VERY LANGUAGE WHICH RABINDRA NATH SPOKE, IT IS IMPOSSIBLE TO LOSE SIGH OF THE FACT THAT THE GREAT MAN WHO EARNED FOT RHE BENGALI LITERATURE ONE OF THE HIGHEST POSITION OF THE LANGUAGES AND LITERATURES OF THE WORLD IS NO MORE WITH US, AND THAT ALL THAT NOW LIVES ARE HIS WORKS ENSHRINED NOT MERELY IN BOOKS BUT IN THE HEARTS OF MILLIONS OF HIS COUNTRYMEN."

হিন্দু বাঙালি এবং মুসলিম বাঙালিরা একই সরল রেখায় বাংলায় বসবাস করতে শুরু করে দিয়েছিল। সেখানে ফাটল ধরালেন জিন্না। ১৯৪১ সালে ফুজলুল হক ন্যাশনাল ডিফেন্স কাউন্সিলের সদস্য হন। ভাইসরয় বাংলার গর্ভনর মারফৎ ফজুলল হককে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ডিফেন্স কাউন্সিলের সদস্য পদ গ্রহণ করে বাংলার প্রতিনিধি করতে আমন্ত্রণ জানান। ডিফেন্স কাউন্সিলের সদ্য তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর মুসলিম গিলের সভাপতি জিন্না বিবৃতি দিয়ে ডিফেন্স কাউন্সিলের সদস্যদের আচরণ খুবই আপত্তিজনক বলে মন্তব্য করেন। ফজুলল হক পরিস্কার করে জিন্নাকে বলে দেন যে মুখ্যমন্ত্রী পদে তিনি মনোনীত। ভাইসরয়ের কথাকে অগ্রাহ্য করতে তিনি পারবেন না। এই ব্যাখ্যায় জিন্নাপুন্থীরা খুশি হয়নি। ৩০ জুলাই হায়দ্রাবাদ থেকে জিন্না বিবৃতি দিয়ে বলেন যে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভি যোগে ডিফেন্স কাউন্সিলের লিগ সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে জানান। ২৫ আগস্ট একটি টেলিগ্রাম এবং ২৬ আগস্ট একটি চিঠিতে সর্ব ভারতীয় মুসলিম লিগের সম্পাদক লিয়াকৎ আলি খান ফজুলল হককে ওয়ার্কি কিমিটির সিদ্ধান্ত জানান। তাঁকে ডিফেন্স কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করতে বলা হয়। ৮ সেপ্টেম্বর ফজলুল হক জিন্নার অগণতান্ত্রিক আচরণে তীব্র সমালোচনা করেন। ১৯৪১ সলে মে মাসে জিন্নার সঙ্গে বাংলা এবং পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক এবং স্যার সিকন্দর হায়াৎ খানের সঙ্গে মন্তাতর প্রকাশ পেতে থাকে। এই সময়ে আল্লা বক্স এবং ফজলুলু হক জিন্নার নেতৃত্বকে অস্বাকীর করায় জিন্না খুবই উদ্বিগ্ন হন। জিন্নাপন্থীরা অভিযোগ করতে শুরু করেন যে ফজলুল হক গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে লিগের প্রভাবকে ক্ষুন্ন করছেন। জিন্নার কাজগজ 'নবযুগ' পত্রিকা লিগের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে শুরু করে। ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য মুসলিম লিগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিল যে কোয়ালিশন মন্ত্রী সভা থেকে মন্ত্রীরা পদত্যাগ করবে। তার ফলে ফজলুলু হক আর মুখ্যমন্ত্রী থাকতে পারবেন না। ১৯৪১ সালে ১ ডিসেম্বর মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলে ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী থাকলেন না। কিন্তু ফজলুল হক দ্রুত মন্ত্রীসভা গঠন করে লিগের মুখের ওপরে জবাব দিতে পেরেছিলেন। এতে জিন্না ক্ষুব্ধ হয়ে ফজলুল হককে বিশ্বাসঘাতক বলেন। ১৯৪১ সালে ২৭ নভেম্বর জে সি গুপ্তের বাড়িতে শরঠচন্দ্র বসু, ফজলুলু হক, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শামসুদ্দিন আমেদ, খান বাহাদুর হাসেম আলি খান, হেমচন্দ্র নস্কর প্রমুখ নেতারা একটি বৈঠক করেন। সেখানে 'প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠিত হল। মন্ত্রীসভার একটি দলিল তৈরি করেন শরৎচন্দ্র বসু। ফজলুল হককে পার্টি নেতৃত্ব পদে বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ১ ডিসেম্বর মুসমিল লিগের সদস্যরা পদত্যাগ করায় ফজুলল হক 'প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি' নেতৃত্ব গ্রহণ করে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ১২ ডিসেম্বর হক-শ্যামাপ্রদাস মন্ত্রীসভার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মন্ত্রীসভা গঠন করায় জিন্না ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি তীব্রভাষায় গর্ভনরের সমালোচনা কবেন। ১৯৪১ সালে ১ ডিসেম্বর জিন্নার নিকটে হাসান ইস্পাহানি চিঠি লেখেন যেখানে তিনি মন্তব্য করেছিলেন '' HAG, BY NO MEANS, IS A SPENT FORCE. HE HAS INFLUENCE AND A FOLLOWING. THE HINDU ARE ALMOST DAILY WITH HIM. THEY ARE OUT OF DIVIDE AND CRUSH THE MUSLIMS"

দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ফজুলল হক এক নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের ৫৮ তম মৃত্যু দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ফজলুল হক বলেন, '' কেশবচন্দ্রের জীবন থেকে ভারতবাসী এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে যে একতা এবং ভালোবাসার দ্বারাই দেশ ও সম্প্রদায়ের সেবা করা সম্ভব। ভারতের ভবিষ্যৎ, নির্ধারিত হবে বিরোধের মধ্য দিয়ে নয়, সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে।'' ইংরেজি ভাষায় বলা হয়েছিল ''..there is no diversity really in religion. All religions must be, from the basic point of view, one.. the future of India would be decided no by strife but by harmony and concord would be the greatest benefactory of the county''। এবারে জিন্নাপন্থীরা আর নিজেদের স্থির করে রাখতে পারেনি। তারা ফজলুল হকের বিরুদ্ধে কুৎসা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল। এবারে ফজলুল হক মুসমিল লিগের প্রভাব কমাতে উদ্যোগী হলেন। মুসমিল লিগের কোনও নৈতিক দায়িত্ব নেই মুসলমানদের নেতৃতব দেওয়ার। মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক বলতে শুরু করলেন ' The present Muslim League atmos phare is un-Islamic. I feel was very that the Muslim League should be under the guidance of real and genuine Muslims. Before any one can claim to be a Muslim leaguer, he must first be a true and genuine Muslim. The policy pursued by the present Muslim league is neither Islamic not patriotic. It serves neither the Muslims not any body else. It pretends to be exclusively Muslim, claiming serve Muslims alone, but really leading even the Muslims to political ruin and disaster"

কলকাতায় মুসলিম লিগের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী মুসলিম সংগঠন গড়ে তোলের চেষ্টা করতে থাকেন। প্রগ্রেসিভ মুসলিম লিগ নাম দিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোল হল। ঢাকার নবাব ও সৈয়দ বদুরুদ্দোজা যথাক্রমে এই কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। তিনি প্রচার করতে শুরু করলেন মুসলিম লিগের কার্য কারিতা শেষ হয়ে গিয়েছে। এই নতুন দলই মুসলিম এবং অ-মুস মিলদের সঙ্গে করে নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি করা সম্ভব।'' Unity between Muslim and other communities has got to be regarded as a fundmantal necessity of the political advances of India.'' জিন্নার দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে দ্বিধাবোধ করেননি ফজলুলু হক। অখণ্ড বাংলা তৈরি করার দিকে তিনি অগ্রসর হন।

রাজ্য কেন্দ্র সমন্বয়ে তৈরি হবে উন্নত আধুনিক বাংলা

রবীন্দ্রকুমার শীল

মোদীর ১২ বছরের সুশাসন ও রাজ্যে বিজেপি সরকারের এক মাস পূর্তি উপলক্ষে সাংবাদিক সম্মেলন। প্রধানমন্ত্রী Narendra Mod-র নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ বছর পূর্তি এবং পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকারের এক মাস সম্পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে শুক্রবার নিউটাউনের Biswa Bangla Convention Centre -এ এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত

ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী,বিজেপির মুখপাত্র বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী দেবজিত সরকার, বিশিষ্ট অধ্যাপক শ্রী বিমল শঙ্কর নন্দ,শ্রী মতি লোকের চ্যাটার্জি ,শ্রীমতি শশী অগ্নিহত্রী, নিউ টাউনের বিধায়ক শ্রী পীযূষ কানোরিয়া সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এইদিন সাংবাদিক সম্মেলনের সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ বছরের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এরপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত ১২ বছরে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হওয়া উন্নয়নের কথা তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল গরিব কল্যাণ, সুশাসন, রাষ্ট্র নির্মাণ এবং দেশের ঐতিহ্য রক্ষা করে উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তিনি দাবি করেন, গত এক দশকে পরিকাঠামো উন্নয়ন, জাতীয় সড়ক নির্মাণ, রেল আধুনিকীকরণ, বিমানবন্দর সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, প্রধানমন্ত্রী অন্ন সুরক্ষা যোজনা, জল জীবন মিশন, পিএম কিষাণ সম্মান নিধি, প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর প্রকল্পসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির উল্লেখ করেন। পাশাপাশি নারী ক্ষমতায়ন, ডিজিটাল পরিষেবা সম্প্রসারণ, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের সাফল্যের দাবি করেন।

বক্তব্যে দেশের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রসঙ্গ তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, গত ১২ বছরে জাতীয় সড়ক, রেলপথ ও বিমানবন্দর পরিকাঠামোয় উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেছে। একই সঙ্গে 'মেক ইন ইন্ডিয়া', উৎপাদনভিত্তিক প্রণোদনা PLI প্রকল্প, ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা এবং নবীকরণযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতির কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও পুনর্জাগরণের প্রসঙ্গে অযোধ্যার রামমন্দির, কাশী বিশ্বনাথ করিডোর, মহাকাল লোক ও কেদারনাথ ধামের পুনর্নির্মাণের বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেন।

রাজ্যে বিজেপি সরকারের এক মাস পূর্তি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের ফলে পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় বিভিন্ন প্রকল্প ও সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত হচ্ছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীদের সফর, চুক্তি স্বাক্ষর এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণের কাজ চলছে বলেও তিনি জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্য পূরণে সকলের সহযোগিতার আহ্বান জানানো জানানো হয়। বাংলার জনগণের ওপরে আস্থা রেখে মুখ্যমন্ত্রী বলেন স্বচ্ছ সরকার তৈরি হবে।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

চাই আইনের শাসন এবং ভারতের সংবিধানের মর্যাদা

চিত্তজিৎ দত্ত

সংবিধানের উর্ধ্বে কোনো রাজনৈতিক চাপ নয়;আইনের শাসন, প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা ও গণতন্ত্রের নতুন পরীক্ষাগার। ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামো যত জটিল, ততই তার ভিতরের ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন। এই ভারসাম্যের কেন্দ্রে রয়েছে একটি মৌলিক নীতি;সংবিধান কোনো রাজনৈতিক প্রয়োজন বা প্রশাসনিক সুবিধার অধীন হতে পারে না। সাম্প্রতিক এক পর্যবেক্ষণে এলাহাবাদ হাইকোর্ট যে কঠোর ভাষায় উত্তরপ্রদেশ পুলিশকে সতর্ক করেছে, তা শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক নির্দেশ নয়, বরং ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত কাঠামোর প্রতি একটি গভীর স্মারক হিসেবে উঠে এসেছে। আদালতের স্পষ্ট বার্তা ছিল, কোনো রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা তাৎক্ষণিক প্রশাসনিক চাপের অজুহাতে সংবিধানিক শাসন ব্যবস্থাকে জিম্মি করা যাবে না।

এই মন্তব্যের গভীরতা বুঝতে হলে আমাদের প্রথমে দেখতে হবে রাষ্ট্রের কাঠামোর মৌলিক দর্শন কোথায় দাঁড়িয়ে। সংবিধান কেবল আইন নয়, এটি একটি নৈতিক চুক্তি;রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যে, ক্ষমতা ও দায়িত্বের মধ্যে, শাসক ও শাসিতের মধ্যে। যখনই এই চুক্তির ভারসাম্য নড়ে ওঠে, তখনই গণতন্ত্র তার আত্মাকে হারাতে শুরু করে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের এই পর্যবেক্ষণ তাই কেবল একটি মামলার প্রতিক্রিয়া নয়, বরং একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক বাস্তবতার দিকে নির্দেশ করে, যেখানে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত অনেক সময় রাজনৈতিক চাপের ছায়ায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

ভারতের মতো বৃহৎ গণতন্ত্রে প্রশাসন এবং রাজনীতির সম্পর্ক সবসময়ই সূক্ষ্ম ভারসাম্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। পুলিশের মতো একটি প্রতিষ্ঠান, যা মূলত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী, অনেক সময় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নকারী হিসেবে কাজ করে বলে অভিযোগ ওঠে। এই অবস্থানই প্রশ্ন তোলে;রাষ্ট্রযন্ত্র কি তার সাংবিধানিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারছে, নাকি ধীরে

ধীরে রাজনৈতিক বাস্তবতার অধীন হয়ে পড়ছে?

এলাহাবাদ হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ এই প্রশ্নকেই আরও তীক্ষ্ণ করে তোলে। আদালত যখন বলে যে কোনো রাজনৈতিক প্রয়োজন সংবিধানিক শাসনকে জিম্মি করতে পারে না, তখন আসলে এটি একটি সতর্কবার্তা দেয় যে প্রশাসনিক যন্ত্র যদি রাজনৈতিক নির্দেশের অতিরিক্ত প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে, তাহলে আইনের শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। আর আইনের শাসন দুর্বল হওয়া মানে গণতন্ত্রের ভিত্তি নড়ে যাওয়া।

এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা। পুলিশের ভূমিকা সবসময়ই হওয়া উচিত আইনের প্রতি আনুগত্য, কোনো রাজনৈতিক শক্তির প্রতি নয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, অনেক সময় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। কখনো তা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের চাপ, কখনো তা ক্ষমতার কেন্দ্রের প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা, আবার কখনো তা ক্যারিয়ার বা পদোন্নতির বাস্তবতা। এই সবকিছু মিলেই তৈরি হয় এক ধরনের জটিল চাপ, যেখানে সংবিধানিক আদর্শ অনেক সময় পিছনে পড়ে যায়। হাইকোর্টের এই মন্তব্য তাই শুধু একটি প্রশাসনিক নির্দেশ নয়, বরং এক ধরনের নৈতিক পুনর্বিন্যাসের আহ্বান। এটি মনে করিয়ে দেয় যে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি অংশ;বিশেষ করে আইন প্রয়োগ কারী সংস্থা;তাদের প্রথম এবং শেষ দায়িত্ব হলো সংবিধানের প্রতি আনুগত্য। কোনো রাজনৈতিক পরিস্থিতি সেই দায়িত্বকে অতিক্রম করতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে গণতন্ত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো বিচারব্যবস্থা। বিচারব্যবস্থা শুধুমাত্র বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যম নয়, এটি সংবিধানের অভিভাবক। যখন প্রশাসনিক ব্যবস্থা তার সীমা অতিক্রম করে, তখন বিচারব্যবস্থা সেই সীমা পুনঃনির্ধারণ করে দেয়। এলাহাবাদ হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ সেই ভূমিকারই প্রতিফলন, যেখানে আদালত কেবল আইন ব্যাখ্যা করছে না, বরং রাষ্ট্রের নৈতিক সীমারেখাও পুনরায় চিহ্নিত করছে।

তবে এই ধরনের পর্যবেক্ষণ আমাদের আরও বড় একটি প্রশ্নের দিকে নিয়ে যায়;গণতন্ত্রে ক্ষমতার ভারসাম্য কি সত্যিই সমানভাবে বজায় রাখা সম্ভব? কারণ বাস্তব রাজনীতিতে ক্ষমতা সবসময়ই কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা দেখায়। প্রশাসন, পুলিশ এবং নীতি নির্ধারণের কাঠামো যখন একক রাজনৈতিক ইচ্ছার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন সংবিধানিক আদর্শ চাপের মুখে পড়ে। এই চাপ কখনো প্রকাশ্য, কখনো সূক্ষ্ম, আবার কখনো নীরব প্রভাবের মাধ্যমে কাজ করে।

এই বাস্তবতায় আদালতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ বিচারব্যবস্থা এমন এক স্থান, যেখানে রাষ্ট্রের বিভিন্ন শক্তি নিজেদের সীমা পুনরায় নির্ধারণ করতে বাধ্য হয়। এলাহাবাদ হাইকোর্টের মন্তব্য সেই সীমা নির্ধারণেরই একটি উদাহরণ, যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে প্রশাসনিক সুবিধা বা রাজনৈতিক পরিস্থিতি কখনোই সংবিধানের উর্ধ্বে হতে পারে না।

এই পর্যবেক্ষণ আরও একটি গভীর সত্যকে সামনে আনে, সেটি হলো গণতন্ত্রের ভঙ্গুরতা। গণতন্ত্র শক্তিশালী বলে মনে হলেও তার ভিত অনেক সময় নীরবে ক্ষয় হতে থাকে, বিশেষ করে যখন প্রতিষ্ঠান গুলো ধীরে ধীরে তাদের নিরপেক্ষতা হারাতে শুরু করে। পুলিশ প্রশাসন যদি রাজনৈতিক চাপের অধীনে কাজ করে, তাহলে নাগরিকের আস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর আস্থা হারানো মানেই রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসের সংকট।

এই সংকট শুধু আইনগত নয়, এটি সামাজিকও। সাধারণ মানুষ যখন দেখে যে আইন প্রয়োগে সমতা নেই, তখন তাদের মধ্যে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়। এই বিচ্ছিন্নতা দীর্ঘমেয়াদে গণতন্ত্রের প্রতি অনাস্থা তৈরি করে, যা কোনো আইন বা আদালতের রায় একা দূর করতে পারে না।

এখানেই এলাহাবাদ হাইকোর্টের মন্তব্যের প্রকৃত গুরুত্ব। এটি শুধু একটি প্রশাসনিক নির্দেশ নয়, বরং একটি গণতান্ত্রিক সতর্কতা।

শহিদ দীনেশ চন্দ্র মজুমদার

শঙ্করলাল কর্মকার

স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং অগ্নিযুগের বিপ্লবী ৯ জুন, ১৯৩৪ শহিদ হওয়ার দিন। বিপ্লবী অনুজাচরণ সেনের মাধ্যমে যুগান্তর বিপ্লবী দলে যোগদান করেন দীনেশচন্দ্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সময় বালেশ্বরের গুপ্ত ঘাঁটির পরিচালক শৈলেশ্বর বোস যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হলে অনুজাচরণ রাত জেগে সেবা করেন। এরপর দলনেতার নির্দেশে তিনি বগুড়া

ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় বিপ্লবী সংগঠনের কাজে বর্তী হন। লাঠি খেলার শিক্ষক হিসেবে ছাত্রী সংঘ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন।

টেগার্ট হত্যা চেষ্টা এবং ডালহৌসী স্কোয়ার বোমা মামলা ঃ ১৯৩০ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে অনুজাচরণ সেন ও দীনেশচন্দ্র মজুমদার অত্যাচারী কুখ্যাত চার্লস টেগার্ট-এর গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করেন। টেগার্ট বেঁচে যান কিন্তু দীনেশ মজুমদার ধরা পড়েন। অনুজাচরণ ঘটনাস্থলেই মারা যান। বিচারে দীনেশ মজুমদারের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। এই উপলক্ষে পুলিস বহু বাড়ি খানাতল্লাশ করে এবং বহু লোককে গ্রেপ্তার করে। এই সম্পর্কে শোভারানি দত্ত, কমলা দাশগুপ্ত, শৈলরাণী দত্ত, ডা. নারায়ণ রায়, ভূপালচন্দ্র বসু, অদ্বৈত দত্ত, অম্বিকা রায়, রসিকলাল দাস, সতীশ ভৌমিক, সুরেন্দ্র দত্ত, রোহিণী অধিকারীসহ অনেকে ধৃত হন। বিচারে নারায়ণ রায় ও ভূপাল বসু ১৫ বছরের দ্বীপান্তর, সুরেন্দ্র দত্ত ১২ বছর, রোহিণী ৫ বছর ও সতীশ ২ বৎসর কারাদণ্ডপ্রাপ্ত হন এবং অন্যান্য সকলে মুক্তি পান। তারা সকলেই তরুণ বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন। ১৯৩২ সালে মেদিনীপুর জেল থেকে অপর দুই বিপ্লবীসহ পালাবার সময় পা ভাঙা সত্ত্বেও দীনেশচন্দ্র আত্মগোপনে সমর্থ হন। আত্মগোপনকালে কুলির কাজও করেছেন। অবশেষে চন্দননগরে তাকে আশ্রয় দেন বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র ঘোষ। ওয়াটসন হত্যা চেষ্টা ও কুইন হত্যা ঃ- ১৯৩২ সালে তার নেতৃত্বাধীনে দুবার ওয়াটসন হত্যার চেষ্টা হয়। চন্দননগরের পুলিস কমিশনার কুইনের নেতৃত্বে একদল পুলিস বিপ্লবীদের তাড়া করলে দীনেশের গুলিতে কুইন নিহত হন এবং তিনি বিপ্লবীদের নিয়ে আত্মগোপন করেন। দলের পুনর্গঠন ও কর্নওয়ালিস স্ট্রিট খণ্ডযুদ্ধ অংশ গ্রহণ করেন দীনেশ। ১৯৩৪ এর ৯ জুলাই তাঁর ফাঁসি হয়। এই দিন প্রবল জ্বরে ভুগছিলেন।

নানুরে অশান্তির জেরে ভাঙচুর, বোমাবাজিরও অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১৩ জুন ঃ পারিবারিক অশান্তির জেরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি বীরভূম জেলার নানুরের কুমিরা গ্রামে। শুক্রবার রাতের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রের খবর, কুমিরা গ্রামের বাসিন্দা সুবীর প্রধান বছর দু'য়েক আগে বিয়ে করেন গ্রামেরই এক তরুণীকে। সুবীর জানান, বিয়ের পরেই তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গে অশান্তি শুরু হয়। শেষমেষ গত বৃহস্পতিবার আইনি প্রক্রিয়া মেনে বিবাহ বিচ্ছেদও হয় বলে জানান তিনি। সুবীরের অভিযোগ, শুক্রবার মধ্যরাতে তাঁর প্রাক্তন স্ত্রীর বাবা হারাধন পাল লোকজন নিয়ে তাঁর বাড়িতে এসে বোমাবাজি, ভাঙচুর করেন, এমনকি তাঁর কাকার খড়ের গাদা ও পিসিমার একটি গোয়ালঘরের ছাউনিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, অভিযুক্ত হারাধন পাল সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করেন, বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। গত রাতের ঘটনা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। তাঁর বিরুদ্ধে তোলা সমস্ত অভিযোগ মিথ্যে। রাতেই নানুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়, দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণেও আনে।

তরুণীর দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৩ জুন ঃ বিয়ের আর মাত্র একদিন বাকি ছিল। বাড়িতে চলছিল শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। কিন্তু তার আগেই প্রেমিকের সঙ্গে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় এক তরুণীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের জামগড়া এলাকায়। শনিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা একটি গাছ থেকে এক যুবক ও এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম বিউটি বাগদি (১৯) ও সুকুমার বাগদি (২৩)। বিউটির বাড়ি জামগড়া এলাকায় এবং সুকুমারের বাড়ি অণ্ডালের দক্ষিণখণ্ডে। স্থানীয় সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তবে সুকুমার বিবাহিত হওয়ায় পরিবারের পক্ষ থেকে বিউটির বিয়ে অন্যত্র ঠিক করা হয়। রবিবার বিউটির বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। বিউটির আত্মীয় বিধান বাগদি জানান, দীর্ঘদিনের সম্পর্ক থাকলেও পারিবারিক কারণে বিউটির বিয়ে অন্যত্র স্থির করা হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যার ঘটনা বলে মনে করা হলেও, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই ঘটনার প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে পুলিশের অনুমান। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে দুই পরিবার ও গোটা এলাকাজুড়ে।

রেগুলেটেড মার্কেট পরিদর্শনে মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ জুন ঃ শিলিগুড়ির রেগুলেটেড মার্কেটের পরিকাঠামো ও পরিষেবা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে শনিবার সকালে বাজার পরিদর্শনে যান শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সংশ্লিষ্ট দফতরের একাধিক আধিকারিক। বাজারের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখার পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন মন্ত্রী। ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁরা কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, তা জানতে চান তিনি। ব্যবসায়ীরাও বাজারের নিকাশি ব্যবস্থা, পরিকাঠামোর উন্নয়ন, পরিষেবা সংক্রান্ত নানা অসুবিধার কথা মন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন। ব্যবসায়ীদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনার পর শঙ্কর ঘোষ তাঁদের সমস্যার দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন। তিনি জানান, রেগুলেটেড মার্কেটের সার্বিক উন্নয়ন এবং ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষায় রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বাজারের পরিকাঠামো আরও উন্নত করতে সংশ্লিষ্ট দফতরের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান। মন্ত্রী বলেন, ব্যবসায়ীদের সুবিধা নিশ্চিত করা এবং বাজারের পরিবেশ আরও উন্নত করাই প্রশাসনের মূল লক্ষ্য। এদিনের পরিদর্শনকে ঘিরে ব্যবসায়ীদের মধ্যেও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন, মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে দীর্ঘদিনের বিভিন্ন সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে এবং বাজারের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

'মডেল ভিলেজ'-এর হাত ধরে বিশ্বমঞ্চে পুনরায় উজ্জ্বল হতে চলেছে দার্জিলিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ১৩ জুন ঃ একসময় দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে দার্জিলিং ছিল স্বপ্নের ঠিকানা। পাহাড়ের অপরূপ সৌন্দর্য, চা-বাগানের সবুজ বিস্তার এবং মেঘের রাজ্যে হারিয়ে যাওয়ার আকর্ষণে প্রতিবছর হাজার হাজার পর্যটক ছুটে আসতেন এখানে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবহণ সমস্যা, দুর্বল পরিকাঠামো, গ্রামীণ এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব এবং কিছু নীতিগত ত্রুটির কারণে পর্যটকদের একাংশের আগ্রহ কমতে শুরু করে।

ফলে পর্যটননির্ভর পাহাড়ি অর্থনীতিতেও তার প্রভাব পড়ে। তবে এবার সেই পরিস্থিতি বদলানোর লক্ষ্যেই নতুন পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে সরকার। পাহাড়ের বিস্তীর্ণ অংশ এখনও পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত অঞ্চলে পর্যাপ্ত রাস্তা, নিকাশি, পানীয় জল ও অন্যান্য নাগরিক পরিষেবার অভাব দীর্ঘদিনের সমস্যা। এর ফলে যেমন স্থানীয় বাসিন্দারা ভোগান্তির মুখে পড়েছেন, তেমনই পর্যটকদেরও নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অথচ দার্জিলিং, কার্শিয়াং ও কালিম্পংয়ের বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রামে গড়ে উঠেছে অসংখ্য মনোরম হোম স্টে ও ফার্মস্টে, যা প্রকৃতিপ্রেমী পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র হতে পারত। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় অনেক পর্যটক একবার যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার আর ফিরতে আগ্রহ দেখান না। এই পরিস্থিতি বদলাতে ইতিমধ্যেই পাহাড়ের বিধায়ক ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। সূত্রের খবর, পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে পাহাড়ের গ্রামীণ এলাকায় একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প শুরু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ রাস্তা, নিকাশি, পানীয় জল, পর্যটন অবকাঠামো এবং স্থানীয় কর্মসংস্থানের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। পাশাপাশি আগামী বাজেটে পাহাড়ি অঞ্চলের গ্রামীণ উন্নয়ন ও পর্যটন শিল্পের জন্য বিশেষ বরাদ্দের সম্ভাবনাও উজ্জ্বল বলে মনে করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে লোকাল ১৮ বাংলার মুখোমুখি হয়ে কার্শিয়াংয়ের বিধায়ক সোনাম লামা বলেন, বর্তমানে পাহাড়ের গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নই আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। পর্যটনের নতুন দিগন্ত খুলতে মডেল ভিলেজ প্রকল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেকটি গ্রামের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে তুলে ধরে সেগুলিকে পর্যটনের মানচিত্রে তুলে আনার পরিকল্পনা রয়েছে। এর ফলে শুধু পর্যটনই নয়, স্থানীয় মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথও আরও সুগম হবে। পাহাড়ের ভবিষ্যত উন্নয়নের রূপরেখায় 'মডেল ভিলেজ' ধারণাকে অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে দেখা হচ্ছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রতিটি গ্রামকে আলাদা পরিচয়ে গড়ে তুলে সেখানে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়ানো হবে। উন্নত রাস্তা, পরিষেবা ও পর্যটনবান্ধব পরিবেশ তৈরি হলে হোমস্টে, ফার্মস্টে, স্থানীয় হস্তশিল্প এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রসার ঘটবে। দীর্ঘদিন পর আবারও নতুন পরিচয়ে বিশ্ব পর্যটনের মানচিত্রে নিজের হারানো জৌলুস ফিরে পেতে চলেছে পাহাড়ের রানি দার্জিলিং- এমনটাই আশা পাহাড়বাসীর।

পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশন হাসনাবাদ-বারাসত ইএমইউ লোকাল ট্রেন চালু করছে

কলকাতা, ১৩ জুন ঃ অফিস বা কাজের সময়ের ভিড় সামাল দিতে এবং নিত্যযাত্রীদের যাতায়াত আরও সুবিধাজনক করে তুলতে, পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশন একটি নতুন হাসনাবাদ-বারাসত লোকাল ট্রেন চালু করার এবং একটি বিদ্যমান শিয়ালদহ-বারাসত লোকাল ট্রেনকে হাসনাবাদ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পরিষেবাগুলি ১৫.০৬.২০২৬ (সোমবার) থেকে কার্যকর হবে। পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও, যাত্রীদের চাহিদা ও যাতায়াতের ধরন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করার পরেই যাত্রী-কেন্দ্রিক এই উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে। শহরতলির যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে, শিয়ালদহ-বারাসত-হাসনাবাদ রুটে একটি অতিরিক্ত নিয়মিত ইএমইউ পরিষেবা চালু করা হচ্ছে। ৩৩৩২৮ হাসনাবাদ-বারাসত লোকাল ট্রেনটি হাসনাবাদ থেকে ১৫.২০-এ ছাড়বে এবং ১৬.৩৯-এ বারাসত পৌঁছাবে। পাশাপাশি, পূর্ব রেল ৩৪৩৩১ আপ শিয়ালদহ-বারাসত লোকাল ট্রেনটির পরিষেবা হাসনাবাদ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ৩৪৩৩১ শিয়ালদহ-হাসনাবাদ লোকাল ট্রেনটি যথারীতি শিয়ালদহ থেকে ০৮.৫৮-এ ছেড়ে ১১.০৬-এ হাসনাবাদ পৌঁছাবে, যার ফলে এই ব্যস্ত শহরতলি রুটে যাতায়াতকারী যাত্রীদের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ও আরও সুবিধাজনক হবে।

গ্যাস ট্যাঙ্কারে ধাক্কা মাছের পিকআপ ভ্যানের! মৃত বীরভূমের বাসিন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৩ জুন ঃ কৃষ্ণনগর পালপাড়া মোড় এলাকায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু গুরুতর আহত একাধিক, আহতদের উদ্ধার করে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

নদীয়ার জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একজনের ঘটনায় আহত একাধিক। স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ঘটনাটি ঘটেছে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পালপাড়া মোড় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর। দুটি গাড়িই বহরমপুরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল, সেই সময় গ্যাস বোঝাই গাড়ির পিছনে এসে সজোরে ধাক্কা মারে মাছ বোঝাই পিকআপ ভ্যান। ধাক্কার তীব্রতা এতটাই বিভস ছিল গাড়ি থেকে ছিটকে পরে অনেকে পিকআপ ভ্যানের সামনের অংশ দুমড়ে মুছড়ে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তার মৃত্যু হয়। মৃতের বাড়ি বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বরে বলে জানা গেছে হাসপাতাল সূত্র মারফত। ঘটনায় আহত একাধিক। দুর্ঘটনার ফলে ওই এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক। পরবর্তীতে কোতোয়ালি থানার পুলিশ এবং এলাকার স্থানীয় লোকজন এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা যায়, পিকআপ ভ্যানটিতে মাছ বোঝাই ছিল। বীরভূম থেকে নৈহাটিতে এসেছিল মাছ নিতে। ফিরে যাওয়ার পথে এই ঘটনা ঘটে। যদিও গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালী থানার পুলিশ। উল্লেখ্য সময় যত এগোচ্ছে ততই বাড়ছে পথ দুর্ঘটনা জাতীয় সড়কে। কখনও ছোট কিংবা অন্যান্য ধীরগতি যানবাহন জাতীয় সড়কের চলাচলের ফলে কিংবা কখনও পথচারীদের অসতর্কভাবে রাস্তা পারাপারে এবং সব থেকে বেশি মাথায় দুর্ঘটনা ঘটছে অতিরিক্ত গতির কারণে নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে গাড়ি চালানোর জন্যই। প্রশাসন থেকে একাধিকবার সতর্কবাণী দেওয়ার পরেও হুশ ফিরছে না একশ্রেণীর চালক ও পথচারীদের, যেই কারণেই আজকে আবারও এই দুর্ঘটনা।

মেন্দিপথার স্টেশনে স্থাপিত ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম-এর নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ আরএন-এসটি-০২-২০২৬-২৭, তারিখঃ ১১-০৬-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** রঙিয়া ডিভিশনের মেন্দিপথার স্টেশনে স্থাপিত মেধা নির্মিত ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম-এর নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি। টেন্ডার মূল্যঃ ৩১,২৩,৪৮২.৪০/- টাকা; বায়নার ধনঃ ৬২,৫০০.০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৭-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং ০৭-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় সিনি. ডিএসটিই/রঙিয়া কার্যালয়ে **খুলবে**। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি)/রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
3rd Corrigendum Notice of
Tender No : SE(EB)/W&S/KMDA/T-01 of 2026-27
With reference to above NIT the following change has been made. Please read Bid summission end date & time is 25.06.2026 at 06:00 PM in palce of 15.06.2026 at 06:00 PM., for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites. (KMDA-116)
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in ICA- T10087(1)/2026

মুর্শিদাবাদের সরকারি অফিসে বিধ্বংসী আগুন

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৩ জুন ঃ আবারও একবার রাজ্যের একটি সরকারি অফিসে আগুন লাগার ঘটনা ঘটলো। শনিবার ছুটির দিনের সকালে মুর্শিদাবাদের সুতি-২ নম্বর ব্লকের রেজিস্ট্রি অফিসে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনায় আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেল বহু গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি। তবে বিধ্বংসী আগুন রেজিস্ট্রি ভবনটি গ্রাস করার আগে দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে এই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে । প্রসঙ্গত সম্প্রতি, কলকাতার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাসকের অফিস সংলগ্ন জেলা পরিষদ অফিসের বেশ কয়েকটি তলায় বিধ্বংসী আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। এই আগুন লাগার ঘটনায় ওই অফিসে থাকা বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি পুড়ে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এর পাশাপাশি ওই জেলা পরিষদে অবস্থিত জাহাঙ্গীর শেখের মত আরও একাধিক পদাধিকারীর অফিসে থাকা গুরুত্বপূর্ণ নথিও পুড়ে গেছে। অনেকেরই অনুমান, তৃণমূল জামানায় হওয়ার বিভিন্ন দুর্নীতির নথি লোপাট করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে জেলা পরিষদের অফিসে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের অফিসে আগুন লাগার ঘটনার রেশ কাটার আগেই ফের একবার মুর্শিদাবাদ জেলায় আরও একটি সরকারি ভবনে আগুন লাগায় শোরগোল পড়ে গেছে সরকারি মহলে । প্রশাসনের শীর্ষ স্তর থেকে ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে দমকল দপ্তরের আধিকারিকদের প্রাথমিক ভাবে অনুমান শর্ট সার্কিটের কারণে অফিসের কোনও বৈদ্যুতিন যন্ত্রাংশ থেকে আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটেছে । সাত সকালে বন্ধ থাকা সরকারি অফিসে আগুন লাগার ঘটনায় ওই অফিসের মধ্যে থাকা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি সহ বেশ কয়েকটি কম্পিউটার, স্ক্যানার মেশিন পুড়ে গেছে বলে জানা গেছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর পর দমকল দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি অফিসের মধ্যে থাকা ক্যাশ কাউন্টারের কাছ থেকেই প্রথম আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এরপর সেই আগুন

আশেপাশের বেশ কিছুটা অংশ ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনায় সরকারি অফিসের ভিতরে থাকা স্ক্যানার মেশিন, বায়োমেট্রিক যন্ত্র এবং ক্যাশ কাউন্টারের বড়সড় ক্ষতি হয়েছে। দমকল সূত্রে আরও জানা গেছে, আগুন লাগার ঘটনায় ওই অফিসের মধ্যে থাকা বেশ কিছু সরকারি নথিও সম্পূর্ণ পড়ে গেছে । শৈলেশ দাস নামে ওই এলাকার এক বাসিন্দা জানান, শনিবার ছুটির দিন থাকায় সরকারি অফিসটি বন্ধ ছিল। কিন্তু তারই মধ্যে আমরা বন্ধ অফিসের ভেতর থেকে ধোঁয়া বার হতে দেখি। এর পরেই দমকলে খবর দেওয়া হয়। তারা এসে অফিসের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে আগুন নেভান। দমকল সূত্রে বলা হয়েছে, আগুন লাগার ঘটনা কীভাবে ঘটেছে তা খতিয়ে দেখার জন্য ফরেনসিক তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে।

হাইকোর্টের নির্দেশে ভাঙা হল মিষ্টির দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চন্দ্রকোনা, ১৩ জুন ঃ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সরকারি ও ব্যক্তিগত (রায়তি) জমি দখল করে নির্মিত একটি মিষ্টির দোকান ভেঙে দিল প্রশাসন। শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের জয়ন্তীপুর এলাকায় বুলডোজার চালিয়ে বেআইনি নির্মাণটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। শনিবার প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘাটাল-চন্দ্রকোনা রাজ্য সড়ক সংলগ্ন পূর্ত দফতরের ৩৬১ বর্গফুট জমি এবং একটি রায়তি জমির ৭১.২৫ বর্গফুট অংশ দখল করে স্থানীয় বাসিন্দা রঞ্জন সিং পাকা নির্মাণ করে মিষ্টির দোকান চালু করেছিলেন। জমির মালিক তথা আইনজীবী কৃষ্ণেন্দু বিকাশ দত্ত অভিযোগ করেন, জমি দখলের পাশাপাশি দোকানের এক্সহস্ট ফ্যানের দুর্গন্ধে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় পড়ছিল তাঁর পরিবার। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় স্তরে সমাধান না হওয়ায় তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। আদালতের নির্দেশে তদন্তের পর গত ২৭ মে বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়। শুক্রবারই পূর্ত দফতর, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর, ব্লক প্রশাসন এবং পুলিশের উপস্থিতিতে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। যদিও অভিযুক্ত রঞ্জন সিংয়ের পরিবার জানিয়েছে, আদালতের নির্দেশ পাওয়ার পর তাঁরা নিজেরাই দোকানের মালপত্র সরিয়ে কাঠামোর একাংশ ভাঙা শুরু করেছিলেন। প্রশাসনের এই পদক্ষেপে সরকারি ও ব্যক্তিগত জমি পুনরুদ্ধার হয়েছে বলে জানা গেছে।

যুবতীকে গণধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার দুই, পলাতক ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৩ জুন ঃ শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া থানা এলাকায় এক যুবতীকে গণধর্ষণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যেই দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। আরও এক অভিযুক্ত পলাতক রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রায় ৩৫ বছর বয়সি ওই যুবতী দীর্ঘদিন ধরে তাঁর বাপের বাড়িতে থাকতেন। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এলাকার কয়েকজন যুবক তাঁকে বাড়ির মধ্যে আটকে রেখে গণধর্ষণ করে। পরে নির্যাতিতা বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানান। পরিবারের পক্ষ থেকে হাড়োয়া থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। অভিযুক্তদের মধ্যে সঞ্জীবাহা ও খোকন কাহার নামে দুই যুবককে রাতেই গ্রেফতার করা হয়েছে। রাজু কাহার নামে আরও এক অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। তবে নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, ঘটনায় মোট চারজন জড়িত ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। নির্যাতিতার শারীরিক পরীক্ষা এবং অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহের কাজ চলছে। ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে পরিবারের সদস্যরা।

গঙ্গার পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বিশেষ উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নবদ্বীপ, ১৩ জুন ঃ গঙ্গা নদীকে দূষণমুক্ত, জীব বৈচিত্র্য রক্ষা করা এবং স্থানীয় মৎস্যজীবীদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন নিশ্চিত করার উদ্দেশে একটি বিশেষ রিভার র‍্যাঞ্চিং কর্মসূচি আয়োজন করা হল। ব্যারাকপুরের ' ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট'এর অধীনে এবং ' মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা' ও জলশক্তি মন্ত্রকের আর্থিক সহযোগিতায় নদীতে মাছ ছাড়ার এই উদ্যোগটি নেওয়া হয়। এই কর্মসূচির আওতায় গঙ্গায় প্রায় ২৬৫ কেজি দেশি রুই, কাতলা, মৃগেল, বাটা এবং কালবাউশ মাছের উন্নত পোনা ছাড়া হয়েছে। পুরো প্রক্রিয়াটি ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ড. প্রদীপ দে এবং 'নমামী গঙ্গে' প্রকল্পের প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর ড. সঞ্জীব কুমার মান্নার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। সেখানে উপস্থিত ইনস্টিটিউটের সিনিয়র সাইন্টিস্ট ড. দিবাকর ভক্ত জানান যে, ২০১৭ সাল থেকে তারা এই ধারাবাহিক কর্মসূচি চালিয়ে আসছেন। গঙ্গার দীর্ঘ অববাহিকায় গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত এ পর্যন্ত প্রায় দেড় কোটি মাছের পোনা ছাড়া হয়েছে। এই মহৎ উদ্যোগের পেছনে মূলত দুটি প্রধান উদ্দেশ রয়েছে। প্রথমত, নদীতে ছাড়া এই মাছগুলি গঙ্গার প্লাঙ্কটন বা শৈবাল জাতীয় উপাদানগুলিকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করবে, যা প্রাকৃতিকভাবেই গঙ্গার জলকে পরিষ্কার ও নির্মল রাখতে সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত, এই মাছগুলি বড় হলে আশেপাশের মৎস্যজীবী ভাই-বোনেরা তা ধরে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন। যা তাদের আর্থিক সমৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখবে। বিজ্ঞানীদের মতে, এই ধরণের ধারাবাহিক উদ্যোগ একদিকে যেমন নদীর প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করবে, ঠিক অন্যদিকে নদীর ওপর নির্ভরশীল প্রান্তিক মানুষদের দীর্ঘমেয়াদী আয়ের পথ সুগম করবে। নদী দূষণের পাশাপাশি কমে যাচ্ছে নদী থেকে মাছের সংখ্যা। যার ফলেই তাঁরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে জানা গেছে।

জঙ্গিপুর-কৃষ্ণনগরের সঙ্গে জুড়বে ঘোজাডাঙা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বসিরহাট, ১৩ জুন ঃ জঙ্গিপুর থেকে বসিরহাট ৪ লেনের সম্ভাবনা, NH-312 উন্নয়নে নতুন গতি আশায় সীমান্তবাসী।

দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পর জঙ্গিপুর-কৃষ্ণনগর- বনগাঁ- বসিরহাট-ঘোজাডাঙা সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত জাতীয় সড়ক NH-312-এর উন্নয়ন নিয়ে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। রাজ্য সরকার এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি ন্যাশনাল হাইওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়া (NHAI)-এর হাতে তুলে দেওয়ায় দ্রুত উন্নয়ন কাজ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা। এলাকাবাসীর আশা, ভবিষ্যতে এই সড়ক চার লেনে উন্নীত হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা আমূল বদলে যাবে। প্রস্তাবিত রুটটি জঙ্গিপুর-ওমরপুর - কৃষ্ণনগর-বনগাঁ-বসিরহাট- ঘোজাডাঙা সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, যার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩২৯.৬ কিলোমিটার। এই সড়ক উন্নত হলে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগণার মধ্যে যাতায়াত আরও দ্রুত ও সহজ হবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত সংযোগ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, বিভিন্ন জেলায় যাতায়াতের সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা, যানজট এবং অতিরিক্ত সময় নষ্ট হওয়া ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। সড়কের উন্নয়ন হলে সেই সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে বলে তাঁদের আশা। এই রাস্তার উন্নয়ন হলে বসিরহাট ও ঘোজাডাঙা সীমান্তের বাণিজ্যিক গুরুত্বও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। উন্নত সড়ক যোগাযোগের ফলে সীমান্ত দিয়ে পণ্য পরিবহণ আরও দ্রুত ও সহজ হবে, যার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে আমদানি-রফতানি ও স্থানীয় অর্থনীতিতে। পাশাপাশি বসিরহাট সীমান্তের সঙ্গে ঝাড়খণ্ড ও বিহারের সড়ক যোগাযোগ আরও মজবুত হবে, ফলে ওই রাজ্যগুলির সঙ্গে পণ্য পরিবহণ, ব্যবসা- বাণিজ্য এবং আন্তঃরাজ্য যোগাযোগের নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরও দ্রুত কাজ শুরুর ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বিষয়ে ইতিবাচক বার্তা পাওয়ায় সীমান্ত এলাকার মানুষের মধ্যে খুশির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, NH-312 উন্নত হলে শুধু যাতায়াত নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, পণ্য পরিবহণ এবং সীমান্তভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও নতুন গতি পাবে। ভবিষ্যতে চার লেনের আধুনিক সড়ক বাস্তবায়িত হলে এই করিডর পূর্ব ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগপথে পরিণত হতে পারে। এখন সকলের নজর একটাই প্রশ্নে- দীর্ঘদিনের জট কাটিয়ে এবার কি সত্যিই বদলে যাবে NH-312-এর চেহারা? উন্নয়নের সেই প্রত্যাশাতেই দিন গুনছেন জঙ্গিপুর থেকে ঘোজাডাঙা সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আইনুল হকের রহস্যমৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ জুন ঃ শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসি দেওয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা তথা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আইনুল হকের রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শনিবার সকালে ফাঁসিদেওয়া এলাকায় নিজের বাড়ি থেকেই তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিক অনুমান। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোক ও স্তব্ধতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আইনুল হক ফাঁসিদেওয়া অঞ্চলের অত্যন্ত সুপরিচিত ও দাপুটে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি বাঁশগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হিসেবেও সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বর্তমানে তিনি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মাধ্যক্ষের পদে আসীন ছিলেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, সম্প্রতি তিনি ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন এবং বেশ কিছুদিন ধরে গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতা ও তার জেরে তৈরি হওয়া মানসিক অবসাদের কারণেই তিনি এই চরম পদক্ষেপ নিয়ে থাকতে পারেন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। তবে মৃত্যুর পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। ঘটনার খবর পেয়েই পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে প্রথমে ফাঁসিদেওয়া হাসপাতালে পাঠায়। সেখান থেকে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। এদিকে প্রিয় নেতার আকস্মিক প্রয়াণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর বাসভবনের সামনে বিপুল সংখ্যক তৃণমূল কর্মী-সমর্থক এবং স্থানীয় মানুষ ভিড় জমাতে শুরু করেন। এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। প্রসঙ্গত, আইনুল হকের রাজনৈতিক জীবন ছিল বেশ বৈচিত্র্যময়। সিপিআই(এম) এবং কংগ্রেসের হাত ধরে তাঁর রাজনৈতিক সফর শুরু হলেও পরবর্তীকালে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন এবং দলের প্রথম সারির নেতা হয়ে ওঠেন। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে সব দিক খতিয়ে দেখে বিশদ তদন্ত শুরু করেছে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
e-TENDER No.: WBPWD/KWSD-II/AE/NIT-04/2026-2027
e-Tender under jurisdiction of Kolkata West Sub-Division-II, PWD is invited from bonafide outsiders having sufficient work experience of similar nature in Government works. Bid Submission Start Date (Online): 16.06.2026 from 13:30 P.M. upto 23.06.2026 upto 12:00 P.M. Tender ID : 2026_WBPWD_5015408_1_5. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in/nicgep/app Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata West Sub-Division-II, N.S. Building.
ICA- T10124(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice of Inviting Tender
Bid reference no. - WBMSCL/NIT-494/2026, Dated-12/06/2026
Supply of Electrical Consumables items for Rampurhat Super Speciality Hospital Building (G+4), Rampurhat, Birbhum. 2nd Call Last date of submission of bid (online) – 24.06.2026 up to 02:00 P.M. The tender document can be downloaded from www.wbtenders.gov.in on or after 16.06.2026 at 12:00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to info@wbmsc.gov.in Sd/- Managing Director, WBMSCL.
ICA- T10106(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
The Executive Engineer Salt Lake Reclamation Division invites one no. online percentage rate basis e-tenders vide Tender ID No. 2026_UDD_1026984_1 BUD&MA/EE/SLRD/NIT-01(e)/2026-27 of EE/SLRD (2nd call) dated 08/06/2026. Value of work is Rs. 4,83,513.00. Start and Last date of submission of bid online are 15/06/2026 and 22/06/2026 upto 13:00 Hrs respectively. All documents can be seen/obtained from the website https://wbtenders.gov.in Detailed information can also be seen in the website https://udma.wb.gov.in and office Notice Board. Sd/- Executive Engineer, Salt Lake Reclamation Division.
ICA- T10100(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE
Please note Bid submission end date (online) is extended to 23.06.2026 up to 14:00 P.M. for the following job "Construction of proposed New building (B+G+9) opposite to Centenary Building within the campus of N.R.S. Medical College and Hospital, Kolkata-------Aditional Air Conditioning work for Ducting, Thermal and acoustic insulation and alied Plumbing works." vide e-tender no. WBPWD/EE-II/CKHED/eNIT-04/26-27 Tender ID : 2026_WBPWD_5014244_1. Detail information/download/upload will be available from the website: http://wbtenders.gov.in & http://pwdwb.in Sd/- Executive Engineer-II, P.W. Dte., Central Kolkata Health Electrical Division.
ICA- T10122(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: KMDA/EM/EE/ED-VII/NIT-03/2026-27
Online tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-VII, EM Sector, KMDA, 14, Raja Manindra Road, Kolkata-700037, from eligible agencies, for the work, Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion, Repairing and overhauling of HT Panel including replacement and servicing of the defective components for 11KV HT switch board at Saltlake Clear Water Pumping Station., Rs.2,05,985/-, Rs.4,120/-, 60 Days from the date of firm order. Last date & time of online Tender submission: 30.06.2026 at 14.00 hours., for details contact the above office or visit both websites. (KMDA-119)
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in ICA- T10089(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER/QUOTATION NOTICE
Executive Engineer, P.W. Dte., Kolkata Electrical Division, invites e-tender for the work of "Triennial maintenance of E.I work of KIT Building, KIT (Annex) Building, Civil Defence Building, Todi Mansion (Department of Internal Audit) 33C.R Avenue (Department Archaeology & Museums) and Lalbazar Fire Station under purview of Ganesh Chandra Avenue Electrical Section, P.W. Dte. NIT no WBPWD/EEKED/eNIT-09/26-27. Tender Id: 2026_WBPWD_5014376_1. Bid submission end date is extended upto 22.06.2026 upto 01:00 P.M. Details of Tender documents incl. Corrigendum, if any will be available at website: http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W. Dte., Kolkata Electrical Division.
ICA- T10130(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
QUOTATION NOTICE
Quotation Invited by the Executive Engineer, PWD, Barrackpur Division, Govt. of W.B. vide NOTICE INVITING QUOTATION - WBPWD/EE/BKPD/NIeQ-04/2026-27 for the work of Day to day operation of pumps motor of Barrackpur Division and Barrackpur Sub-Division-I, II & III, Barrackpore, North 24 Parganas under Barrackpur Division, PW Dte during the year 2026-27 (Sl-1). Day to day operation of pumps motor of Administrative Building, Barrackpore, North 24 Parganas under Barrackpur Division, PWDte during the year 2026-27 (Sl-2). Online Tender Id: 2026_WBPWD_5015430_1 & 2026_WBPWD_5015430_2 Bid Submission start date 12.06.2026 Bid Submission closing date 23.06.2026. Quotationer are requested to visit the website http://etender.wb.nic.in Sd/- Executive Engineer, PWD, Barrackpur Division.
ICA- T10128(2)/2026

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের বিন্নাগুড়ি, ফালাকাটা, ধুবড়ি এবং গোসাইগাঁওহাট রেলওয়ে ষ্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১০৯৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এপি-পিএনইউ

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-এপিডিজে-বিএনভি-টিওআই-৫৭ -২৬-১ (পে এণ্ড ইউজ - টয়লেট)	বিন্নাগুড়ি রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম - ১ এ পে এণ্ড ইউজ টয়লেট
এএ/২	পিএনইউ-এপিডিজে-এফএলকে-টিওআই -৭ -২৬-১ (পে এণ্ড ইউজ - টয়লেট)	ফালাকাটা ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম - ১ এ পে এণ্ড ইউজ টয়লেট
এএ/৩	পিএনইউ-এপিডিজে-ডিবিবি-টিওআই -১৮- ২৬-১ (পে এণ্ড ইউজ - টয়লেট)	ধুবড়ি ষ্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেট
এএ/৪	পিএনইউ-এপিডিজে-জিওজিএইচ-টিওআই-৮-২২-১ (পে এণ্ড ইউজ - টয়লেট)	গোসাইগাঁওহাট ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম - ১ এ পে এণ্ড ইউজ টয়লেট

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৬-০৬-২০২৬ তারিখে ১০.০০ ঘন্টায় এবং **বন্ধ হবেঃ** ১১.০০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম

নিম্নলিখিত রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** পার্কিং-আরএনওয়াই-২৬। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট)ঃ** ২৯-০৬-২০২৬ তারিখের ১২.৪৫ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৯-০৬-২০২৬ তারিখের ১৩.১৫ ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ** ১০৯৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরন
এএ/১	পার্কিং-আরএনওয়াই-জিওই-এমএক্স-৯৯-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	(রঙিয়া ডিভিশনে)র ঘোগরাপাড় স্টেশনের স্টেশন সার্কুলেটিং এলাকায় দু-চাকা, তিন-চাকা ও চার-চাকার জন্য পার্কিং লট।

এই ই-নিলাম ক্যাটালগটি ইতিমধ্যে রেলওয়ে ওয়েবসাইট তথা www.ireps.gov.in -এর ই-নিলাম মডিউলের মাধ্যমে ১১-০৬-২০২৬ তারিখে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

খাবার-দাবার

প্রতিদিন মাত্র ১ কোয়া কাঁচা রসুনেই মিলতে পারে একাধিক স্বাস্থ্য উপকারিতা! জানুন কীভাবে রাখবেন

খাদ্য তালিকায় আমাদের রান্নাঘরে এমন অনেক উপাদান রয়েছে, যেগুলি শুধু খাবারের স্বাদই বাড়ায় না, একই সঙ্গে শরীরকেও সুস্থ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তেমনই এক আশ্চর্য উপাদান হল রসুন। বাঙালি রান্না থেকে শুরু করে বিশ্বের নানা দেশের খাদ্যসংস্কৃতিতে রসুনের ব্যবহার অত্যন্ত জনপ্রিয়। তবে অনেকেই জানেন না, রান্নার স্বাদ বৃদ্ধির পাশাপাশি রসুনকে প্রকৃতির অন্যতম শক্তিশালী সুপারফুড হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিদিন মাত্র একটি কাঁচা রসুনের কোয়া খাওয়ার অভ্যাস শরীরকে নানা ধরনের রোগের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে। বিশেষ করে হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, হজমের সমস্যা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে রসুনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।কেন এত উপকারী রসুন?রসুনে রয়েছে অ্যালিসিন নামের একটি সক্রিয় যৌগ, যা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিভাইরাল এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট গুণে সমৃদ্ধ। রসুন কুচিয়ে বা থেঁতো করার পর এই উপাদান তৈরি হয় এবং শরীরের জন্য কার্যকর হয়ে ওঠে।তাই বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন, কাঁচা রসুন খাওয়ার আগে সেটি কুচিয়ে বা খোসা ছাড়িয়ে অন্তত ১০ মিনিট রেখে দেওয়া উচিত। এতে অ্যালিসিন সম্পূর্ণভাবে সক্রিয় হয় এবং শরীর সর্বোচ্চ উপকার পায়।হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রাখেবর্তমান সময়ে হৃদরোগ একটি ব। উদ্বেগের বিষয়। অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস, মানসিক চাপ এবং শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে হৃদরোগের ঝুঁকি ক্রমশ বাড়ছে। নিয়মিত কাঁচা রসুন খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। একই সঙ্গে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে এবং ধমনির আস্তিতা প্রতিরোধ করতে ভূমিকা রাখে। ফলে হৃদযন্ত্র স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে। অনেক স্বাস্থ্যবিদ সকালে খালি

পেটে একটি কাঁচা রসুনের কোয়া অলিভ অয়েলের সঙ্গে খাওয়ার পরামর্শ দেন।শরীরকে ডিটক্সিফাই করতে সাহায্য করেআমাদের শরীরে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের টক্সিন জমা হয়। যকৃত বা লিভার সেই বিষাক্ত উপাদানগুলোকে শরীর থেকে বের করে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।রসুন লিভারে থাকা বিশেষ উৎসেচকের কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে, যা শরীরের ডিটক্সিফিকেশন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। ফলে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুরক্ষিত থাকে এবং বিপাকক্রিয়া উন্নত হয়। এ জন্য কাঁচা রসুন কুচি করে স্যালাড, সবজি বা স্বাস্থ্যকর ড্রেসিংয়ের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে।হজমশক্তি বৃদ্ধি করেঅনেকেই নিয়মিত গ্যাস, অম্বল, পেট ফাঁপা বা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভোগেন। রসুন এই সমস্যাগুলির মোকাবিলায়ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, রসুন অন্ত্রে উপকারী ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। পাশাপাশি প্রদাহ কমায় এবং হজম প্রক্রিয়াকে আরও সক্রিয় করে তোলে। ফাইবার সমৃদ্ধ খাবারের সঙ্গে একটি কাঁচা রসুনের কোয়া খেলে অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের ঝুঁকি কমে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সহায়কবর্তমানে ডায়াবেটিস একটি সাধারণ কিন্তু জটিল স্বাস্থ্য সমস্যা। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস অত্যন্ত জরুরি। রসুন শরীরকে ইনসুলিন ব্যবহারে সহায়তা করতে পারে এবং গ্লুকোজ বিপাক প্রক্রিয়াকে উন্নত করতে সাহায্য করে। ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে।অনেকে কাঁচা রসুন কুচি করে সামান্য মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খান। যদিও স্বাদ কিছুটা তীব্র লাগতে পারে, তবে এটি শরীরের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়।রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করেঋতু পরিবর্তনের সময়ে সর্দি-কাশি, ভাইরাল সংক্রমণ ও নানা রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। রসুনের অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টিভাইরাল গুণ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা।াতে সাহায্য করতে পারে।নিয়মিত রসুন খাওয়ার অভ্যাস শরীরকে বিভিন্ন সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি জোগায়। পাশাপাশি এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট কোষের ক্ষয় কমাতে এবং বার্ধক্যের প্রভাব ধীর করতে সহায়ক।কীভাবে খাদ্যতালিকায় রাখবেন?রসুন খাওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো সকালে একটি কাঁচা কোয়া চিবিয়ে খাওয়া। তবে যাঁদের কাঁচা রসুনের ঝাঁঝালো স্বাদ পছন্দদ নয়, তাঁরা কয়েকটি বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন-পাতিলেবুর রসের সঙ্গে মিশিয়ে। অলিভ অয়েলে ভিজিয়ে। স্যালাডের সঙ্গে কুচি করে। মধুর সঙ্গে মিশিয়ে।টক দইয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে।সবজি বা স্বাস্থ্যকর স্যুপের সঙ্গে মিশিয়ে। কিছু সতর্কতাযদিও রসুন অত্যন্ত উপকারী, তবে অতিরিক্ত খেলে পেটে জ্বালা, গ্যাস বা অস্বস্তি হতে পারে। যাঁরা রক্ত পাতলা করার ওষুধ খান বা কোনও দীর্ঘমেয়াদি রোগে ভুগছেন, তাঁদের নিয়মিত কাঁচা রসুন খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় সামান্য রসুন যোগ করেই শরীরের সামগ্রিক সুস্থতা বজায় রাখা সম্ভব। সহজলভ্য এই প্রাকৃতিক উপাদানটি সত্যিই স্বাস্থ্যরক্ষায় এক অসাধারণ উপহার। রসুন শুধু রান্নার স্বাদ ও গন্ধ বাড়ানোর উপাদান নয়, এটি প্রকৃতির দেওয়া এক শক্তিশালী স্বাস্থ্যরক্ষকও বটে। প্রতিদিন মাত্র একটি কাঁচা রসুনের কোয়া খাওয়ার অভ্যাস হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখা, হজমশক্তি বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করা এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়ক হতে পারে। এছাড়াও শরীরকে বিষমুক্ত রাখতেও এবং সামগ্রিক সুস্থতা বজায় রাখতেও রসুন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।তবে সর্বোচ্চ উপকার পেতে রসুন সঠিকভাবে খাওয়া জরুরি। কুচিয়ে বা খোসা ছাড়ানোর পর কিছুক্ষণ রেখে খেলে এর উপকারী উপাদান আরও কার্যকর হয়ে ওঠে। পাশাপাশি অতিরিক্ত না খেয়ে পরিমিত মাত্রায় খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করাই সবচেয়ে ভালো।স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য দামি সুপারফুডের প্রয়োজন নেই। আমাদের রান্নাঘরে সহজেই পাওয়া যায় এমন রসুনের মতো সাধারণ উপাদানই হতে পারে সুস্থ জীবনের অন্যতম চাবিকাঠি। তাই দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে সামান্য পরিবর্তন এনে প্রতিদিন একটি কাঁচা রসুনের কোয়া যোগ করুন, আর উপভোগ করুন প্রাকৃতিকভাবে সুস্থ ও প্রাণবন্ত থাকার সুফল।

বিশ্বের শীর্ষ ৫ বিজ্ঞানীর ২০২৫ এর স্বীকৃতি পেলেন প্রফেসর (ডা.) প্রণব কুমার ভট্টাচার্য

'নিজস্ব সংবাদদাতা, কলককাতা, ১৩ জুন ঃ তারিখ জ্ঞানচর্চার পথ কখনও সহজ নয়। অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, গবেষণার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং মানবকল্যাণে বিজ্ঞানের প্রয়োগ-এই চার স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে যে মানুষ আজীবন নিজের কর্মজীবনকে নির্মাণ করেছেন, তিনি হলেন WBMES ক্যাডার থেকে ২০২১ সালে অবসর প্রাপ্ত প্রখ্যাত প্যাথলজিস্ট, শিক্ষক , গবেষক ও পশ্চিম বঙ্গের হেলথ ডিপার্টমেন্ট এর কঠিন প্রশাসক প্রফেসর (ডা.) প্রণব কুমার ভট্টাচার্য। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক গবেষণা মূল্যায়ন সংস্থা SciRank Global-এর ২০২৫ সালের তালিকায় তিনি বিশ্বের শীর্ষ ৫ শতাংশ বিজ্ঞানীর মধ্যে স্থান লাভ করে এক অনন্য সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। SciRank Global-এর প্রকাশিত স্বীকৃতিপত্র অনুযায়ী, কঠোর ও নিরপেক্ষ বিবলিওমেট্রিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ডা. ভট্টাচার্যকে বিশ্বের সেরা গবেষকদের অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁর এই অর্জন শুধু তারই ব্যক্তিগত সাফল্য নয় এটি পশ্চিম বাংলার চিকিৎসা শিক্ষা, গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক মননের এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর ও বটে।দীর্ঘ প্রায় চার দশকেরও বেশি সময় ধরে চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার জগতে সক্রিয় ছিলেন ডা. ভট্টাচার্য। তিনি কলকাতার ঐতিহ্যবাহী স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, আইপিজিএমই অ্যান্ড আর, মেডিকেল কলেজে,মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ, রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব অপথ্যালমোলজি এবং পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রফেসর ও হেড অফ প্যাথলজি হিসেবে অধ্যাপনা, গবেষণা ও প্রশাসনিক দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছেন। তিনি ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন দ্বারা প্যাথলজি তে স্বীকৃত পোস্ট গ্র্যাজুয়েট অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ ও এডভাইজার ছিলেন। অসংখ্য ডি. সি. পি বা এম ডি বা পি এইচ ডি ছাত্রছাত্রী তাঁর হাত ধরে চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বহুমাত্রিক। ৩৫০ এর ওপরে ওনার গবেষণা পত্র, প্যাথলজি, ট্রপিক্যাল মেডিসিন, হেমাটোলজি সংক্রামক রোগ, জনস্বাস্থ্য ও চিকিসা শিক্ষার নানা ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণাপত্র দেশ-বিদেশের স্বীকৃত ও বিখ্যাত ইনডেক্স জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়াও ওনার কাজ রয়েছে তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞান, কসমোলজি, পার্টিকেল ফিজিক্সে। তাঁর কাজ কেবল একাডেমিক পরিসরে সীমাবদ্ধ নয় চিকিৎসা পরিষেবার মানোন্নয়ন ও রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বাস্তব প্রয়োগযোগ্য জ্ঞান সৃষ্টিতেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এ ছাড়াও পশ্চিম বঙ্গের উনি দুটি এন এম সি স্বীকৃত পাবলিক প্রাইভেট মডেলের মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ও ডিন প্রফেসর ও একটি এন এম সি স্বীকৃত মেডিকেল কলেজের এডভাইজার হিসেবে ও সম্প্রতি লন্ডনের আফ্রিকান হেলথ রিসার্চ অর্গানাইজেশন এর ওপেন ইউনিভার্সিটির বিশেষ এডভাইজার হিসেবে কাজ করেছেন। উনি ১৮ টি লাইফ টাইম এচিভমেন্ট পুরস্কার ও দেশ বিদেশের ২২ টি উল্লেখ যোগ্য পুরস্কারও পেয়েছেন। উনি রাইট লাইভলি হুড (অল্টারনেটিভ নোবেল পুরস্কার) ও কর্নেল ইউনিভার্সিটির সিগমা খ্ট এর অ্যাসোসিয়েট মেম্বার এর নমিনেশন পেয়েছিলেন। একজন শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ, আবার একই সঙ্গে ছাত্রদের কাছে ছিলেন অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর সহকর্মীদের মতে, ডা. ভট্টাচার্য গবেষণাকে কখনও পেশা হিসেবে দেখেননি তিনি এটিকে সমাজসেবার এক মহৎ উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এমন এক সময়ে এসেছে, যখন বৈশ্বিক গবেষণা জগতে প্রতিযোগিতা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। বিশ্বের লক্ষ লক্ষ বিজ্ঞানীর মধ্যে স্থান করে নিয়ে শীর্ষ ৫ শতাংশের মর্যাদা অর্জন নিঃসন্দেহে এক বিরল কৃতিত্ব। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, নিষ্ঠা ও মেধার আলো কোনও ভৌগোলিক সীমারেখা মানে না। ডা. প্রণব কুমার ভট্টাচার্যের এই সম্মান বাংলার চিকিৎসক সমাজ, গবেষক মহল এবং সমগ্র রাজ্যের জন্য গর্বের বিষয়। তাঁর এই সাফল্য আগামী প্রজন্মের গবেষকদের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে-যে স্বপ্ন, সাধনা ও সততার সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চেও নিজের স্বাক্ষর অমলিন রাখা যায়। পত্রিকার পরিবারের পক্ষ থেকে প্রফেসর (ডা.) প্রণব কুমার ভট্টাচার্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। তাঁর জ্ঞানসাধনার দীপশিখা আগামী দিনেও চিকিৎসাবিজ্ঞান ও মানবকল্যাণের পথ আলোকিত করুক-এই কামনাই রইল।

নির্বাচনকে ঘিরে উত্তপ্ত পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর! বিক্ষোভের পর কড়া দমননীতি

কাশ্মীরর, ১২ জুন ঃ পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে (পিওকে) রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করছে। আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রশাসন ও নাগরিক সংগঠনগুলির মধ্যে সংঘাত নতুন মাত্রা পেয়েছে। বিরোধী মহলের অভিযোগ, সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দমনে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং আন্দোলনকারীদের উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই আবহেই নাগরিক সংগঠন জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি (জেএএসি)-র চার নেতার বিরুদ্ধে পুরস্কার ঘোষণা করেছে প্রশাসন, যা নিয়ে শুরু হয়েযছে নতুন বিতর্ক। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ২৭ জুলাই পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক পরিবেশ ইতিমধ্যেই উত্তপ্ত। বিরোধী সংগঠনগুলির দাবি, সরকারের নীতির বিরুদ্ধে জনমত ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। সেই পরিস্থিতিতে প্রশাসন বিরোধী কণ্ঠস্বরকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে কয়েক সপ্তাহ আগে নাগরিক সমাজের সংগঠন জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি (জেএএসি)-র কার্যকলাপের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। প্রশাসনের দাবি, সংগঠনের কিছু কার্যকলাপ জনশৃঙ্খলার জন্য হুমকি হয়ে উঠছিল। তবে জেএএসি এই অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছে, তারা শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষেই কাজ করছে। নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে মঙ্গলবার জেএএসি ধর্মঘট ও বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেয়। বিভিন্ন শহরে বিপুল সংখ্যক মানুষ রাস্তায় নেমে আসেন। বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তেই নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করতে নিরাপত্তা বাহিনী কঠোর বলপ্রয়োগ করেছে। সংঘর্ষ ও সহিংসতার ঘটনায় বহু মানুষ হতাহত হয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে। যদিও হতাহতের প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য সামনে এসেছে এবং স্বাধীনভাবে সব তথ্য যাচাই করা সম্ভব হয়নি। বিক্ষোভের পর প্রশাসন আরও কড়া অবস্থান গ্রহণ করেছে বলে জানা যাচ্ছে। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জেএএসি-র কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগ, তারা ভিডিও ও অডিও বক্তব্যের মাধ্যমে রাষ্ট্রবিরোধী প্রচার চালিয়েছেন এবং জনসাধারণকে উসকানি দিয়েছেন। তবে সংশ্লিষ্ট নেতারা এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন।

এদিকে আন্দোলনের সামনের সারিতে থাকা চার নেতা-শওকত নওয়াজ মীর, উমর নাজির কাশ্মীরি, খাজা মেহরান আরশাদ এবং সরদার আমান খানের বিরুদ্ধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যেকের তথ্য দিলে এক কোটি টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে বলে দাবি করা হয়েছে। এই পদক্ষেপকে বিরোধী মহল রাজনৈতিক প্রতিহিংসা হিসেবে বর্ণনা করেছে।

শুধু তাই নয়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিভিন্ন এলাকায ইন্টারনেট পরিষেবা সীমিত বা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। একাধিক শহরে দোকানপাট বন্ধ রয়েছে এবং রাস্তায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে পাকিস্তান রেঞ্জার্স ও পুলিশ বাহিনীর টহল বাড়ানো হয়েছে। এদিকে জেএএসি-র সঙ্গে যুক্ত আইনজীবী নেতা আমজাদ আলির গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আইনজীবী মহলও সরব হয়েছে। তাঁর মুক্তির দাবিতে স্থানীয় বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা ধর্মঘট ও বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, রাজনৈতিক মতপ্রকাশের অধিকারকে দমন করা হলে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে মানবাধিকার সংগঠনগুলিও। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে বলপ্রয়োগ-এই সব বিষয় নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলেও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। যদিও পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই অভিযোগগুলির বিস্তারিত জবাব দেওয়া হয়নি। বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, ততই রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রশাসন ও বিরোধী সংগঠনগুলির মধ্যে সংঘাত যদি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান না হয, তাহলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। ফলে আগামী কয়েক সপ্তাহ পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

জরুরী দাবীগুলি পূরণের আর্জি নিয়ে বাঁকুড়ার স্টেশন ম্যানেজারের কাছে গণ-ডেপুটেশন

বাঁকুড়া, ১৩ই জুন,ঃ বাঁকুড়া গুডস সেডে পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, গুডস সেডে নির্মিত মুটিয়াদের বিশ্রাম শেড ও শৌচাগারকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার দাবীকে সামনে রেখে এবং টোটো চালকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া আড়াই গুণেরও বেশী পার্কিং ফি প্রত্যাহার ও তাদের ওপর আরপিএফ-এর জুলুমবাজী বন্ধের দাবীতে দক্ষিণ পূর্ব রেলের বাঁকুড়ার স্টেশন ম্যানেজারের কাছে এক গণ-ডেপুটেশনে সামিল হলেন মুটিয়া শ্রমিক ও টোটো চালকেরা। রেলওয়ে গুডস সেড থেকে মিছিল করে রেল স্টেশন চত্বর পর্যন্ত মিছিলে শ্রমিকদের সুনির্দিষ্ট দাবীগুলির পাশাপাশি উত্থাপিত হলো - নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী পুরুলিয়া এক্সপ্রেস চালানোর স্বার্থে আলাদা রেকের ব্যবস্থা করা, হাওড়ার সাথে মশাগ্রাম হয়ে ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, বাঁকুড়া স্টেশনের ১নং প্ল্যাটফর্মে অবিলম্বে এসকেলেটার নির্মাণের কাজ শুরু করা ও নির্মীয়মাণ লিফ্‌টগুলির কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা-সহ বাঁকুড়া জেলার রেল সংক্রান্ত জরুরী দাবীদাওয়াগুলিও। এই দাবীগুলি নিয়ে বাঁকুড়ার স্টেশন ম্যানেজারের মাধ্যমে দক্ষিণ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারকেও কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হলো এক পৃথক স্মারকলিপি। ডেপুটেশন দিতে যাওয়ার আগ মিছিলে অংশগ্রহণকারী ও রেল যাত্রীদের কাছে দাবীগুলি ব্যখ্যা করে বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউ নেতা প্রতীপ মুখার্জী। এ ছাড়াও অংশগ্রহণকারীদের অভিনন্ন জানান কৃষক নেতা ষড়ানন পান্ডে। এই ডেপুটেশনের কর্মসূচীতে নেতৃত্ব প্রদান করেন প্রতীপ মুখার্জী, উজ্জ্বল সরকার, ভৃগুরাম কর্মকার, অশোক ব্যানার্জী, দেবু রায়(সিআইটিইউ), ভাস্কর সিংহ(এআইটিইউসি), সুনীল পাত্র(ইউটিইউসি), তপন দাস, সোহরাব মন্ডল, ছোটু দালাল(মুটিয়া মজদুর ইউনিয়ন) প্রমুখ। এক সৌহার্দপূর্ণ আলোচনায় বাঁকুড়ার স্টেশন ম্যানেজার অনিরুদ্ধ দে মুটিয়া শ্রমিক ও টোটো চালকদের স্থানীয় সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানের এবং জেনারেল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে'কে দেওয়া স্মারকলিপিটি দ্রুত পাঠিযে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন। জেলার রেল সংক্রান্ত দাবীপত্রে জেলার কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন সিআইটিইউ, এআইটিইউসি, আইএনটিইউসি, এআইসিসিসিটিইউ, ইউটিইউসি ও টিইউসিসি'র পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত দাবীগুলি উত্থাপন করা হয়। ১। পুরুলিয়া থেকে হাওড়া ভায়া মশাগ্রাম সেকসনে নতুন একাধিক ট্রেন চালু করতে হবে। নতুন ট্রেন চালু না হওয়া পর্যন্ত বাঁকুড়া-মশাগ্রাম সেকসনে চলাচলকারী একটি বা দুটি ট্রেনের যাত্রপথ হাওড়া পর্যন্ত এক্সটেন্ড করতে হবে। ২। যত খুশী লেট করে চলা বা যখন তখন ট্রেন বাতিল করা বন্ধ করে টাইম টেবিল অনুসরণ করেই প্রতিটি ট্রেন চালাতে হবে। ৩। পুরুলিয়া এক্সপ্রেস সময় মতো চালানোর স্বার্থে শুধুমাত্র পুরুলিয়া এক্সপ্রেসের জন্য একটি স্বতন্ত্র রেকের ব্যবস্থা করতে হবে। ৪।রেলওয়ে গুডস সেড-সহ বাঁকুড়া রেল স্টেশনের সমস্ত রিনোভেশন ও সৌন্দর্যায়নের কাজ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ করতে হবে। ১নং প্ল্যাটফর্মে এসকেলেটার বসানোর কাজ অবিলম্বে শুরু করতে হবে এবং তিনটি জায়গাতেই লিফ্‌টবসানোর কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। ৫। বাঁকুড়ার ময়রাবাঁধ ও শ্যামদাসপুরে থমকে থাকা আন্ডারপাশের কাজ অবিলম্বে শুরু করে তা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। আন্ডারপাশ নির্মাণে বাঁকুড়া স্টেশন মোড়ের রেল ফটকে উচ্ছেদ হওয়া গরীব বস্তীবাসী পরিবারগুলির পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। ৬। স্টেশনের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের শৌচাগারগুলি নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে হবে। ৭। বন্ধ হয়ে থাকা ছাতনা-মুকুটমণিপুর রেলপথ নির্মাণের কাজ অবিলম্বে চালু করতে হবে। ৮। সমস্ত জটিলতা দূর করে বিষ্ণুপুর-আরামবাগ সংযোগকারী নির্মীয়মাণ রেলপথের কাজের ময়নাপুর-গোঘাট অংশে রেললাইন বসানোর কাজ দ্রুততার সাথে শেষ করতে হবে। বেলিয়াতোড় থেকে দুর্গাপুর এবং দুর্লভপুর থেকে বাঁকুড়া রেল সংযোগ গড়ে তোলার ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ৯। অবিলম্বে লকডাউনের সময় থেকে বন্ধ থাকা রাজ্য রাণী এক্সপ্রেস চালু করতে হবে,১০। স্টেশন চত্বরে ট্যাক্সি, টোটো, ম্যাক্সি ও রিকশা স্ট্যান্ড সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে - চালকদের ওপর যে কোন হয়রানি বন্ধ করতে হবে। ১১। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে রেলের জমি থেকে কোন হকার উচ্ছেদ করা চলবে না। ১২। লকডাউনের সময় লোক্যাল ট্রেনগুলির যাত্রাপথের সময়সীমা একই রেখে তার ওপর এক্সপ্রেসের তকমা লাগিয়ে যাত্রীদের ওপর যে এক্সপ্রেসের ভাড়া লাগু করা হয়েছে অবিলম্বে তা প্রত্যাহার করতে হবে এবং ঐ ট্রেনগুলির লোক্যাল ট্রেনের মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়ে যাত্রীদের ওপর লোক্যাল ট্রেনের ভাড়াই কার্যকরী করতে হবে। ১৩। লকডাউনের সময় প্রত্যাহার করে নেওয়া প্রবীণ নাগরিকদের ও ছাত্রছাত্রীদের কনশেসন-সহ সমস্ত কনশেসন পুনরায় চালু করতে হবে। ১৪। রেলের যাত্রী নিরাপত্তার বিষয়টিকে গুরুত্ব আরোপ করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ১৫। রেলের সমস্ত শুণ্যপদ পূরণ করতে হবে। ১৬। রেল বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে গ্রহণ করা সমস্ত পদক্ষেপ প্রত্যাহার করতে হবে।

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন বিশেষ অভিযানে নিহত 'ট্রেন দে আরাগুয়া' প্রধান?

১৩ জুন ঃ ভেনেজুয়েলায় পরিচালিত এক মার্কিন সামরিক অভিযানে কুখ্যাত অপরাধচক্র 'ট্রেনন দে আরাগুয়া'-র শীর্ষ নেতা হেক্টর রাস্টেনফোর্ড গুয়েরেরো ফ্লোরেস, ওরফে ' গুয়েরেরো', নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেংট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার রাতে সামাজিক মাধ্যমে একটি বিস্ফোরণের ভিডিও প্রকাশ করে তিনি এই অভিযানের কথা জানান। যদিও ঘটনাস্থল বা অভিযানের বিস্তারিত তথ্য এখনও প্রকাশ করা হয়নি। ট্রাম্পের দাবি অনুযায়ী, তাঁর নির্দেশে মার্কিন সাউদার্ন কমান্ড ভেনেজুয়েলায় এই বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানের লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক অপরাধচক্র 'ট্রেন দে আরাগুয়া'-র নেতৃত্বকে ধ্বংস করা। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় ট্রাম্প বলেন, ট্রেন দে আরাগুয়ার প্রধানের বিরুদ্ধে সফল অভিযান চালানো হয়েছে। এই অভিযানে নিনো গুয়েরেরো নিহত হয়েছে। ভেনেজুয়েলার প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে অপারেশনটি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, জঙ্গলে ঘেরা একটি স্থাপনায় হঠাৎ ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গোটা এলাকা আগুন ও ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। ট্রাম্পের দাবি, ওই স্থাপনাটিই ছিল অপরাধচক্রটির অন্যতম ঘাঁটি। মার্কিন প্রেসিডেংট আরও বলেন, ভেনেজুয়েলা বা বিশ্বের অন্য কোথাও আর ট্রেন দে আরাগুয়ার সদস্যদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় থাকবে না। যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতার জন্য যারা হুমকি, তাদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ট্রেন দে আরাগুয়া লাতিন আমেরিকার অন্যতম ভয়ংকর অপরাধচক্র হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। সংগঠনটির বিরুদ্ধে মাদক পাচার, মানবপাচার, চাঁদাবাজি, অপহরণ, অস্ত্র চোরাচালান এবং আন্ত ঃসীমান্ত অপরাধে জ।তি থাকার অভিযোগ রয়েছে। ভেনেজুয়ায় জন্ম নেওয়া এই গোষ্ঠী ধীরে ধীরে দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার একাধিক দেশে তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করেছে বলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সংস্থার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

সোমবার স্পিকারকে চিঠি

১ম পাতার পর - আবেদনও জানাতে পারেন। একই সঙ্গে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ)-এর প্রতি সমর্থনের বিষয়টিও আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হতে পারে বলে জল্পনা রয়েছে। তবে এই পুরো প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হবে স্পিকারের সিদ্ধান্ত। সংসদীয় বিধি অনুযায়ী নতুন গোষ্ঠীর স্বীকৃতি, দলীয় অবস্থান এবং সাংসদদের সাংবিধানিক মর্যাদা-সবকিছুই নির্ভর করবে তাঁর রায়ের উপর। ফলে এখন রাজনৈতিক মহলের সমস্ত নজর সোমবারের দিকে। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যিই কি 'বিদ্রোহী শিবিরের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন? কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ভূমিকা কী হবে? নতুন সংসদীয় গোষ্ঠী আদৌ আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাবে কি না?-এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর মিলতে পারে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই। একথা বলাই যায়, দিল্লির রাজনৈতিক অন্দরে যে নতুন সমীকরণ তৈরি হচ্ছে, তার কেন্দ্রবিন্দুতে এখন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর শেষ মুহূর্তে এসে তিনিই যদি নেতৃত্বের আসনে বসেন, তবে তা নিঃসন্দেহে এই রাজনৈতিক নাটকের সবচেয়ে বড় চমক হিসেবেই বিবেচিত হবে।

নামছেন রাহুল গান্ধী

১ম পাতার পর - আন্দোলন সত্যিকারের জনমত গঠন করতে পারে, তাহলে তা কেবল কংগ্রেসের জন্য নয়, গোটা দেশের রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ মো। এনে দিতে পারে। আগামী দিনে এই কর্মসূচি কতটা জনসমর্থন পায় এবং কতটা নীতিগত পরিবর্তনের চাপ তৈরি করতে পারে, সেটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

নাম পরিবর্তন

আমি Milon Shaikh, S/O Hodal Shaikh, গ্রামঃ মাড়গ্রাম গুদামপাড়া, পোঃথানাঃ মাড়গ্রাম, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার নাম Milon Shaikh, যা আধার, নতুন ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার কাগজপত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু পুরনো ভোটার কার্ড এবং অন্যান্য কাগজপত্রে আমার নাম Golam Kibriya Milon লিপিবদ্ধ রয়েছে। ১৬.০৪.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Milon Shaikh and Golam Kibriya Milon এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Mujaker Sekh, S/O Saidul Sekh, গ্রামঃ করমজি, পোঃ গোসাঁইপুর, থানাঃ পাইকর, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার ভোটার কার্ডে এবং জন্ম শংসাপত্রে Mujaker Sekh, S/O Saidul Sekh লিপিবদ্ধ রয়েছে। আধার কার্ডে আমার নাম Apple Sekh, S/O Saidul Sekh নথিভুক্ত রয়েছে। ১০.০৬.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ মাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Mujaker Sekh Apple Sekh, S/O Saidul Sekh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Md Ruhul Amin, S/O Md Yeamin Ali গ্রামঃ হাটপাড়া, পোঃ নিংহা, থানাঃ মাড়গ্রাম, বীরভূম ৭৩১২০২ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার বাবার আসল নাম Md Yeamin Ali যা আমার আধার, ভোটার, প্যান কার্ড এবং উচ্চ মাধ্যমিক শংসাপত্রে নথিভুক্ত রয়েছে। কিন্তু আমার পাসপোর্টে ভুলবশত বাবার নাম Yeamin Ali করা হয়েছে। আমার স্ত্রীর আসল নাম Motia Begam, কিন্তু আমার পাসপোর্টে Motia Begum করা হয়েছে। ১১.০৬.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় আদালতের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি আমার বাবা Md Yeamin Ali and Yeamin Ali, আমার স্ত্রী Motia Begam and Motia Begum এক এবং অভিন্ন হিসাবে সর্বত্র পরিচয় হলেন।

নাম পরিবর্তন

আমি Arifa Sultana, D/O Abdul Kader, গ্রামঃ মাদ্রাসা পাড়া, সংহতি পল্লি, এন এইচ ১৪, বি এল আর ও অফিসের পাশে, পোঃথানাঃ রামপুরহাট, বীরভূম ৭৩১২২৪ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার বাবার আসল নাম Abdul Kader যা বাবার মৃত্যু শংসাপত্র, আমার শিক্ষাগত কাগজপত্র, স্নাতক শংসাপত্র এবং আমার প্যান কার্ডে নথিভুক্ত রয়েছে। কিন্তু ভুলবশত আমার মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং পাসপোর্টে বাবার নাম Abdul Kadir লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ১১.০৬.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় আদালতের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি আমার বাবা Abdul kader and Abdul Kadir এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Santi Ranjan Das, father of Aleep Das, residing at Vill South Habra, Nivedita Road, P.O.& P.S. Habra, Dist North 24 Pgs do hereby declare that I have changed my name from Santi Ranjan Das to Shanti Ranjan Das and henceforth I shall be known as Shanti Ranjan Das in all purpose vide affidavit No 136/26 sworn before the Notary Public Court at Barasat on 10/6/2026. Shanti Ranjan Das and Santi Ranjan Das both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, BAPI MALLICK (old name) S/O-Hasmat Mallik residing at Vill.-Bostepota, P.O.-Mondalgram, P.S.-Memari, Dist.-Purba Bardhaman, Pin-713426 do here by declare that I have changed my name from BAPI MALLICK (old name) to HAYDAR MALLICK (new name) and henceforth. I shall be known as HAYDAR MALLICK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Purba Bardhaman court on 30/03/2026. HAYDAR MALLICK (new name) and BAPI MALLICK (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ABBAS BHAI SAIFUDDIN TASIRA alias TASIRA ABBAS (old name) S/O-Saifuddin Tasira residing at Eastern Heights, 50, Christopher Road, 6th Floor, Flat 6F, Gobinda Khatick Road, Kolkata, Pin-700046 do here by declare that I have changed my name from ABBAS BHAI SAIFUDDIN TASIRA alias TASIRA ABBAS (old name) to ABBAS SAIFUDDIN TASIRA (new name) and henceforth. I shall be known as ABBAS SAIFUDDIN TASIRA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata on 12/06/2026. ABBAS SAIFUDDIN TASIRA (new name) and ABBAS BHAI SAIFUDDIN TASIRA, TASIRA ABBAS (old name) all name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SK Akramuddin, S/O- Abdul Alim Sekh, resident of Vill- Bohera, P.O.- Nimo, P.S.- Memari, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713146, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SEKH AKRAMUDDIN vide Affidavit No.-2178 dated 12/06/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That SK Akramuddin And Sekh Akramuddin both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SK Abdul Alim @ Sekh Abdul Alim, S/O- Sofiyar Sekh, resident of Vill- Bohera, P.O.- Nimo, P.S.- Memari, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713146, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as ABDUL ALIM SEKH vide Affidavit No.-2179 dated 12/06/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That SK Abdul Alim, Sekh Abdul Alim And Abdul Alim Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Humaun Kobir (old name) S/o-Lokman Sk residing at Khidirpur, Chhabghati, Suti, Dist-Murshidabad, Pin-742201 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from HUMAUN KOBIR to HUMAYAN KABIR and henceforth I shall be known as HUMAYAN KABIR (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 13/06/2026. HUMAUN KOBIR (old name) and HUMAYAN KABIR (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Fajlur Sekh (old name) S/o-Arman Sekh residing at Shiyalkhela, Plassey, Kaliganj, Dist-Nadia, Pin-741156 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from FAJLUR SEKH to FAJLU SEKH and henceforth I shall be known as FAJLU SEKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 13/06/2026. FAJLUR SEKH (old name) and FAJLU SEKH (new name) both are same and one identical person.

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আরপিএফ দ্বারা ১৯টি সফল অভিযান সম্পন্ন নিষিদ্ধ সামগ্রী এবং ৮ জন নাবালক উদ্ধার

মালিগাঁও, ১৩ জুন ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ২০২৬-এর ৯

ও ১০ জুনের মধ্যে পরিচালিত ধারাবাহিক সফল অভিযানের মাধ্যমে, রেলওয়ে ও যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। অসম, বিহার, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড এবং পশ্চিমবঙ্গে রেলওয়ে স্টেশন এবং ট্রেনগুলিতে সমন্বিত অভিযানের মাধ্যমে, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী মাদকবিরোধী অভিযান, অপরাধ প্রতিরোধ, অসহায় ব্যক্তিদের উদ্ধার এবং যাত্রী কল্যাণমূলক পদক্ষেপে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। সামগ্রিকভাবে, এই অভিযানগুলোর ফলে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী ১৯টি সফল মামলা শনাক্ত করে এর মাধ্যমে প্রায় ৬.৩৩ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের ১২.৬৬৬ কেজি গাঁজা, প্রায় ৫৫.৮৪ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের ২৭৯.২১ গ্রাম ব্রাউন সুগার এবং প্রায় ২৮ হাজার টাকারও অধিক মূল্যের ১৫৫ বোতল অবৈধ মদ উদ্ধার করা হয়। এই অভিযানগুলোর মাধ্যমে আনুমানিক ৪৫ হাজার টাকারও অধিক মূল্যের ৩টি চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার, ৭ জন অপরাধীকে আটক, ৮ জন নাবালককে (৫ জন ছেলে ও ৩ জন মেয়ে) উদ্ধার এবং বিপদে পড়া ৩ জন যাত্রীকে সময়মতো চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো - রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর কর্মীরা জিআরপি ও এসআইবি-এর সাথে যৌথভাবে মাদক পাচারের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছেন তাঁরা বদরপুর রেলওয়ে স্টেশনে একজনকে আটক এবং প্রায় ৫৫.৮৪ লক্ষ টাকা মূল্যের ২৭৯.২১ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করেছেন। পরবর্তীতে এনডিপিএস আইন, ১৯৮৫-এর বিধান অনুযায়ী পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য অভিযুক্তকে জিআরপি-র কাছে হস্তান্তর করা হয়। আইন প্রয়োগের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী নিউ জলপাইগুড়ি, আরারিয়া ও তিনসুকিয়া রেলওয়ে স্টেশনে তিনজন যাত্রীকে দ্রুত চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে যাত্রী- কল্যাণের ক্ষেত্রেও দৃষ্টান্তমূলক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। রেলওয়ের চিকিৎসা কর্মী ও স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর সাথে দ্রুত সমন্বয়ের মাধ্যমে আহত যাত্রীরা তাৎক্ষণিক প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন এটি জরুরি পরিস্থিতিতে যাত্রীদের সুরক্ষা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী-এর অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন। এই সফল অভিযানগুলো উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিরাপদ, সুরক্ষিত এবং যাত্রী- কেন্দ্রিক রেলওয়ে ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর কর্মদক্ষতা ও অবিচল অঙ্গীকারকে তুলে ধরে।

ভাগীরথীতে তলিয়ে গেল দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৩ জুন ঃ হাসিখুশি, আড্ডা আর বন্ধুত্বের মুহূর্ত নিমেষেই পরিণত হল চরম বিপদে। ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে গেল শান্তিপুরের দুই যুবক। নিখোঁজ দুই যুবকের নাম বাপি মন্ডল এবং আকাশ শেখ। এই ঘটনায় অক্ষত অবস্থায় ফিরে এলেও, তাঁদের সঙ্গে থাকা বন্ধুদের তলিয়ে যেতে দেখে কার্যত বাকরুদ্ধ ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন রাজ্জাক শেখ। শনিবার দুপুরে শান্তিপুর শহর এলাকার সাত ভাই পাড়া ও মানিকনগরের বাসিন্দা ওই তিন বন্ধু ভাগীরথী নদীর ঘাটে যান স্নান করতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত বাপি এবং আকাশের সাঁতার কাটার অভ্যাস খুব একটা ছিল না। সাধারণত পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ভিন রাজ্যে কাজ করেন তারা। ঘরে ফেরার ছুটিতে বন্ধুদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটানোর উদ্দেশ্যেই নদীতে গিয়েছিলেন তারা। কিন্তু ঘাটের কাছাকাছি কোনও একটি গভীর বা বিপজ্জনক স্থানে নেমে পড়ার ফলেই বিপত্তি ঘটে। স্রোতের টানে গভীর জলে তলিয়ে যান বাপি এবং আকাশ। কপালজোরে বেঁচে ফিরেছেন রাজ্জাক শেখ। কিন্তু চোখের সামনে দুই বন্ধুকে তলিয়ে যেতে দেখার ট্রমা তিনি কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। ঘটনার পর থেকেই তিনি নির্বাক এবং অসুস্থ। স্থানীয়দের দাবি, রাজ্জাক এতটাই ভেঙে পড়েছেন যে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়ার মতো শারীরিক বা মানসিক অবস্থাতেও তিনি নেই। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় মাঝিরা তাঁদের উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালান। নদীতে দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও তাদের কোনও সন্ধান মেলেনি। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় শান্তিপুর থানায়। খবর পাওয়ার পর দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিপুর থানার পুলিশ। এরপর উদ্ধারকার্যে যোগ দেয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ডুবুরি দল নদীতে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। তবে প্রবল স্রোত ও গভীরতার কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় সাত ভাই পাড়া ও মানিকনগর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বন্ধুদের নিখোঁজের খবরে কান্নার রোল পড়েছে পরিবারগুলিতে। নদীর পাড়ে শুধুই বাপি ও আকাশের ফেরার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে গোটা এলাকা।

ফাটাপুকুরে হোল্ডিং সেন্টারে আটক ২৬ জন অস্থায়ীভাবে রয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৩ জুন ঃ রাজ্য জুড়ে অবৈধ বাংলাদেশীদের ধরপাকড় অভিযানের মধ্যে রাজগঞ্জের ফাটাপুকুরে তৈরি হোল্ডিং সেন্টারে বৃহস্পতিবার থেকে ২৬ জনকে অস্থায়ীভাবে রাখা হয়েছে। শনিবার পর্যন্ত সেখানে তাদের মধ্যেই রয়েছে ৭ জন শিশু ও ১৫ জন মহিলা। ঘটনায় প্রকাশ, তারা প্রায় ৩ - ৪ বছর আগে চোরাই পথে ভারতে আসে এবং রিকশাচালক ও রাজ মিস্ত্রির মতো ছোটখাটো কাজের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, ইসলামপুরের দিক থেকে বাসে করে তাদের ফাটাপুকুরে আনা হয়। এদিকে, সেন্টারটি সিসি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হয়েছে, চারিদিকে টিনের ঘেরা, ভেতরে থাকা, খাওয়া ও বাথরুমের ব্যবস্থা রয়েছে। ২৪ ঘণ্টা নজরদারির জন্য পুলিশ ও সিভিক ভলেন্টিয়ার মোতায়েন করা হয়েছে। অন্যদিকে, পুলিশ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি তাঁদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তবে ধারণা বিএসএফ, সীমান্ত রক্ষী- বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের 'মিশে' যাওয়ার সম্ভাবনার মধ্যেই মমতার সমালোচনায় সরব অধীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৩ জুন ঃ মমতা ব্যানার্জি কংগ্রেসের সমালোচনা করলেও কংগ্রেস সেভাবে তাঁর সমালোচনা করে না। মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে কংগ্রেসের লড়াই 'রাজনৈতিক'। শনিবার বহরমপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একথা স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরী। অন্যদিকে কংগ্রেস দলের সঙ্গে তৃণমূল দলের মিশে যাওয়ার বিষয়েও তাঁর কাছে কোনও খবর নেই বলে আজ আরও একবার জানিয়ে দিয়েছেন অধীরবাবু। তিনি বলেন, কেউ কারও সঙ্গে দেখা করতে যেতেই পারে। তাতে আমি কী করবো? এখন উনি 'হুঁকে' পড়ার পর কংগ্রেসের সঙ্গে দেখা করার কথা

মনে পড়ছে। প্রসঙ্গত সম্প্রতি দিল্লি গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এবং সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেছেন। তারপরেই রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা ছড়িয়ে পড়ে কংগ্রেস দলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের মিশে যাওয়ার খবর নিয়ে অধীরবাবু আজ পরিষ্কার জানিয়ে দেন, কংগ্রেস একটি সর্বভারতীয় দল। এখানে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তা সরকারি ভাবে জানানো হবে। গোপনে দু-একজন জানবে এমন ঘটনা হবে না। আজকের সাংবাদিক বৈঠকে মমতা ব্যানার্জিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন অধীর চৌধুরী, তিনি বলেন আমি বহরমপুরের সাংসদ থাকাকালীন জেলার উন্নয়নের জন্য যে 'দিশা' কমিটি ছিল তার বৈঠক একবারও ডাকেননি জেলা শাসকরা। উনি ক্রমাগত কংগ্রেসের সমালোচনা করে গিয়েছেন। কিন্তু এখন 'হুঁকের' মুখে পড়ে কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করছেন উনি। মমতা ব্যানার্জি অভদ্র মানে দেশের বাকি নেতারা উত্তম হবেন না এমনটা নয়। তাঁর সঙ্গে আমাদের লড়াই রাজনৈতিক। অন্যদিকে দুর্নীতি মামলায় অভিষেক ব্যানার্জিকে ইডির তলব প্রসঙ্গে অধীর চৌধুরী আজ বলেন, তৃণমূল সরকারের সবথেকে বড় চোরের নাম মমতা ব্যানার্জি, বাকিরা ছোটখাটো মাঝারি চোর। সারদার আমলে মমতা ব্যানার্জি চৌর্যবৃত্তি শিখিয়েছিলেন। এখন সকলে সেই কথা ভুলে গিয়েছেন। তখন খোকাবাবু এই জায়গায় ছিলেন না। তবে দু'জনের পার্থক্য হল দিদি অনেক নিপুণভাবে চুরি করেছেন। কিন্তু খোকাবাবু হড়বড় করে ফেলেছেন। তিনি ডিজে বাজিয়ে চুরি করেছেন। তার ফলে সবকিছু জানাজানি হয়ে গিয়েছে। অথচ এখন সারদা কাণ্ডে লুটপাট নিয়ে কোনও আলোচনা নেই। দলের মাথা মমতা ব্যানার্জিকে না ধরে সবাই এখন খোকাবাবুকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এর পাশাপাশি অধীরবাবু আজ তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ বিধায়ক এবং সাংসদদেরও এক হাত নেন। তিনি বলেন, এদের কেউ বলছে খোকাবাবুর জন্য দল শেষ হয়ে গেল কিন্তু মমতা ব্যানার্জিকে শ্রদ্ধা করি। আবার কেউ বা বলছে খোকাবাবু যতক্ষণ আছে আমরা নেই। আসলে এরা নানা বাহানা করে বিজেপির হাত শক্ত করতে চাইছে। তাঁরা সরাসরি কেন বলছে না খোকাবাবুকে সরিয়ে দিন, আমরা আপনার নেতৃত্বে দল করব। আমরা বিধানসভা বা লোকসভায় বিরোধী দলের মর্যাদা পেতে কাউকে চিঠি দেব না, দরখাস্ত করবো না। তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ বিধায়ক, সাংসদের কেউ বলছে না মমতা ব্যানার্জি নেতৃত্বে রাজনীতি করতে চাই। এই ঢপের কীর্তন বন্ধ হোক। এর পাশাপাশি অভিষেক ব্যানার্জির বিরুদ্ধে তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকারও অধীর চৌধুরী একপ্রস্থ সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, তদন্তকারীরা 'মারছে কম, ছুট করাচ্ছে বেশি'। ধরার হলে ধরে নিক। এদের দুর্নীতির কথা সবাই জানে, কেবল জানে না সিআইডি, সিবিআই আর ইডি।

লোক আদালতঃ বীরভূমে একদিনে নিষ্পত্তি সাড়ে নয় হাজার মামলা, সেটেলমেন্ট বাবদ ১২ কোটি টাকা

দেবর্ষি মজুমদার, বীরভূম, ১৩ জুন ঃ সারা দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ন্যাশানাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির নির্দেশ মতো শনিবার ১৩ জুন বীরভূমের বোলপুর, সিউড়ি ও রামপুরহাট তিনটি আদালতে অনুষ্ঠিত হলো জাতীয় লোক আদালত। এদিন তিন টি আদ্লত মিলিয়ে মোট ২০ টি বেঞ্চ বসে। সকাল দশটা থেকে শুরু হয় লোক আদালতের কাজ। ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণ, টেলিফোন, ইলেকট্রিসিটি বিল, মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরন, মোটর ভেইকেলস রিলেটেড কেস সহ সারা জেলায় একদিনে সাড়ে নয় হাজার মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। এদিন প্রতিটি আদালতেই ছিলো বিচারপ্রার্থীদের উপচে পড়া ভিড়। লোক আদালতে জেলার অসংখ্য মানুষের মামলা একদিনে সহজ পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি হওয়াই বাদী বিবাদি দু পক্ষইয়ে খুশি তা বোঝা যায় তাদের শরীরি ভাষায়। বিচারপ্রার্থীদের সুবিধার্থে প্রতিটি আদালতেই মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। এদিন সকাল দশটায় লোক আদালতের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বীরভূম ডিষ্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির চেয়ারম্যান তথা জেলা জজ শান্তনু ঝাঁ ও অথরিটির সচিব বিচারক নিরুপমা দাস ভৌমিক। সারাদিনে জেলার তিনটি আদালতের ২০ টি বেঞ্চে সমানে নজর রাখেন অথরিটির সচিব বিচারক নিরুপমা দাস ভৌমিক। তিনি বলেন, এদিন মোট ১৫ হাজার মামলা নেওয়া হয়, তার মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে, বিভিন্ন মামলার দরুন ১২ কোটি সেটেলমেন্ট বাবদ উদ্ধার হয়। উল্লেখ্য, বীরভূমে এর আগে ১৪ মার্চ লোক আদালত হবার কথা ছিলো, কিন্তু তখন এসআইআরের কারনে জজ সাহেবরা ব্যাস্ত থাকায় স্থগিত করা হয়। এরপর ৯ মে লোক আদালতের দিন ধার্য হয়েও তা স্থগিত হয়ে যায়, তারপর ১৩ জুন লোক আদালত অনুষ্ঠিত হলো। এই লোক আদালতের জন্য গত এক মাসেরও বেশী সময় ধরে প্রচার চালানো হয়। অথরিটির আইনী সহায়ক মহিউদ্দীন আহমেদ বলেন, এদিন বীরভূমের বহু মানুষের একাধিক মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। সাধারন বিচারপ্রার্থীদের সমস্যার কথা বিচারক মহাশয়রা মন দিয়ে শুনে সমস্যার নিষ্পত্তি করেছেন।

রাজস্ব ফাঁকি ও বালি পাচারের অভিযোগে সরেজমিনে পরিদর্শন বিধায়িকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৩ জুন ঃ জেলা জুড়ে অবৈধ বালি খাদান ও বালি পাচারের অভিযোগকে সামনে এনে এবার সরব হলেন শালতোড়ার বিজেপি বিধায়িকা চন্দনা বাউড়ি। মেজিয়া থানার অন্তর্গত দামোদর নদ সংলগ্ন একাধিক বালি খাদান পরিদর্শন করে তিনি অভিযোগ করেন, সরকার বদলালেও অবৈধ বালি ব্যবসা ও দুর্নীতির চক্র এখনও সক্রিয় রয়েছে। বিধায়িকার দাবি, বিভিন্ন বালি ঘাটে সরকারি নিয়মকে উপেক্ষা করে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বালি পাচার চলছে। সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় তিনি বিনা চালানে বালি পরিবহণ এবং জাল কিউআর কোড ব্যবহার করে রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ তোলেন। তাঁর বক্তব্য, ঘাট মালিকরা লক্ষ লক্ষ টাকার সরকারি রাজস্ব বঞ্চিত করছেন। চন্দনা বাউড়ি অভিযোগ করেন, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী নদীতীরের দেড় কিলোমিটারের মধ্যে বালির স্টক পয়েন্ট গড়ে তোলা যায় না। অথচ বহু ক্ষেত্রে মাত্র ৫০০ মিটারেরও কম দূরত্বে বিপুল পরিমাণ বালি মজুত করে রাখা হয়েছে। তিনি জানান, শালতোড়া বিধানসভা এলাকায় মোট নয়টি বালি খাদান রয়েছে এবং তার অধিকাংশই সরকারি বিধিনিষেধ মেনে পরিচালিত হচ্ছে না। বালি উত্তোলন, সংরক্ষণ ও পরিবহণের ক্ষেত্রে একাধিক অনিয়ম চোখে পড়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। বিধায়িকার অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দফতরগুলিও বিষয়টি সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও কার্যকর পদক্ষেপ করছে না। তাই গোটা বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি। ভূমি দফতরের সমস্ত নিয়ম মেনে বালি খাদান পরিচালনার দাবিও তোলেন। চন্দনা বাউড়ি বলেন, স্থানীয় সাধারণ মানুষ প্রয়োজনের সময় বালি পাচ্ছেন না। অথচ অবৈধভাবে বিপুল পরিমাণ বালি মজুত করে রাখা হচ্ছে। এই পরিস্থিতি চলতে দেওয়া যায় না। তিনি জানান, বিষয়টি রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হবে। প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীকেও পুরো ঘটনা জানানো হবে বলে জানান তিনি।

বিজ্ঞপ্তি

DSP MUTUAL FUND

আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়েআরনেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Sunday, 14th June 2026	Khejurtala Bazar, Moyna, Purba Medinipur- 721629	12:00 PM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। **মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।**

একই মঞ্চে গৌতম দেব-শংকর ঘোষ! পড়ুয়াদের সাফল্যে গর্বিত সকলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ জুন ঃ রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন হলেও শিক্ষার প্রশ্নে এক মঞ্চে দেখা

গেল শিলিগুড়ির দুই প্রভাবশালী মুখ, মেয়র গৌতম দেব এবং রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষকে। শিলিগুড়ি পৌর নিগমের উদ্যোগে দীনবন্ধু মঞ্চে আয়োজিত কৃতী ছাত্র-ছাত্রী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁদের উপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মান জানাতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মেধাবী পড়ুয়াদের হাতে স্মারক ও শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেওয়া হয়। কৃতীদের সাফল্যে গর্বিত অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি উৎসবের আবহ তৈরি করে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র গৌতম দেব বলেন, শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনের সমাজ ও দেশের চালিকাশক্তি। তাঁদের সাফল্য শুধু ব্যক্তিগত নয়, গোটা শহরের গর্ব। তিনি পড়ুয়াদের আরও বড় স্বপ্ন দেখার এবং সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। অন্যদিকে পর্যটন মন্ত্রী শংকর ঘোষ কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, অধ্যবসায়, কঠোর পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাসই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। ভবিষ্যতে দেশ ও সমাজের উন্নয়নে নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করেন। একই মঞ্চে গৌতম দেব ও শংকর ঘোষের উপস্থিতি অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক বিভাজনের উর্ধ্বে উঠে শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়ার এই ছবি উপস্থিতদের মধ্যে ইতিবাচক বার্তা দেয়। কৃতী পড়ুয়াদের সম্মান জানাতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান তাই শুধু সংবর্ধনা নয়, শহরের শিক্ষাবান্ধব মানসিকতারও এক উজ্জ্বল প্রতিফলন হয়ে রইল।

ম্যাগিতে পোকা থাকার অভিযোগ উড়িয়ে দিল নেসলে

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন ঃ ম্যাগি নুডলসে পোকা থাকার অভিযোগ ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কে মুখ খুলল নেসলে ইন্ডিয়া। শনিবার সংস্থার দাবি করেছে, পরীক্ষাগারে হওয়া একাধিক মান ও নিরাপত্তা পরীক্ষায় ম্যাগির সব নমুনাই খাদ্য সুরক্ষার নির্ধারিত মান পূরণ করেছে। ফলে অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। শনিবার শেয়ার বাজারে জমা দেওয়া এক ব্যাখ্যায় নেসলে জানায়, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'- একটি যাচাই না-হওয়া অ্যাকাউন্ট থেকে অভিযোগটি প্রথম সামনে আসে। পরে সেই অভিযোগের ভিত্তিতে খাদ্য সুরক্ষা ও মান নির্ধারণকারী সংস্থা এফএসএসএআই তাদের কাছে ব্যাখ্যা চায়। ১২ জুন প্রকাশিত একটি সংবাদ প্রতিবেদন নিয়ে এনএসই ও বিএসই-র প্রশ্নের জবাবে নেসলে স্পষ্ট জানায়, ম্যাগিতে পোকা থাকার অভিযোগ তারা সম্পূর্ণভাবে খারিজ করছে। সংস্থার দাবি, উৎপাদন ব্যাচ এবং বাজার থেকে সংগ্রহ করা নমুনার উপর স্বাধীন পরীক্ষাগারে পরীক্ষা চালানো হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই পণ্য খাদ্য সুরক্ষা ও গুণগত মানের নির্ধারিত নিয়ম মেনেছে বলে রিপোর্টে উঠে এসেছে। এদিন নেসলে আরও জানিয়েছে, অভিযোগকারী এখনও পর্যন্ত কোনও নমুনা পরীক্ষার জন্য তাদের কাছে পাঠাননি। পাশাপাশি যে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল, সেটির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। বিতর্কের সূত্রপাত হয় সোশ্যাল মিডিয়ায় ম্যাগি নুডলসে পোকা থাকার দাবি ঘিরে। বিষয়টি সামনে আসার পর এফএসএসএআই নেসলে ইন্ডিয়ার কাছে রিপোর্ট তলব করে। সংস্থার বক্তব্য, তাদের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর এবং পরীক্ষিত সব নমুনাই ভোক্তাদের জন্য নিরাপদ বলে প্রমাণিত হয়েছে। একইসঙ্গে খাদ্য নিরাপত্তা ও ক্রেতাদের আস্থা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতিও পুনর্ব্যক্ত করেছে নেসলে।

চিনা সংস্থার উপর মার্কিন চাপ, ক্ষুব্ধ বেইজিং

বেইজিং, ১৩ জুন ঃ সাম্প্রতিক শি জিনপিং-ডোনাল্ড ট্রাম্প বৈঠকে হওয়া সমঝোতার পরেও মার্কিন প্রশাসন চিনা সংস্থাগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ তুলল বেইজিং। শনিবার চিনের বাণিজ্য মন্ত্রক এক বিবৃতিতে দাবি করেছে, দুই দেশের রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে হওয়া ঐকমত্যকে কার্যত উপেক্ষা করছে ওয়াশিংটন। চিনের বক্তব্য, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের বৃহত্তর স্বার্থের কথা না ভেবেই একের পর এক চিনা সংস্থাকে নিশানা করা হচ্ছে। বাণিজ্য মন্ত্রকের দাবি, কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই চিনা কোম্পানিগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা ও চাপ বাড়ানোর পথে হাঁটছে আমেরিকা। উল্লেখ্য, গত সোমবার পেন্টাগন ১৮০-রও বেশি সংস্থাকে এমন একটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে, যাদের সঙ্গে চিনের সামরিক- শিল্প কাঠামোর যোগ রয়েছে বলে দাবি করেছে ওয়াশিংটন। এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করে বেইজিং জানিয়েছে, তারা বিষয়টি নিয়ে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং আমেরিকাকে এই 'ভুল পদক্ষেপ' অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। চিন সতর্ক করে দিয়েছে, এই নীতি অব্যাহত থাকলে তারা প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পাল্টা ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। তার সমস্ত দায়ভার আমেরিকাকেই বহন করতে হবে বলেও স্পষ্ট জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১৩ থেকে ১৫ মে চিন সফরে গিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই সময় বেইজিংয়ে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়। দুই রাষ্ট্রনেতার উপস্থিতিতে একাধিক সহযোগিতা ও বাণিজ্যিক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেই আবহেই নতুন করে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির ইঙ্গিত মিলছে।

Office of the Pradhan
Chakaltore Gram Panchayat
Vill+p.o.- Chakaltore, P.S.-Tamna
Dist- Purulia Pin-723102

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অর্থ ও পরিকল্পনা উপ-সমিতির রেজোলিউশন নং-০১ তারিখ ২৯.০৫.২০২৬ অনুযায়ী চাকলতোড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্ত অচল নলকূপের বাতিল সামগ্রী ভিত্তিমূল্যে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে। নিলামের তারিখ ২২.০৬.২০২৬, সময় সকাল ১১.০০ ঘটিকা, স্থান- চাকলতোড় গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়। আগ্রহী ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উপস্থিত থেকে উক্ত নিলামে অংশগ্রহন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। বিক্রয়যোগ্য সামগ্রী ও ভিত্তিমূল্যের বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য চাকলতোড় গ্রামপঞ্চায়েত কার্যালয়ে যোগাযোগ করিতে পারেন।

স্বা /- প্রধান
চাকলতোড় গ্রাম পঞ্চায়েত

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
১) মনা রায় স্বামী- দীনেশচন্দ্র রায়
২) মানিক দাস পিতা- রতন দাস
আমোক্তারনামা দাতাঃ **১) শীলা চক্রবর্তী স্বামী- সোমেশ চন্দ্র চক্রবর্তী ২) রূপম সরকার পিতা- রামচন্দ্র সরকার**
ঠিকানাঃ **বোস পাড়া, জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **74,1825** নং বহি
——— নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **I-982/26, 917/16**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/3062, 4821/26**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/গ্রহীতা ও বিক্রেতা/দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
১) খড়িয়া, সিট নং-27, L.R. দাগ নং -1691, L.R. Khatian 667
২) খড়িয়া, সিট নং-61, L.R. দাগ নং -66, L.R. Khatian 344
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **১) মনা রায় স্বামী- দীনেশচন্দ্র রায় ২) মানিক দাস পিতা- রতন দাস**
পিতা / স্বামীঃ
ঠিকানাঃ সুভাষনগর কলোনী, জলপাইগুড়ি, পিন- ৭৩৫১০১

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে

অনলাইন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তাঁর হয়ে, চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরখপুর-এর জন্য ডেপুটি সিএমই / প্ল্যান্ট নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করছে-
ক্রমিক নংঃ ১, ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ও কাজের নামঃ টেন্ডার নং - '03-GKP-MWS-2026-27-1' 'মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, গোরক্ষপুর-এ LHB, ICF এবং MEMU বগি ফ্রেমের DPT,' আনুমানিক মূল্যঃ ২৪,০০,২৫২.০০ টাকা, জামানতের অর্থ ঃ ৪৮,০০০.০০ টাকা, টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ০৬.০৭.২০২৬ তারিখ, বেলাঃ ১.০০ টা পর্যন্ত, টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ শূন্য, চুক্তির মেয়াদঃ ১২ মাস।
উপরোক্ত দরপত্রগুলোর বিস্তারিত তথ্য ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট http://www.ireps.gov.in-এ-ও পাওয়া যাবে।
ডিওয়াই. সিএমই / প্ল্যান্ট, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে, গোরক্ষপুর
CPRO/Mech.-42
ট্রেনে বিড়ি বা সিগারেট খাবেন না

মালিগাঁও এলাকায় এস এন্ড টি কাজ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর ঃ ০২আরটি অফ ২০২৬-২৭; তারিখ ঃ ০৯-০৬-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নম্বর ঃ এন-২০২৬-২৭-০২আরটি-ডিওয়াই.সিএসটিই-এনডব্লিউ; কাজের নাম ঃ** নিম্নলিখিত কাজের সাথে সম্পর্কিত এসএন্ডটি কাজ- (ক) মালিগাঁওয়ের নামবাড়ি অফিসার্স কলোনিতে পুরোনো ৪১৩ ও ৪৩৪ নম্বর বাংলোর পরিবর্তে নতুন করে ২ ইউনিট টাইপ-V কোয়ার্টার নির্মাণ, (খ) মালিগাঁওয়ের নামবাড়ি অফিসার্স কলোনিতে পুরোনো ৪১৪ ও ৪১৫ নম্বর বাংলোর পরিবর্তে নতুন করে ২ ইউনিট টাইপ-V কোয়ার্টার নির্মাণ, (গ) মালিগাঁওয়ের নামবাড়ি অফিসার্স কলোনিতে পুরোনো ৪১৬ ও ৪১৭ নম্বর বাংলোর পরিবর্তে নতুন করে ২ ইউনিট টাইপ-V কোয়ার্টার নির্মাণ। (ঘ) মালিগাঁওয়ের নামবাড়ি অফিসার্স কলোনিতে নতুন করে ০২ ইউনিট টাইপ-V কোয়ার্টার নির্মাণ, (ঙ) মালিগাঁওয়ের নামবাড়ি অফিসার্স কলোনিতে ২ ইউনিট VI কোয়ার্টার নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬২,৬২,০৯৯/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,২৫,৩০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **০১-০৭-২০২৬** তারিখ **১৫:০০** টায় এবং **টেন্ডার খোলার** সময় **০১-০৭-২০২৬** তারিখ **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিএসটিই/ নেটওয়ার্ক, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রঙিয়া ডিভিশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

রঙিয়া ডিভিশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলাম ক্যাটালগ নম্বর: এমআইএসএস-আরএনওয়াই-ডব্লিউভিএম-২৬। একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্স ফি; **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সব লট): ২৫-০৬-২০২৬ তারিখ ১১:০০ টায়। দিন ঃ** ১৮২৬;

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এমএসএস-আরএনওয়াই-পিবিএল-ডব্লিউভিএম-৩০-২৬-১ (এমআইএসসি - স্ট্যাটিক-সার্ভিস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন)	পাঠশালা রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন (ডব্লিউভিএম) স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
এএ/২	এমএসএস-আরএনওয়াই-বিএনজিএন-ডব্লিউভিএম-২২-২৬-১ (এমআইএসসি - স্ট্যাটিক-সার্ভিস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন)	বঙ্গাইগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন (ডব্লিউভিএম) স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
এএ/৩	এমএসএস-আরএনওয়াই-এনএইচএলএন-ডব্লিউভিএম-২৮-২৬-১ (এমআইএসসি - স্ট্যাটিক-সার্ভিস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন)	নাহারলাগুন রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন (ডব্লিউভিএম) স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
এএ/৪	এমএসএস-আরএনওয়াই-এনবিকিউ-ডব্লিউভিএম-২৭-২৬-১ (এমআইএসসি - স্ট্যাটিক-সার্ভিস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন)	নিউ বঙ্গাইগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন (ডব্লিউভিএম) স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
এএ/৫	এমএসএস-আরএনওয়াই-এনএলভি-ডব্লিউভিএম-২৯-২৬-১ (এমআইএসসি - স্ট্যাটিক-সার্ভিস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন)	নলবাড়ি রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন (ডব্লিউভিএম) স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
এএ/৬	এমএসএস-আরএনওয়াই-বিজেএফ -ডব্লিউভিএম-২১-২৬-১ (এমআইএসসি - স্ট্যাটিক-সার্ভিস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন)	বিজনী রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন (ডব্লিউভিএম) স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
এএ/৭	এমএসএস-আরএনওয়াই-এসবিই -ডব্লিউভিএম-৩৪-২৬-৩ (এমআইএসসি - স্ট্যাটিক-সার্ভিস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন)	সরভোগ রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন (ডব্লিউভিএম) চুক্তির অধীনে স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
এএ/৮	এমএসএস-আরএনওয়াই-ভিএনই -ডব্লিউভিএম-৩৬-২৬-১ (এমআইএসসি - স্ট্যাটিক-সার্ভিস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন)	বিশ্বনাথ চারিআলি রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন (ডব্লিউভিএম) স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
এএ/৯	এমএসএস-আরএনওয়াই-টিআইএইচইউ-ডব্লিউভিএম-৩৩-২৬-১ (এমআইএসসি - স্ট্যাটিক-সার্ভিস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন)	টিহু রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন (ডব্লিউভিএম) চুক্তির অধীনে স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
এএ/১০	এমএসএস-আরএনওয়াই-জিএলপিটি-ডব্লিউভিএম-২৫-২৬-১ (এমআইএসসি - স্ট্যাটিক-সার্ভিস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন)	গোয়ালপাড়া টাউন রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন (ডব্লিউভিএম) স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
এএ/১১	এমএসএস-আরএনওয়াই-বিপিআরডি-ডব্লিউভিএম-২৩-২৬-১ (এমআইএসসি - স্ট্যাটিক-সার্ভিস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন)	বরপেটা রোড রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন (ডব্লিউভিএম) স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
এএ/১২	এমএসএস-আরএনওয়াই-আরএনওয়াই-ডব্লিউভিএম-৩১-২৬-১ (এমআইএসসি - স্ট্যাটিক-সার্ভিস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন)	রঙিয়া রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন (ডব্লিউভিএম) স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
এএ/১৩	এমএসএস-আরএনওয়াই-এইচএমওয়াই-ডব্লিউভিএম-২৬-২৬-১ (এমআইএসসি - স্ট্যাটিক-সার্ভিস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন)	হারমতী রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন (ডব্লিউভিএম)স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
এএ/১৪	এমএসএস-আরএনওয়াই-আরপিএএন-ডব্লিউভিএম-৩৫-২৬-১ (এমআইএসসি - স্ট্যাটিক-সার্ভিস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন)	রাঙ্গাপাড়া নর্থ রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন (ডব্লিউভিএম) চুক্তির অধীনে স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
এএ/১৫	এমএসএস-আরএনওয়াই-ইউএলজি-ডব্লিউভিএম-৩৭-২৬-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন)	উদালগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন (ডব্লিউভিএম) চুক্তির অধীনে স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
এএ/১৬	এমএসএস-আরএনওয়াই-ডিকেজিএন-ডব্লিউভিএম-২৪-২৬-১ (এমআইএসসি - স্ট্যাটিক-সার্ভিস-ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন)	ডেকারগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন (ডব্লিউভিএম) স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।

লট বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৫-০৬-২০২৬ তারিখে **১৪:০০** টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড হলো ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটগুলো বন্ধ হওয়ার ব্যবধান ১০ মিনিট। সর্বোচ্চ স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধি : ১০ বার। **দ্রষ্টব্য:** আগ্রহী বিডারদের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল ভিজিট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রঙিয়া ডিভিশনে স্থায়ী ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ

রঙিয়া ডিভিশনে স্থায়ী ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং: সিএটিজি-আরএনওয়াই-৫৭। রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্স ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লট): ২৬-০৬-২০২৬ তারিখে ১১:০০ টায়।**

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বর্ণনা
এএ/১	সিএটিজি-আরএনওয়াই-আরপিএএন-জিএমইউ-৫২৫-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	'ডি' শ্রেণির রাঙ্গাপাড়া নর্থ রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১ -এ জেনারেল মাইনর ইউনিটের মাধ্যমে ক্যাটারিং সেবা প্রদান।
এএ/২	সিএটিজি-আরএনওয়াই-আরপিএএন-জিএমইউ-৫৩০-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	'ডি' শ্রেণির রাঙ্গাপাড়া নর্থ রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১ -এ জেনারেল মাইনর ইউনিটের মাধ্যমে ক্যাটারিং সেবা প্রদান।
এএ/৩	সিএটিজি-আরএনওয়াই-আরপিএএন-জিএমইউ-৫২৬-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	'ডি' শ্রেণির রাঙ্গাপাড়া নর্থ রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-৫ -এ জেনারেল মাইনর ইউনিটের মাধ্যমে ক্যাটারিং সেবা প্রদান।
এবি/১	সিএটিজি-আরএনওয়াই-আরপিএএন-এসএমইউ-৫৩২-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	'ডি' শ্রেণির রাঙ্গাপাড়া নর্থ (আরপিএএন) রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-৫ -এ স্পেশাল মাইনর ইউনিটের মাধ্যমে ক্যাটারিং সেবা প্রদান।
এবি/২	সিএটিজি-আরএনওয়াই-বিআইজেড-এসএমইউ-১২১-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	'ই' শ্রেণির বাইহাটা রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১ -এ এসএমইউ১ -এর মাধ্যমে ক্যাটারিং সেবা প্রদান।
এবি/৩	সিএটিজি-আরএনওয়াই-ডিডিএনআই-এসএমইউ-১৫৭-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	'ই' শ্রেণির দুধনৈ রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১ -এ এসএমইউ-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং সেবা প্রদান।
এবি/৪	সিএটিজি-আরএনওয়াই-জিএলপিটি-এসএমইউ-৫৯৬-২৫-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	'ডি' শ্রেণির গোয়ালপাড়া টাউন স্টেশনের পিএফ-২-এ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) জন্য সংরক্ষিত স্পেশাল মাইনর ইউনিটে ক্যাটারিং সেবা প্রদান।

লট শেষের তারিখ ও সময় ঃ ২৬-০৬-২০২৬ তারিখ **১২:৩০** টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **বিঃদ্রঃ** সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কানাডায় প্রবেশাধিকার হারালেন সহ-অধিনায়ক টমাস পার্টে

১৩ জুন ঃ ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ, একের পর এক বিতর্কে সরগরম ফুটবল বিশ্ব। টুর্নামেন্ট শুরুর পরও সেই বিতর্কের রেশ কাটেনি। সম্প্রতি বৈধ নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও সোমালিয়ার রেফারি ওমর আরতানকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি না দেওয়ার ঘটনা আলোচনায় আসে। এবার আরও বড় ধাক্কা খেল ঘানা। জাতীয় দলের সহ-অধিনায়ক ও তারকা মিডফিল্ডার টমাস পার্টেকে ক্যানাডায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি, ফলে বিশ্বকাপে ঘানার প্রথম ম্যাচে তাঁর খেলা অনিশ্চিত হয়ে প।ছে। বর্তমান বিশ্বকাপ আয়োজন করছে তিন দেশ-যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা ও মেক্সিকো। ঘানা দল বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে নিজেদের বেস ক্যাম্পে অবস্থান করছে। সেখান থেকে ক্যানাডায় গিয়ে পানামার বিরুদ্ধে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলার কথা ছিল তাদের। কিন্তু শেষ মুহূর্তে টমাস পার্টের ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যান করায় বড় সংকটে পড়েছে আফ্রিকার এই দল। এই বিষয়ে ফিফা আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। সংস্থার এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, টমাস পার্টে ঘানার বেস ক্যাম্প থেকে ক্যানাডায় যেতে পারবেন না এবং তাই পানামার বিপক্ষে ম্যাচে অংশ নেওয়া সম্ভব হবে না। একই সঙ্গে ফিফা স্পষ্ট করেছে যে, আয়োজক দেশগুলোর ভিসা বা অভিবাসন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে তাদের কোনও ভূমিকা নেই। কোনও ব্যক্তি ভিসা পাবেন কি না বা সংশ্লিষ্ট দেশে প্রবেশ করতে পারবেন কি না, সেই সিদ্ধান্ত পুরোপুরি সংশ্লিষ্ট সরকারের এখতিয়ারভুক্ত। যদিও ক্যানাডা সরকার এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি কেন পার্টের ভিসা আবেদন বাতিল করা হয়েছে, তবুও ফুটবল মহলে জোরালোভাবে আলোচনা হচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে থাকা গুরুতর আইনি অভিযোগগুলিকে ঘিরে। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশ পার্টের বিরুদ্ধে পাঁচটি ধর্ষণ এবং একটি যৌন নিপী।নের অভিযোগ আনে। অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই তিনি আইনি জটিলতার মধ্যে রয়েছেন।

পরবর্তীতে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে আদালতে হাজির হয়ে পার্টে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ দাবি করেন এবং সব অভিযোগ অস্বীকার করেন। তবে সেখানেই শেষ হয়নি বিতর্ক। ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর বিরুদ্ধে আরও দুটি নতুন যৌন নিপী।নের অভিযোগ আনা হয়। এই অভিযোগগুলিও তিনি অস্বীকার করেছেন এবং দাবি করেছেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ ভিত্তিহীন।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, মামলাগুলি এখনও বিচারাধীন এবং কোনও অভিযোগের ক্ষেত্রেই আদালতের চূ।ান্ত রায় প্রকাশিত হয়নি। ফলে আইনগতভাবে পার্টে এখনও দোষী সাব্যস্ত নন। তবে আন্তর্জাতিক ভ্রমণ এবং অভিবাসন নীতির ক্ষেত্রে অনেক দেশ বিচারাধীন গুরুতর অভিযোগকেও গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাই ক্যানাডার সিদ্ধান্তের পেছনে এই মামলাগুলির প্রভাব থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঘানার জন্য এই পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা। টমাস পার্টে শুধু দলের সহ-অধিনায়কই নন, তিনি দলের অন্যতম অভিজ্ঞ এবং নির্ভরযোগ্য মিডফিল্ডার। দীর্ঘদিন ইউরোপীয় ফুটবলে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ২০১৩ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত স্পেনের শক্তিশালী ক্লাব আতলেতিকো মাদ্রিদের হয়ে সফল সময় কাটান তিনি। এরপর ইংল্যান্ডের প্রিমিয়ার লিগে আর্সেনালের জার্সিতে পাঁচ বছর খেলেন। বর্তমানে তিনি স্প্যানিশ ক্লাব ভিয়ারিয়ালের হয়ে মাঠ মাতাচ্ছেন। মিডফিল্ডে তাঁর উপস্থিতি ঘানার খেলার ছন্দ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই বিশ্বকাপের মতো ব। মঞ্চে প্রথম ম্যাচের আগে এমন একজন অভিজ্ঞ ফুটবলারকে হারানো দলটির কৌশল ও আত্মবিশ্বাস-দুই ক্ষেত্রেই বড় প্রভাব ফেলতে পারে। বিশ্বকাপের মঞ্চে ঘানার অভিযান শুরুর আগেই টমাস পার্টেকে ঘিরে তৈরি হওয়া এই বিতর্ক নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে খেলাধুলা, আইন এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন নীতির জটিল সম্পর্ক নিয়ে। এখন দেখার বিষয়, পরবর্তী সময়ে ক্যানাডা সরকারের অবস্থানে কোনও পরিবর্তন আসে কি না এবং ঘানা তাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারকে আদৌ বিশ্বকাপের বাকি ম্যাচগুলোতে পাবে কি না।

চর্চায় নতুন নিয়ম

বিশ্বকাপে প্রথমবার প্রয়োগ ফিফা-র 'মিসটেকেন আইডেন্টিটি' রুল

১৩ জুন ঃ ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ শুধু মাঠের ল।াই নয়, নতুন নিয়ম ও প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণেও আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে। টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই একাধিক

গুরুত্বপূর্ণ নিয়মে পরিবর্তন এনেছিল ফিফা। সেই পরিবর্তনের অন্যতম একটি নিয়ম শনিবার ভোরে আমেরিকা বনাম প্যারাগুয়ে ম্যাচে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের মঞ্চে বাস্তবে প্রয়োগ করা হলো। আর সেই ঘটনাই এখন ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে তুমুল আলোচনার বিষয়। বিশ্বকাপের গ্রুপ ডি-র ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল স্বাগতিক আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দল প্যারাগুয়ে। ম্যাচের ৫১ মিনিটে ঘটে এমন একটি ঘটনা, যা প্রথমে বিতর্কের পরিস্থিতি তৈরি করলেও পরে বিশ্ব ফুটবলে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সেই সময় আমেরিকা ৩-০ গোলে এগিয়ে ছিল। প্যারাগুয়ের তারকা মিডফিল্ডার মিগুয়েল আলমিরনের বিরুদ্ধে ফাউল করার অভিযোগে আমেরিকার অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার টিম রিমকে হলুদ কার্ড দেখান ডাচ রেফারি ড্যানি ম্যাকেলি। সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্মিত হয়ে ওঠেন রিম। তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখে বোঝা যাচ্ছিল, তিনি মনে করছেন যে তিনি কোনও ফাউলই করেননি। রেফারির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্যারাগুয়ে ফ্রি-কিকও পেয়ে যায় এবং খেলা আবার শুরু হয়ে যায়। সাধারণত এমন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত আর পরিবর্তনের সুযোগ থাকে না। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পরেই নাটকীয় মো। নেয় ঘটনা। ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি ম্যাকেলিকে পুনরায় ঘটনাটি পর্যালোচনা করার জন্য ডেকে পাঠান। ভিডিও রিপ্লে খুঁটিয়ে দেখার পর রেফারি বুঝতে পারেন, মাঠে যে সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন তা ভুল ছিল। টিম রিম কোনও ফাউল করেননি। বরং মিগুয়েল আলমিরন নিজেই ডাইভ দিয়ে ফাউলের ভান করেছিলেন। ফলে রেফারি সঙ্গে সঙ্গে নিজের আগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন। প্রথমে টিম রিমের হলুদ কার্ড বাতিল করা হয়। এরপর আলমিরনকে ' বা ইচ্ছাকৃতভাবে ফাউলের ভান করার দায়ে হলুদ কার্ড দেখানো হয়। এই ঘটনাই বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো 'মিসটেকেন আইডেন্টিটি' বা ভুল খেলোয়াড়কে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত VAR-এর সাহায্যে সংশোধনের নজির গড়ে। ফিফা সম্প্রতি যে নতুন নিয়ম চালু করেছে, তার মূল উদ্দেশ্য হলো ভুল পরিচয়ের কারণে নির্দোষ কোনও ফুটবলারের শাস্তি পাওয়া রোধ করা। আগে অনেক সময় রেফারি ভুলবশত অন্য খেলোয়াড়কে হলুদ বা লাল কার্ড দেখিয়ে ফেলতেন। পরে রিপ্লেতে ভুল ধরা পড়লেও ম্যাচ চলাকালীন সেই সিদ্ধান্ত সংশোধনের সুযোগ থাকত না। ফলে নির্দোষ খেলোয়াড়কে শাস্তি বোঝা বইতে হতো। নতুন ' Identity Rule' অনুযায়ী, যদি প্রমাণ করতে পারে যে কার্ড ভুল খেলোয়াড়কে দেখানো হয়েছে, তাহলে রেফারি সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারবেন। প্রয়োজন হলে কার্ড বাতিল করে প্রকৃত দায়ী খেলোয়াড়কে শাস্তি দেওয়া যাবে। আমেরিকা-প্যারাগুয়ে ম্যাচে ঠিক সেটাই হয়েছে। যদিও ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার সময় মাঠে থাকা খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ এবং দর্শকদের অনেকেই প্রথমে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ খেলা শুরু হয়ে যাওয়ার পর আবার ম্যাচ থামিয়ে সিদ্ধান্ত বদলানো সাধারণত খুব কমই দেখা যায়। ফুটবল বিশ্লেষকদের মতে, এই নিয়ম ভবিষ্যতে রেফারিংয়ের মান আরও উন্নত করবে এবং ভুল সিদ্ধান্তের কারণে কোনও দলের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কমাবে। একই সঙ্গে VAR প্রযুক্তির কার্যকারিতাও আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে নতুন নিয়মের এমন সফল প্রয়োগ ফিফা-র জন্যও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করছে। প্রযুক্তির সাহায্যে খেলার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার যে লক্ষ্য সংস্থাটি দীর্ঘদিন ধরে অনুসরণ করছে, ' Identity Rule'-এর প্রথম প্রয়োগ সেই প্রচেষ্টাকেই আরও একধাপ এগিয়ে দিল। এখন দেখার বিষয়, টুর্নামেন্টের বাকি ম্যাচগুলোতে এই নিয়ম আরও কতবার ব্যবহৃত হয় এবং বিশ্ব ফুটবলে এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কতটা গভীর হয়।

বিশ্বকাপের আগে ফ্রান্সে 'এমবাপে ঝড়'! ইমেজ রাইটস, রাজনীতি ও ফর্ম সংকটে উত্তাল

১৩ জুন ঃ বিশ্বকাপের মঞ্চে ফ্রান্স বরাবরই অন্যতম ফেভারিট। কিন্তু মাঠের লড়াই শুরু হওয়ার আগেই আবারও আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে ফরাসি শিবির। কারণ প্রতিপক্ষ নয়, বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন দলের অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপে। ইমেজ রাইটস নিয়ে ফেডারেশনের সঙ্গে সংঘাত, রাজনৈতিক মন্তব্য ঘিরে তীব্র বিতর্ক, সাম্প্রতিক ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন এবং ব্যক্তিগত সফরকে কেন্দ্র করে সমালোচনা-সব মিলিয়ে বিশ্বকাপ শুরুর আগেই ফরাসি শিবিরে অস্বস্তির পারদ চড়েছে। ফ্রান্সের বিশ্বকাপ বেস ক্যাম্প এবার যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনের বেন্ট লি ইউনিভার্সিটিতে। শহরটির পরিবেশ অনেকটাই ইউরোপীয় আবহের। চার্লস নদীর শান্ত হাওয়া, ঐতিহাসিক আবহ এবং নিরিবিলি পরিবেশ ফুটবলারদের প্রস্তুতির জন্য আদর্শ বলেই মনে করেছিলেন ফরাসি ফুটবল ফেডারেশনের কর্মকর্তারা। কিন্তু বোস্টনের ইতিহাস যেমন বিদ্রোহ ও পরিবর্তনের গল্প বলে, তেমনই এবার সেই শহরেই যেন নতুন বিতর্কের জন্ম দিলেন এমবাপে।ফরাসি দলের হোটেলের বাইরে সমর্থকদের ' লে ব্লু' ধ্বনি যত জোরালো, ভেতরে ততটাই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ইমেজ রাইটস ও রাজনীতিকে ঘিরে আলোচনা। ফুটবলের বাইরের বিষয়ই এখন বেশি জায়গা দখল করছে সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে।এমবাপের সঙ্গে বিতর্কের সম্পর্ক নতুন নয়। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপেও ম্যাচসেরা হওয়ার পর একাধিকবার সাংবাদিক সম্মেলনে অংশ নিতে অস্বীকার করেছিলেন তিনি। নিয়ম ভঙ্গের জন্য জরিমানাও গুনতে হয়েছিল। তবুও নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেননি। এমনকি কিছু স্পনসর প্রতিষ্ঠানের প্রচারভঙ্গি নিয়েও প্রকাশ্যে আপত্তি তুলেছিলেন ফরাসি তারকা।এবার বিতর্কের সূত্রপাত একটি বেটিং কোম্পানির বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে। ফরাসি ফুটবল ফেডারেশনের অনুমোদিত সংস্থা ' বিশ্বকাপ উপলক্ষে ফুটবলারদের ছবি ব্যবহার করে প্রচার শুরু করে। অভিযোগ, খেলোয়া।দের কাছ থেকে আগাম অনুমতি না নিয়েই এই প্রচার চালানো হয়।বিষয়টি জানাজানি হতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এমবাপে। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, জুয়া বা ফাস্ট ফুড সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনে নিজের কিংবা সতীর্থদের ছবি ব্যবহার করা উচিত

নয়, বিশেষ করে খেলোয়া।দের সম্মতি ছাড়া। অধিনায়কের কড়া অবস্থানের ফলে ফেডারেশনকে রীতিমতো চাপে পড়তে হয়েছে। বিশ্বকাপের মতো বড় টুর্নামেন্ট শুরুর আগে এই কর্পোরেট সংঘাত দলের মনোযোগে প্রভাব ফেলতে পারে কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে।তবে শুধু বিজ্ঞাপন নয়, ফরাসি রাজনীতিও ঢুকে প।ছে ড্রেসিংরুমের আলোচনায়। ফ্রান্সে নির্বাচন ঘনিয়ে আসার প্রেক্ষাপটে এমবাপে প্রকাশ্যে উগ্র ডানপন্থী রাজনীতির বিরোধিতা করেছেন। শুধু নিজের মতামত জানানোই নয়, দেশবাসীকে চরমপন্থার বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি।এতেই শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। একাংশের মতে, একজন জাতীয় দলের অধিনায়কের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে মত প্রকাশের অধিকার রয়েছে। অন্যদিকে সমালোচকদের দাবি, বিশ্বকাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার আগে রাজনৈতিক বিতর্কে জ।ানো দলের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী কোচ দিদিয়ের দেশঁ অবশ্য তাঁর অধিনায়কের পাশে দাঁ।য়িছেন। মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে তিনি জানিয়েছেন, খেলোয়া।দেরও নাগরিক হিসেবে নিজেদের মতামত প্রকাশের অধিকার রয়েছে।কিন্তু সবাই সেই অবস্থানের সঙ্গে একমত নন। ফরাসি কিংবদন্তি Michel Platini-সহ একাধিক প্রাক্তন ফুটবলার এমবাপের সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, জাতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে এমবাপের আরও নিরপেক্ষ থাকা উচিত ছিল। বিশেষ করে বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে দলের প্রস্তুতির সময় রাজনৈতিক অবস্থানকে সামনে আনা প্রয়োজন ছিল না।এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে সংবাদমাধ্যমেও। সাধারণত বিশ্বকাপের আগে দলের কৌশল, সম্ভাব্য একাদশ বা প্রতিপক্ষ বিশ্লেষণ নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু ফ্রান্সের সংবাদ সম্মেলনে এখন ফুটবলের চেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে রাজনীতি ও বিতর্ক নিয়ে। ফলে কোচ দেশঁকে বারবার মাঠের বাইরের প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে।এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এমবাপের সাম্প্রতিক ফর্ম নিয়ে উদ্বেগ। প্রস্তুতি ম্যাচে প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স করতে পারেনি ফ্রান্স। আইভরি কোস্টের বিরুদ্ধে হার এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে অনুজ্জ্বল জয় নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলেছে ফরাসি সংবাদমাধ্যম।পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে এমবাপের একটি ব্যক্তিগত সফরকে ঘিরে। বিশ্বকাপ প্রস্তুতির মাঝপথে তিনি ব্যক্তিগত কারণে হঠাৎ মাদ্রিদে উড়ে যান। পরে তাঁর সেই সফরের ছবি প্রকাশ্যে আসতেই সমালোচনার ঝড় ওঠে। অনেক সমর্থক প্রশ্ন তুলেছেন, বিশ্বকাপের আগে দলের প্রস্তুতির সময় অধিনায়কের এমন পদক্ষেপ কতটা যুক্তিযুক্ত। সব মিলিয়ে মাঠের বাইরে বিতর্ক যেন ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে। ইতিহাস বলছে, অতীতেও অসাধারণ প্রতিভাবান দল থাকা সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বিতর্কের কারণে বড় টুর্নামেন্টে ব্যর্থ হয়েছে ফ্রান্স। তাই বিশ্বকাপের শুরুতেই সমর্থকদের সবচেয়ে বড় উদ্বেগ-এমবাপে ও তাঁর সতীর্থরা কি এই সমস্ত বিতর্ক পেছনে ফেলে মাঠে নিজেদের সেরাটা দিতে পারবেন, নাকি আবারও ফুটবলের চেয়ে বড় হয়ে উঠবে মাঠের বাইরের নাটক?

বিশ্বকাপের স্বপ্নে আমেরিকা পাড়ি রোনাল্ডোর!

১৩ জুন ঃ ফুটবল বিশ্বের অন্যতম সেরা তারকা, অসংখ্য রেকর্ডের মালিক, পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী- তবু এক অপূর্ণতা এখনও তাড়া করে বেড়ায় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে। ক্লাব ফুটবল থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক মঞ্চ, প্রায় সব ট্রফিই জিতেছেন তিনি। কিন্তু বিশ্বকাপের সোনালি ট্রফি এখনও তাঁর হাতছোঁয়ার বাইরে। আর সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্য নিয়েই এবার আমেরিকার উদ্দেশে রওনা দিল পর্তুগাল দল। বিশ্ব ফুটবলের বিশেষজ্ঞদের একাংশ এবারের বিশ্বকাপে পর্তুগালকে অন্যতম শক্তিশালী দাবিদার হিসেবে দেখছেন। দলটির বর্তমান স্কোয়াডে রয়েছে অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের দুর্দান্ত মিশেল। তবুও ফেভারিট তকমা নিতে নারাজ রোনাল্ডো। তাঁর মতে, কাগজে-কলমে শক্তিশালী দল হওয়া আর বিশ্বকাপ জেতা এক জিনিস নয়। দেশ ছা।ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পর্তুগাল অধিনায়ক বলেন, আমরা আনঃদ আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমেরিকা যাচ্ছি। বিশ্বকাপ সবসময়ই বিশেষ একটি প্রতিযোগিতা। এখানে প্রতিটি ম্যাচ আলাদা গুরুত্ব বহন করে। আমরা ভালো কিছু করার স্বপ্ন নিয়েই যাচ্ছি। ৪১ বছর বয়সেও রোনাল্ডোর মধ্যে বিশ্বকাপ জয়ের ক্ষুধা একটুও কমেনি। বরং সময় যত এগিয়েছে, এই ট্রফি জয়ের আকাঙ্ক্ষা ততই তীব্র হয়েছে। কারণ তিনি জানেন, যদি বিশ্বকাপ জিততে পারেন, তাহলে ফুটবল ইতিহাসে তাঁর নাম আরও উজ্জ্বল হয়ে লেখা থাকবে। পর্তুগালের বর্তমান দলকে অনেকেই দেশের ইতিহাসের অন্যতম সেরা স্কোয়াড বলে মনে করছেন। মাঝমাঠে ভিতিনহা, ব্রুনো ফার্নান্ডেজ এবং জোয়াও নেভেসের মতো সৃজনশীল ফুটবলার রয়েছেন। রক্ষণে নুনো মেন্ডেস ও জোয়াও ক্যানসেলোর মতো নির্ভরযোগ্য নাম। আক্রমণে বার্নার্দো সিলভা, জোয়াও ফেলিক্স, রাফায়েল লিয়াওদের উপস্থিতি দলকে আরও ভয়ংকর করে তুলেছে।সব মিলিয়ে এমন ভারসাম্যপূর্ণ দল অতীতে খুব কমই পেয়েছে পর্তুগাল। তাই অনেকের মতে, বিশ্বকাপ জয়ের জন্য এটাই হতে পারে রোনাল্ডোর শেষ এবং সেরা সুযোগ।তবে ব্যক্তিগত সাফল্যের চেয়ে দলগত পারফরম্যান্সকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন সিআর৭। তিনি মনে করেন, দীর্ঘ প্রস্তুতি এবং কঠোর পরিশ্রমের ফল মাঠে প্রমাণ করতে হবে।

টি-২০ দলের অধিনায়ক হতেই বিলাসবহুল জীবনে প্রবেশ করলেন শ্রেয়স আইয়ার

১৩ জুন ঃ ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন দায়িত্ব, নতুন চ্যালেঞ্জ এবং তার সঙ্গে জীবনের নতুন অধ্যায়। সম্প্রতি ভারতের টি-২০ দলের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার। জাতীয় দলের নেতৃত্ব পাওয়ার পর এবার ব্যক্তিগত জীবনেও বড় সিদ্ধান্ত নিলেন এই তারকা ক্রিকেটার। মুম্বইয়ের অন্যতম অভিজাত এলাকায় একটি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছেন তিনি। আর সেই ফ্ল্যাটের মাসিক ভা।ডার অঙ্ক শুনলে চোখ কপালে উঠতে বাধ্য। মুম্বইয়ের সন্তান শ্রেয়স আইয়ার। ছোটবেলা থেকে এই শহরের ক্রিকেট সংস্কৃতির মধ্যেই তাঁর বেড়ে ওঠা। ঘরোয়া ক্রিকেটে মুম্বইয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি, আর বর্তমানে আইপিএলে খেলছেন পাঞ্জাব কিংসের হয়ে। ভারতীয় ওয়ানডে দলের নিয়মিত সদস্য হলেও টি-২০ দলে দীর্ঘদিন জায়গা পাননি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ভাগ্যের চাকা ঘুরেছে দ্রুত। শুধু জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনই নয়, সরাসরি টি-২০ দলের নেতৃত্বও তুলে দেওয়া হয়েছে তাঁর হাতে। আগামী জুনের শেষ সপ্তাহে আয়ারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ দিয়ে অধিনায়ক হিসেবে নতুন যাত্রা শুরু করবেন শ্রেয়স। তার আগে মুম্বইয়ে নিজের নতুন ঠিকানা বেছে নিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর, মুম্বইয়ের ওরলির অত্যন্ত অভিজাত আর্তেসিয়া আবাসনে প্রায় ৩,৮৭৫ বর্গফুটের একটি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়ড়া নিয়েছেন ভারতীয় দলের নতুন অধিনায়ক। তিন বছরের দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে নেওয়া এই ফ্ল্যাটের মাসিক ভাড়া ১৮.৫০ লক্ষ টাকা। শুধু ভাড়াই নয়, এই চুক্তির অন্যান্য খরচও কম নয়। ফ্ল্যাট ভাড়ার স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ খরচ হয়েছে প্রায় ১.৮৪ লক্ষ টাকা। রেজিস্ট্রেশন ফি হিসেবে জমা দিতে হয়েছে আরও ১,০০০ টাকা। পাশাপাশি নিরাপত্তা জামানত হিসেবে রাখতে হয়েছে ৭৪ লক্ষ টাকা। চুক্তি অনুযায়ী প্রতি বছর ভাড়ার পরিমাণ ৭ শতাংশ করে বৃদ্ধি পাবে। ফলে দ্বিতীয় বছরে মাসিক ভাড়া দাঁড়াবে প্রায় ১৯.৭৯ লক্ষ টাকা। তৃতীয় বছরে তা বেড়ে হবে প্রায় ২১.১৮ লক্ষ টাকা। সব মিলিয়ে তিন বছরে শুধু ভাড়ার বাবদই খরচ হবে প্রায় ৭.১৪ কোটি টাকা। তবে শ্রেয়সের আয় বিবেচনা করলে এই ব্যয় খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসের সঙ্গে তাঁর চুক্তিমূল্য প্রায় ২৬.৭৫ কোটি টাকা। এছাড়া ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বছরে প্রায় ৩ কোটি টাকা আয় করেন তিনি। জাতীয় দলের হয়ে খেলার জন্য আলাদা ম্যাচ ফি তো রয়েছেই। টি-২০ আন্তর্জাতিক ম্যাচে অংশ নিলে ম্যাচ পিছু প্রায় ৩ লক্ষ টাকা এবং ওয়ানডে ম্যাচে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা করে পান তিনি। এর সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপন, স্পনসরশিপ এবং বাণিজ্যিক চুক্তি থেকে উল্লেখযোগ্য আয়। ক্রিকেট মাঠে নিজের সাফল্যের পেছনে মুম্বইয়ের অবদান নিয়ে বরাবরই আবেগপ্রবণ শ্রেয়স। অধিনায়ক হওয়ার পর তিনি বলেছিলেন, মুম্বইয়ে ক্রিকেটের পরিসর বিশাল। এখানে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত কঠিন। প্রায় প্রতিটি ছেলেমেয়ের স্বপ্ন থাকে মুম্বইয়ের হয়ে খেলার। সেই প্রতিযোগিতাই আমাকে লড়াই করতে শিখিয়েছে এবং আরও শক্তিশালী করে তুলেছে। নতুন দায়িত্ব, নতুন ঠিকানা এবং নতুন স্বপ্ন- সব মিলিয়ে জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে প্রবেশ করেছেন শ্রেয়স আইয়ার। এখন ক্রিকেটপ্রেমীদের নজর তাঁর নেতৃত্বের দিকে। ব্যাট হাতে যেমন তিনি একাধিকবার দলকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন, তেমনই অধিনায়ক হিসেবে ভারতীয় টি-২০ দলকে কতটা সফলতার পথে নিয়ে যেতে পারেন, সেটাই দেখার অপেক্ষা। মাঠের সাফল্যের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনেও যে তিনি এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছেন, মুম্বইয়ের এই বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেনন্ট তারই আরেকটি প্রমাণ।

'মেসি যুগে শেষ মহাকাব্যের সূচনা, কানসাসের রোদে বিশ্ব তাকিয়ে এক মানুষের দিকে

১৩ জুন ঃ দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র। যে দেশকে একসময় ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার ফুটবল বিশেষজ্ঞরা তাচ্ছিল্যের সুরে বলতেন, আমেরিকায়. আবার ফুটবল?-সেই দেশেই আজ ফুটবল উসবের ঢেউ। আর সেই পরিবর্তনের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছেন একজন মানুষ-লিওনেল মেসি। ডেভিড বেকহ্যাম যখন তাঁকে ইন্টার মায়ামিতে নিয়ে এসেছিলেন, তখন অনেকেই সেটিকে অবসর জীবনের বিলাসী সিদ্ধান্ত বলেই মনে করেছিলেন। কেউ ভাবেননি, একজন ফুটবলার একটি দেশের ক্রীড়া-সংস্কৃতির গতিপথ বদলে দিতে পারেন। কিন্তু আজ মেজর লিগ সকারের টিকিট বিক্রি, দর্শকসংখ্যা, টেলিভিশন রেটিং এবং স্পনসরশিপের উত্থান প্রমাণ করছে, মেসি শুধু একজন খেলোযাড় নন-তিনি এক চলমান বিপ্লব। মেসিকে ঘিরে উন্মানা এখন এমন জায়গায় পৌঁছেছে, যা আগে কখনও দেখা যায়নি।

আর্জেটিনার অফিসিয়াল সম্প্রচারকারী টিওয়াইসি স্পোর্টস এবার চালু করেছে এক অভিনব প্রযুক্তি-'মেসি ক্যাম'। পুরো ম্যাচজুড়ে একটি আলাদা ক্যামেরা শুধুমাত্র মেসির উপরই ফোকাস করে থাকবে। তিনি বল পায়ে. দৌড়চ্ছেন, প্রতিপক্ষকে কাটাচ্ছেন, অফ-দ্য-বল স্পেস তৈরি করছেন, জুতোর ফিতে বাঁধছেন কিংবা সাইডলাইনে দাঁড়িয়ে.জল খাচ্ছেন- সবকিছুই দেখা যাবে সেই এক ক্যামেরায়। ভাবা যায়? বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে কোনও খেলোয়াড়কে কেন্দ্র করে এমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক সম্প্রচার ব্যবস্থার নজির কার্যত নেই। কোটি কোটি দর্শক হযতো পুরো ম্যাচ নয়, শুধুমাত্র একজন মানুষকে দেখার জন্যই টেলিভিশনের সামনে বসে থাকবেন। এই সম্মান শুধু তারকাখ্যাতির নয় এটি এক সাংস্কৃতিক ঘটনার স্বীকৃতি। তবু প্রশ্ন থেকে যায়। কাতারের মরুভূমিতে যার আজন্ম লালিত স্বপ্ন পূরণ হয়েছে, বিশ্বকাপ ট্রফি যার হাতে উঠেছে, সেই প্রায় ৩৯ বছর বয়সী মেসির সামনে নতুন করে প্রেরণা কোথায়? ১৬ জুন আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে তিনি মাঠে নামবেন, তা প্রায় নিশ্চিত। চার বছর আগে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে যে ধাক্কা খেয়েছিল আর্জেন্টিনা, কোচ লিওনেল স্কালোনি সম্ভবত এখনও তা ভুলতে পারেননি। তাই এবার সবকিছু নিখুঁত রাখতে চেয়েছেন তিনি। আর্জেন্টিনার বেস ক্যাম্প হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে কানসাস সিটিকে। আধুনিক স্পোর্টস সায়েন্স, অত্যাধুনিক রিকভারি ল্যাব, নিখুঁত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা-সব মিলিয়ে এখানে এমন সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, যা বিশ্বের সেরা ক্লাবগুলোর সঙ্গেও তুলনীয়। লক্ষ্য একটাই-মেসিকে শতভাগ ফিট রাখা। ২৪ জুন ৩৯ বছরে পা দেবেন তিনি। শরীর হয়তো আগের মতো নেই, কিন্তু স্বপ্ন এখনও একই রকম জ্বলন্ত। এই সময়েই মেসি যেন অন্য এক আবেগের সুরও ছড়িয়ে দিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে নিজের অনুশীলনের একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন তিনি। ভিডিওর পটভূমিতে বাজছে আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি রক শিল্পী ইন্দিও সোলারির বিখ্যাত গান ' উইথ অ্যান অ্যামেচার অ্যাঞ্জেল'। সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন সোলারি। পুরো আর্জেন্টিনা যখন শোকে স্তব্ধ, তখন মেসির এই গান নির্বাচন নিছক কাকতালীয় বলে মনে হয় না। যেন তিনি নিজের অন্তর্গত লড়াইয়ের কথাই বলতে চাইছেন। এমন এক মানুষ, যিনি সবকিছু জয় করেছেন, তিনিও হয়তো জানেন-সময়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কেউ শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় না। হয়তো শরীর আর আগের মতো সাড়া দেয় না। হযতো প্রতিটি অনুশীলন, প্রতিটি ম্যাচ, প্রতিটি স্প্রিন্ট এখন আগের চেয়ে বেশি কঠিন। কিন্তু কোটি কোটি মানুষের স্বপ্ন এখনও তাঁর কাঁধেই ভর করে আছে। এর মধ্যেই অবশ্য স্কালোনির শিবিরে উদ্বেগও কম নয়। চোটের কারণে লিওনার্দো বালের্দি ছিটকে গিয়েছেন। মার্কোস সেনেসিকে তড়িঘড়ি ডাকা হয়েছে। নিকোলাস তাগলিয়াফিকোর খেলাও অনিশ্চিত। নিকোলাস পাজ এখনও পুরোপুরি সুস্থ নন। তবে সব খবরই খারাপ নয়। লিয়ান্দ্রো পারেদেস এবং নিকোলাস গঞ্জালেস অনুশীলনে ফিরেছেন। সবচেয়ে বড় স্বস্তি, এমিলিয়ানো মার্তিনেজও গ্লাভস পরে মাঠে নেমেছেন। যদিও তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে বাড়তি ঝুঁকি নিতে রাজি নন স্কালোনি। প্রথম ম্যাচে জুলিয়ান আলভারেজের বদলে দুরন্ত ফর্মে থাকা লাউতারো মার্তিনেজকে শুরু থেকেই দেখা যেতে পারে। কিন্তু সত্যিটা হলো, এই বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার প্রতিটি গল্প, প্রতিটি আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছেন একজনই। মেসি। সম্ভবত এটাই তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। শেষবারের মতো তিনি লিখতে চলেছেন নিজের মহাকাব্যের নতুন অধ্যায়। কানসাস সিটির ঝকঝকে রোদে দাঁড়িয়ে তাই শুধু আর্জেন্টিনা নয়, পুরো পৃথিবী অপেক্ষা করছে সেই প্রথম বাঁশির জন্য। কারণ এখনও, প্রতি মুহূর্তে, বিশ্ববাসীর নজর ঘুরে ফিরে থামে এক মানুষের দিকেই।

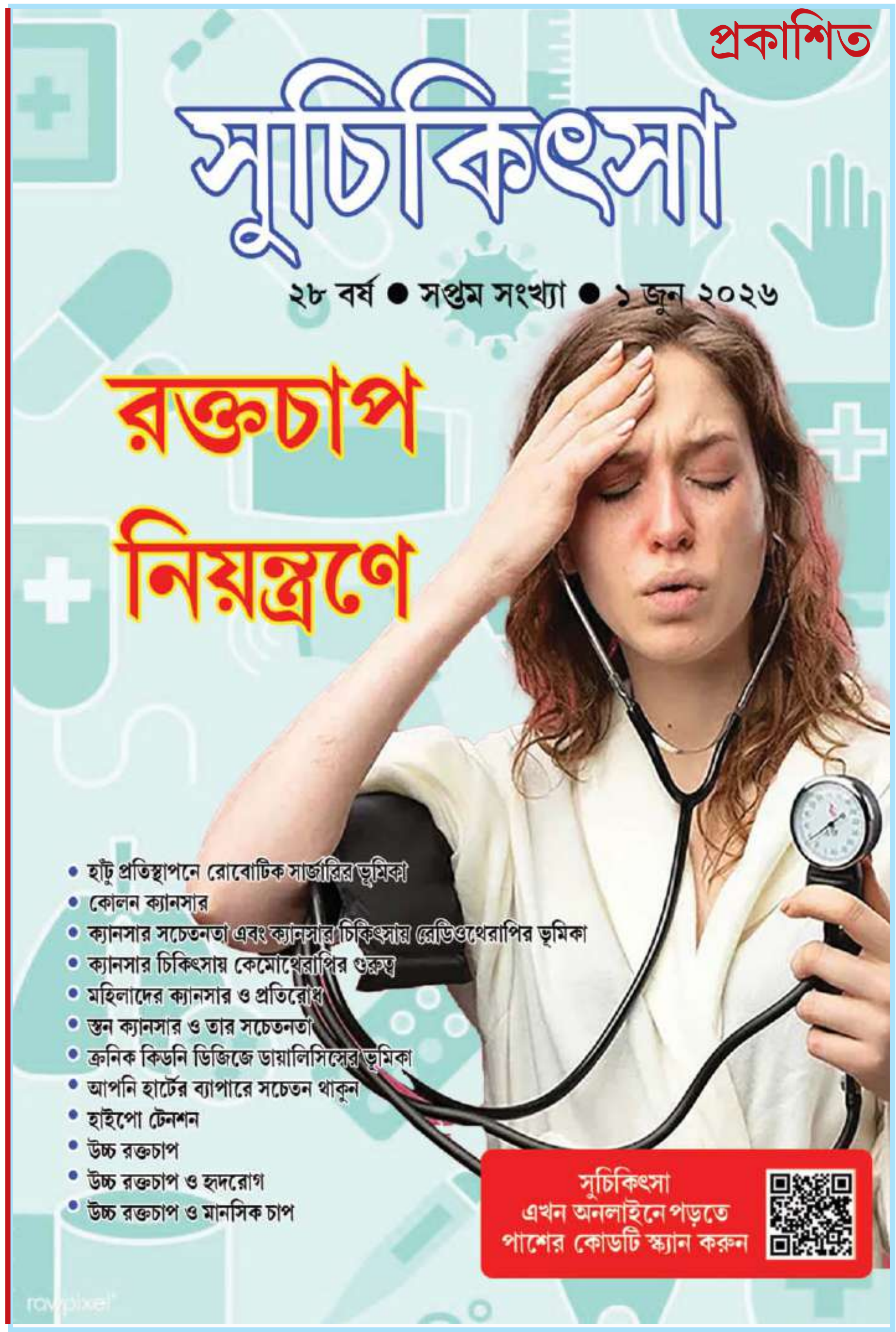

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com